ক্ষণাদেবী

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মথুরানাথ সাহার যাত্রায় অভিনীত

(শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস দ্বারা সুরলয়ে গঠিত)

কলিকাতা

১২নং হরীতকী বাগান লেন, শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়
হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৭।

মূল্য ১॥০

ভূমিকা।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার নবরত্ননামক পণ্ডিত-সভা পৃথিবীতে সর্ব্বজনবিদিত। নবরত্নের পণ্ডিতগণ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। দুঃখের বিষয় যে এমন জগদ্বিদিত নৃপতিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের কোন বিশ্বাস্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। আমরা তাঁহার জীবনীর যাহা কিছু জানি, সমুদয়ই কিম্বদন্তীমূলক, কিম্বদন্তীমাত্রই অমূলক নয়। হিন্দুর অনেক অতীত গৌরবের ইতিহাসগ্রন্থ বৌদ্ধ ও মুসলমান রাজত্বের সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ তখন মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় গ্রন্থমাত্রই বড় দুর্ল্লভ বস্তু ছিল। গ্রন্থবর্ণিত অনেক বিষয় স্মৃতিশক্তির সাহায্যে লোকে তখন মুখে মুখে আলোচনা ও চর্চ্চা করিত। এই প্রথা হইতেই কিম্বদন্তীর সৃষ্টি। কিম্বদন্তীতে জানা যায় যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য বহুগুণান্বিত রাজা ছিলেন এবং সেই বহুগুণের মধ্যে দুই একটী দোষও ছিল, যেমন বেশ্যাসক্তি ও লাম্পট্য। নবরত্নের প্রধান রত্ন মহাকবি কালিদাসের যে বেশ্যালয়ে মৃত্যু হয়, সেই বেশ্যা বিক্রমাদিত্যের রক্ষিতা, তিনি কালিদাসকে তাঁহার প্রিয়তমা রক্ষিতার বাঞ্ছিত উপনায়ক জানিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণরাণী ভানুমতী দেবীর উরুদেশস্থ

তিলচিহ্ন গণনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিও মহারাজ প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দান করিয়াছিলেন। বেতালসিদ্ধির সময়ে বেতালের পরামর্শে একজন বেতালসাধকব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুকেও স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তীর আরও প্রবাদ এই যে, বিক্রমাদিত্য ক্ষণাদেবীর অতুল রূপসৌন্দর্য্য এবং অনুপমগুণরাশি দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন।

আমরা ক্ষণাদেবী নাটকে বিক্রমাদিত্যের শেষোক্ত দোষ বর্ণনা করিয়াছি। সেই জন্য অভিনয়কালে কোন কোন দর্শক বিক্রমাদিত্য-চরিত্রের পতন দেখিয়া দুঃখিত হইতে এবং আমাদিগকে অনুযোগ করিতেন। এই অমূলক অনুযোগ অন্যায় বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে বিক্রমাদিত্য-চরিত্রে কতকগুলি দোষ দেখাইলাম। সত্যই বিক্রমাদিত্য দোষস্পর্শহীন আদর্শ চরিত্র ছিলেন না। ইতি :—

কল্যাণপুর, হাওড়া;
শ্রাবণ, ১৩২৭। } গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রী।

পুরুষ।

বিক্রমাদিত্য (উজ্জয়িনীরাজ), বরাহ (জ্যোতির্বিদ্যারত্ন), ধন্বন্তরি (আয়ুর্ব্বেদবিদ্যারত্ন), মিহির (বরাহের পুত্র), শৃঙ্গমালী বরাহের বন্ধু), শ্রীধর (ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ), নীলাম্বর (ছদ্মবেশী বলরাম), চন্দ্রালোক (শৃঙ্গমালীর পুত্র), দশচক্র (নাস্তিক), বেতাল (ভৈরব), অবীক্ষিত (জনৈক সাধু), সিংহলরাজ, কর্ণাটরাজ, পুণ্ডরীক (কর্ণাট-রাজের পুত্র), কণ্ঠরুদ্র (কর্ণাটের ভূতপূর্ব্ব রাজার পুত্র এবং কিরাতরাণীর পালিত পুত্র), রাহুদেব (সিংহলরাজবয়স্য), কর্ণাটরাজদূত, নাস্তিকগণ, সিংহলরাজপারিষদগণ, সৈন্যগণ, সাধুগণ, পল্লীবালকগণ, কিরাত-সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, বৈষ্ণবগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রেবা (বরাহের স্ত্রী), সুবেদিতা (বরাহের ভগিনী), আরাধিতা (শৃঙ্গমালীর স্ত্রী), ক্ষণাদেবী (সিংহলরাজ-কন্যা এবং মিহিরের স্ত্রী), চুনিমালিনী (সিংহল-বাসিনী মালীরমণী), সিংহলরাণী, কিরাতরাণী, তটিনী-সঙ্গিনীগণ, সখীগণ, নাস্তিকাগণ, পল্লীবাসিনীগণ, ইত্যাদি।

ক্ষণাদেবী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নদী-পুলিন।

[তটিনীসঙ্গিনীগণ আসীনা।]

তটিনীসঙ্গিনীগণ। গীত।

গোধূলি বেলায় বাঁধুলি বরণে ভানু কার পানে চায়।
শীতল বাতাস কার উষ্ণ শ্বাস ধরি বুকে ধীরে ধায়।
আকাশের তারা এখন' একটী, কেন ফুটে নাই জ্বলে না দীপটী,
কার পানে চেয়ে রয়েছে বিষটী, থেকে থেকে কেন শিহরায়।

মুখবদ্ধ তাম্রপাত্র হস্তে বরাহের প্রবেশ।

বরাহ। কে বল্‌তে পারে, এই তাম্রপাত্রের মধ্যে একটী সদ্যজাত শিশু ভগবানের লীলারাজ্যকে চমৎকৃত ক'রতে প্রস্তুত র'য়েছে!

নেপথ্যে—শৃঙ্গমালী। আমি ব'ল্‌তে পারি, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের উজ্জ্বলতম রত্ন পণ্ডিত বরাহ, তুমি তোমার ঔরসজাত সদ্যপ্রসূত শিশুকে ঐ তাম্রপাত্রে আবদ্ধ ক'রে এনেছ! কিন্তু সাবধান, বিশ্বপতির একটী ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণ তোমা অপেক্ষা হীন মনে ক'র না।

বরাহ। আঃ কি ভ্রান্তি! এই না সেই আমার প্রতিবেশী বন্ধু মোহান্ধ শৃঙ্গমালীর কণ্ঠস্বর। আরে মূর্খ! আমার জ্যোতিষ-গণনা যে অভ্রান্ত! আমি বিশেষভাবে গণনা ক'রে দেখেছি, এ বালক স্বল্পায়ু, মাত্র এক বৎসর এর পরমায়ু!

দ্রুতপদে শৃঙ্গমালীর প্রবেশ।

শৃঙ্গমালী। নিষ্ঠুর! এ বালকের এক বৎসর পরমায়ু কেন, মনে কর, এক মুহূর্ত্ত এর পরমায়ু। ভাব'লে কি তুমি নৃশংস ঘাতকের কার্য্যে ব্রতী হবে? এই কি তোমার পিতৃত্ব! এখনও বালকের স্নেহময়ী মাতা জ্ঞানশূন্যা, তাই তুমি তার কণ্ঠের হারকে চুরি ক'রে আন্‌তে পেরেছ।

নতুবা—ভাই, তোমার হাতে ধর্‌ছি, এ কঠোর সংকল্প ত্যাগ কর।

বরাহ। শৃঙ্গমালি! আমি তোমার ব্যবহারে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হ'চ্চি! তুমি মিথ্যা তুচ্ছ মায়ায় আত্মহারা হ'য়ে প'ড়েছ!

শৃঙ্গমালী। কি ব'ল্‌লে বরাহ! মায়া তুচ্ছ! যে মহা-মায়ার মায়ায় জগৎ আবদ্ধ, এমন কি বিধি, বিষ্ণু ও শঙ্কর পর্য্যন্ত জড়িত, সে হেন মহিমময়ী মায়া—তাকে তুমি কখন তুচ্ছ ব'ল্‌তে পারনা! তুচ্ছ তুমি আমি, কিন্তু মায়া তুচ্ছ নয়।

বরাহ। আরে মূর্খ! আমি তোমায় বুঝাতে পারব না, আমি ব'ল্‌ছি, এ আমার দুষ্ট সংকল্প নয়। যার বিয়োগ-যন্ত্রণা এক বৎসর পরে অসহনীয় ভাবে সহ্য ক'রতে হবে, সেই বিষধরাকে গৃহে রাখ্‌তে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বাঞ্ছা করে, তাই বল দেখি?

শৃঙ্গমালী। কি জানি ভাই পণ্ডিত বন্ধু! আমরা ত মূর্খ লোক, তাহ'লে বল, জীবহত্যায় কোন পাপ নাই?

বরাহ। এ ত বাতুলের প্রশ্ন!

শৃঙ্গমালী। বাতুলের প্রশ্নেরও ত উত্তর আছে।

বরাহ। সে এই নদীতীরে নয়, গৃহপ্রাঙ্গণে ব'সে একদিন এর আলোচনা করা যেতে পারে।

শৃঙ্গমালী। তাহ'লে তুমি কিছুতেই এ সংকল্প ত্যাগ ক'রবে না?

বরাহ। ত্যাগে লাভের সম্ভাবনা কি ?

শৃঙ্গমালী। জীবহত্যা মহাপাতক হ'তে পরিত্রাণ !

বরাহ। বালকের এক বৎসর পরমায়ু, এর মধ্যে এই শিশুর নিহন্তা কে ?

শৃঙ্গমালী। উঃ, এই পণ্ডিতের জ্ঞান ! বলি ভায়া, তৈল থাক্‌তে থাক্‌তে কি প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয় না ?

বরাহ। আরে অল্পদর্শি, তাও ত কালের চক্রে। তাই তার নিয়তিস্বরূপ ধর্‌লে তোমার সে তর্কের মীমংসা ত সেই খানে স্থির হতে পারে।

শৃঙ্গমালী। ভায়ার পাণ্ডিত্য অসীম ! কিন্তু ভায়া, যদি নিয়তি-কাল অবশ্যম্ভাবী ব'লে স্থির ক'রে রাখা যায়, তাহ'লে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাক্‌লেই ত সব ঘাঙা মিটে ! মিথ্যা কেন আমরা লাফা লাফি ক'রে মরি। যাক্‌, তোমার সঙ্গে এক মত ক'র্‌তে চাই না। আমরা মানুষ,মানুষ দেবতা হ'তে পার্‌বে কেন দাদা ! এখন তাম্রপাত্রটা আমায় দাও, তুমি না বালককে প্রতিপালন কর, আমি প্রতিপালন ক'র্‌ব, আমি বুকে ধ'রে প্রাণ দিয়ে একে রক্ষা ক'র্‌ব !

বরাহ। শৃঙ্গমালি, বৃথা প্রলাপ বাক্য ব'ল্‌ছ, তুমি বুঝ্‌ছ না, এই বালক অসাধারণ ভাবে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। আমি গণনায় বেশ দেখেছি, এই বালক যদি দীর্ঘায়ু হ'য়ে

জন্মগ্রহণ ক'র্‌ত, তাহ'লে অমানুষিক প্রতিভাবলে ভুবন-বিখ্যাত মহাপুরুষরূপে গণ্য হ'ত, কিন্তু ক্ষীণায়ু! মাত্র পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাবার জন্যই এর জন্ম! এমন কঠোর নিষ্ঠুরকে নিকট হ'তে দূর হ'তে দাও! শৃঙ্গমালি, দিব্য চক্ষে দেখ, কি ভীমদর্শনা মেঘমালার মধ্যে তড়িন্মালা খেলা ক'র্‌ছে, অচিরাৎ ভূমধ্যে নৃত্য ক'র্‌তে আস্‌বে তখন ঐ দেখ, গরলোদ্গারী ফণাধর আমাদের দংশনোদ্যত কিনা! এখন সাবধান, সাবধান, দেখ,দেখ, আমাদের শত্রু—কালশত্রু পুত্র-রূপে আমাদের শাসন ক'র্‌বার জন্য এসেছে! তার প্রতি মায়া—তার প্রতি স্নেহ—কোন্ ভ্রান্তে ক'র্‌তে পারে? যেতে দাও,যেতে দাও, ভুল্‌তে দাও, স্নেহের মায়ার প্রতিমা নদীজলে বিসর্জ্জন দিয়ে সুস্থ প্রাণে চ'লে যাই! যাও পুত্র, নিয়তির কঠোর অঙ্কে শায়িত হ'য়ে নিজের কর্ম্মফল চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে অকূলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে অনন্তে গিয়ে মিশে যাও। যে বিশ্বপতির লীলারাজ্যের একটী কীটাণুকে ব্যথা দানের জন্য এসেছিলে,তাঁকে গিয়ে সংবাদ দাও, "লীলাময়! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে এলাম। এস আমার অভিন্নপ্রতিমা, এস তোমায় সানন্দে বিদায় দান করি।

(নদীজলে প্রক্ষেপ, তটিনীসঙ্গিনীগণের গ্রহণ)

শৃঙ্গমালী। বরাহ, বরাহ, ভাই ক'র্‌লে কি, ক'র্‌লে কি!

তটিনীসঙ্গিনীগণ। গীত

নে, নে, ধরে নে, ধরে নে, সোনার-চাঁদে।
দেখ্ দেখ্ আকুল পরাণে ব্যাকুল বালক, আকাশ কাঁপায়ে কাঁদে॥
কি পাষাণ মানুষ, এদের মানুষ কেন বলে,
আপন ছেলের দেয় ভাসিয়ে নদীর অথৈ জলে,
আয় আয় চাঁদ্ রে আমার, আয় যাই চাঁদ, তোমায় নিয়ে চ'লে,
সৃষ্টিছাড়া এ দেশের জীব, কেবল দৃষ্টি জড়ায় ফাঁদে॥

[প্রস্থান।

শৃঙ্গমালী। সব ফুরিয়ে গেল!

বরাহ। অস্তমিত ভানু! কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকার আকাশ-বক্ষ হ'তে নেমে আস্‌ছে! সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তার ধূসর কৃষ্ণ কান্তিতে আবৃত হ'লেও তরঙ্গময়ী তটিনীর বিশাল বক্ষ ঢাক্‌তে পার্‌ছে না! বরাহের স্নেহোজ্জ্বল দৃষ্টি অন্ততঃ সে ঘোর তিমির ভেদ ক'র্‌ছে!

[প্রস্থান।

শৃঙ্গমালী। ধিক্ জ্যোতিষ শাস্ত্র তোমার পথ অতি সংকীর্ণ! তোমারই প্রলোভনে আজ নবরত্নের গৌরবরত্ন পণ্ডিত বরাহ লোকচক্ষে নৃশংস দস্যু, আর তুমি অলক্ষ্যের অস্পষ্টালোকে বহির্দন্তে হি হি ক'রে হাসছ—যার দৃশ্য আমরা বহু গবেষণায় ও কল্পনাতেও আন্‌তে পার্‌ছি না! আজ বিধাতার দান তোমারই প্রেরণায় অকুণ্ঠিতভাবে ত্যক্ত হ'ল! তুমি

কি বল্‌তে চাও হে জ্যোতিষ! তোমার বিজয় ডঙ্কা, এই ভাবে বিশ্বনাথের বিশ্বরাজত্বে অধিক দিন স্থায়ী হবে? ভুল! ভুল! আজ হ'তে তুমি অভিশপ্ত হ'লে! সর্ব্বলোকে সর্ব্ব স্থানে তুমি সমাদৃত হবে না! আমি বামুনের ছেলে, আমি ব'ল্‌ছি, আমি যা বল্‌লাম, তাই! যাই, এখন ঐ বালকের অনুসঙ্গী হইগে! দেখি, জ্যোতিষ সত্য কি আমার অনুমান সত্য!

বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর।

সূতিকা-গৃহের বহির্ভাগ।

দ্রুতপদে ধন্বন্তরি ও সুবেদিতার প্রবেশ।

সুবেদিতা। কেমন দেখ্‌লে দাদা! বৌ আমাদের বাঁচ্‌বে ত?

ধন্বন্তরি। জীবনাশঙ্কার ত কোন কারণ দেখিনি! কিন্তু কতকগুলি সন্দেহের হেতু উপস্থিত হ'য়েছে! দিদি, সেই গুলি আমায় ব'ল্‌তে হ'বে।

সুবেদিতা। কি ভাই, বল! এ সময় আবার বরাহ

কোথায় গেল ! সে হতভাগা হ'তেইত এই সর্ব্বনাশটা হল ! এখন কি করি বল দেখি !

ধন্বন্তরি। কেন দিদি, পণ্ডিত বরাহ কোথায় ? তিনি কি এ সময় উপস্থিত নাই ? আপনি যে আমায় ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলেন, তাকি তিনি জানেন না ?

সুবেদিতা। হা আমার কপাল, তার যদি সেই জ্ঞানই থাকৃত, তাহ'লে কি আর আমাদের এমন অবস্থা হয় ভাই ! তার কথা ছেড়ে দাও ; যাক্, তুমি আমায় কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, কর। বৌকে আমাদের বাঁচাও ভাই ! হায়, হায়, বাপের বংশটা রৈল না ! (রোদন)।

ধন্বন্তরি। রোগিণীর যেরূপ অবস্থা দেখ্‌লুম, তাতে যে রোগিণীর গর্ভস্রাবের লক্ষণ কিছু প্রকাশ পেয়েছে, তাতো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। ব্যাপার টা কি ? যদি গর্ভস্রাবই হবে, তাহ'লে এতক্ষণ রোগিণী সংজ্ঞাহীনা থাক্‌বে কেন ? রোগে এতক্ষণ সংজ্ঞাহীনা থাকা সে ত মৃত্যু-লক্ষণ ! তাই ত, ব্যাপারটা কি ? যাই হোক,আমার যে সন্দেহ উপস্থিত হ'চ্চে, আগে তার কতকটা প্রয়োগ-প্রমাণ গ্রহণ করি ! তারপর চিকিৎসা ! রোগিণী নিশ্চয়ই শোকে মূর্চ্ছাপন্ন ! কিন্তু জন্ম-মৃত শিশুপুত্রের জন্য এরূপ শোক,তাও ত অসম্ভব ! বিশেষতঃ সে শোক এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'তে পারে না। তাহ'লে জ্যোতিষী পণ্ডিত কি জ্যোতিষের কোন ফলাফল

পরীক্ষা ক'র্‌তে এরূপ ক'রে ব'সেছে? তাই বা সে পরীক্ষা কি? আচ্ছা দিদি, বৌঠাকুরাণীর গর্ভ কি দশমাস পূর্ণ হ'য়েছিল?

সুবেদিতা। হাঁ ভাই, দশমাসই পূর্ণ হ'য়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

ধন্বন্তরি। দশমাসে গর্ভস্রাব! দিদি! তোমরা ত এত কাল দেখে আস্‌ছ, এমন কি কোথাও কারও হ'য়েছে. দেখেছ? আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে বলে, মাত্র রক্তস্রাবে যদি গর্ভ নষ্ট হয়, তাহ'লেই তাকে গর্ভস্রাব বলে, কিন্তু পূর্ণ দশমাসে যদি গর্ভ নষ্ট হয়, তাহলে ত ভ্রূণ পূর্ণাবয়বে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল! আপনারা কি তাই দেখেছিলেন?

সুবেদিতা। সে সব কিছু নয় দাদা, সে সব কিছু নয়! ছেলের নামগন্ধ কিছু দেখ্‌তে পাইনি! ভায়ার মুখে যা শোনা!

ধন্বন্তরি। কেন আপনারা কি বৌঠাকুরাণীর কাছে কেউ ছিলেন না?

সুবেদিতা। থাক্‌ব কেমন ক'রে! ভাই যে আমার সৃষ্টিছাড়া, থাক্‌তে কি দিলে? বৌয়ের যেই প্রসববেদনা উঠ্‌ল, অমনি ভায়া আমার নিজে সুতিকাঘরে ঢুকে ব'সল! আমাদের সকলকে ব'ল্‌লে, আপনাদের কারেও এখানে থাক্‌তে হবে না। কাজেই ভাই, সেখানে থাকা ত

আমাদের উচিত নয়! তাহ'লে সে সব জান্‌ব কেমন ক'রে বল!

ধন্বন্তরি। সৃষ্টিছাড়া কথাই বটে! সম্পূর্ণ নূতন! প্রসব ক'রবে স্ত্রীলোক, অথচ সেখানে স্ত্রীলোক কেউ থাক্‌বে না! হুঁ, সন্দেহ ত ক্রমেই ঘনীভূত হ'চ্চে। যাক্‌, দিদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বৌঠাকুরাণী এতক্ষণ যে অচৈতন্যাবস্থায় আছেন, তা কি পণ্ডিত জানেন না?

সুবেদিতা। জান্‌বে না কেন ভাই, তার চাল চলন তোমরা জান ত! সে যে সৃষ্টিছাড়া লোক! তার কথা ছেড়ে দাও, এখন বোয়ের যাতে চৈতন্য হয়, তারি ব্যবস্থা কর দাদা! বৌ গেলে আর আমি বাঁচ্‌বো না!

ধন্বন্তরি। এই নাও দিদি, উপস্থিত এই চূর্ণটা নাও, জলে মিশ্রিত ক'রে সেবন করাও গে! এতেই ঠাকুরাণীর চৈতন্য হবে। (ঔষধ প্রদান)

বরাহের প্রবেশ।

বরাহ। একি ধন্বন্তরি, তুমি! তুমি কেন? কে তোমায় ডেকেছে? কেন এসেছ? কি হ'য়েছে! দিদিকে কি দিচ্ছ? ঔষধ নাকি? কাকে ঔষধ দিচ্ছ! কেন দিচ্ছ? ঔষধ খাবার মত কে?

ধন্বন্তরি। কি, পণ্ডিত ভায়া না কি, বলি পণ্ডিতভায়া,

তোমার কোন্ প্রশ্নের উত্তরটী আগে চাও, সেইটা স্পষ্টতঃ বল দেখি?

বরাহ। কি ব'ল্‌ব, ব'ল্‌বার কি আছে? প্রশ্ন আবার কি? তুমি চিকিৎসক, অথচ তুমি অনাহূত ভাবে এসেছ কেন? কে তোমায় ডাক্‌লে?

সুবেদিতা। আমিই ডেকেছি! নচ্ছার! তোর কি নারীহত্যার ভয় আছে? এখনও যে বৌ চোখ মেলেনি, তা কি দেখেছিস্? এমন একটা বিপদ, তুই কোন্ আনন্দে পথে পথে বেড়াচ্ছিস্?

বরাহ। কি ক'র্‌তে হবে? ঘরে ব'সে ব'সে কাঁদ্‌ব? অমন হয়, অমন হয়! তোমরা স্ত্রীলোক, একটুতেই ব্যস্ত হও, বলা নেই, কওয়া নেই, কবিরাজকে ডেকে এনে উপস্থিত ক'য়েছ! কবিরাজে কি ক'র্‌বে? ওরা সব যমকিঙ্কর! ওরা না ক'রতে পারে কি? ওদের সব ব্যবসায়!

ধন্বন্তরি। কি পণ্ডিত বরাহ! আমার ব্যবসায়? চিকিৎসা আমার ব্যবসায়! কবে—কোথায়—কোন্ সময়—কার নিকট কত অর্থ গ্রহণ ক'রেছি বল?

বরাহ। তবে তুমি কেন এসেছ? কে তোমায় ডেকেছে? স্ত্রীলোকের কথায় কোন্ পণ্ডিত কবে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে কার্য্য ক'রেছে? স্বার্থ না থাক্‌লে অনেকেই অনেকের উপকার ক'রে থাকে! থাক্ না ভায়া, ও সব কথা

থাক্! অনেক দেখেছি, অনেক দেখেছি ভায়া, অনেক দেখেছি।

ধন্বন্তরি। আমিও অনেক দেখেছি, কিন্তু তোমার মত পণ্ডিতমূর্খ কোথাও দেখিনি।

বরাহ। কি আমি, পণ্ডিতমূর্খ! বর্ব্বর!

ধন্বন্তরি। শতবার, শতবার ব'ল্‌ছি, তুমি মূর্খ। মূর্খ না হ'লে এমন মিথ্যা ঘটনা রাষ্ট্র ক'রেছ যে, পূর্ণ দশমাসে গর্ভ নষ্ট হ'য়েছে? এ বিশ্বাস ক'র্‌বে কে, ধন্বন্তরি? ধন্বন্তরি এত মূর্খ নয়।

বরাহ। তবে তুমি কি ব'ল্‌তে চাও ঘটনা মিথ্যা? আমার ধর্ম্মপত্নী নয়? এ মিথ্যা ঘটনা রাষ্ট্র করায় আমার স্বার্থ কি?

ধন্বন্তরি। স্বার্থ তোমার মূর্খতা প্রকাশ। পূর্ণগর্ভা প্রসূতি মৃত সন্তান প্রসব ক'র্‌তে পারে, কিন্তু নষ্টগর্ভা হ'তে পারে না। আর যদি—

বরাহ। আর "যদি যদি" কি? এখানে "যদি যদি" নয়, সত্য সত্যই গর্ভস্রাব, হয় না হয় সূতিকাগৃহ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে! সেখানে সব শূন্য! সব শূন্য! মাত্র মূর্চ্ছিতা প্রসূতি!

সুবেদিতা। আমিও ব'ল্‌ছি, তুই মূর্খ! তোর কি হিতাহিত জ্ঞান আছে! তা না হ'লে আমি আমার ধন্বন্তরি ভাইকে ডেকে এনেছি, আমি ব'ল্‌ছি, অথচ তুই আমার ভাইকে

আমারই সাম্‌নে অপমান ক'র্‌ছিস ! বলি, তাতে আমার অপমান করা হ'চ্চে না মুখ্যু ! তুই যেমন মুখ্যু, তোর রাজা বিক্রমাদিত্যও তেমনি মুখ্যু, তা না হ'লে সে তোর মত মুখ্যুকে নবরত্নের পণ্ডিত ক'রে রাখে ! ছিঃ, ছিঃ, কি লজ্জা, কি লজ্জা !

ধন্বন্তরি। থাক্ দিদি, ও সব কথা থাক্। তুমি আমার ঔষধ ফিরিয়ে দাও, তোমার ভায়া হয় ত মনে ক'র্‌তে পারেন, আমি বিষ প্রয়োগ ক'র্‌ছি। কাজ নেই, যার যেমন কর্ম্মফল, সে সেই মত ভোগ ক'রুক।

সুবেদিতা। না ভাই, রাগ ক'রো না ভাই, ও মুখ্যুর কথায় রাগ ক'রো না দাদা। তুমি ত আর মূর্খ নও যে, ও মুখ্যুর উপর অভিমান ক'রে তুমি একটি স্ত্রীহত্যা ক'র্‌বে ! ওর কি বল না !

ধন্বন্তরি। তবে দিদি, আমি এখন আসি। পণ্ডিত দাদা, রাগ ক'রো না, আমি স্বার্থপর নই, আমি এখন চল্লাম।

[প্রস্থান।

বরাহ। এস, এস, তুমি যেমন লোক, তা বোঝা গেছে ! তুমি আমার মান-সম্ভ্রম সব নষ্ট ক'র্‌লে দিদি !

সুবেদিতা। আমি তোর মান-সম্ভ্রম নষ্ট ক'র্‌লাম, না তুই নিজের বুদ্ধির দোষে নিজে নিজে নষ্ট হ'লি, আর বাপের বংশের নাম ডুবোলি !

বরাহ। আমি—আমি নষ্ট হ'তে বসেছি, আর পিতৃকুল নষ্ট ক'রছি! আমি? তা আমি আর কি ক'র্‌ব? এত বড় পৃথিবী—এত বড় উজ্জয়িনী! এত বড় বিক্রমাদিত্যের সভা! আর আমি এত বড় বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, আমি যদি তাই করি, তাহ'লে আমাকে আবার বল্‌বার কে? জ্যেষ্ঠা ভগিনী! পূজ্যা, শ্রদ্ধাস্পদা, ব'ল্‌তে পারেন; ব'লুন, বলুন ব'ল্‌তে দাও, ব'ল্‌তে দাও, গ্রহের ফল খণ্ডন হবে না! আমার মঙ্গল দশায় যে রবির অন্তর্দ্দশা তার ফল খণ্ডন হবার নয়। সমগ্র বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ-উপগ্রহ সে গতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হ'লেও তার গতি ফির্‌বে না।

[প্রস্থান।

সুবেদিতা। পাগল হ'ল, পাগল হ'ল! বাপের বংশ গেল! আমি এখন কি করি? যাই, যদি বৌটাকে বাঁচাতে পারি! মধুসূদন! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিংহলরাজ-সভা।

সিংহলরাজ ও পারিষদগণ আসীন।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

আমরা কামরূপা কামচারিণী।
কটাক্ষে পুরুষে হারাই, পলকে ত্রৈলোক্য জিনি।

এস এস হে বঁধু, এস হারি কি পারি,
তুমি যোগী কি ভোগী কি তপস্যাচারী,
তুমি রাজা কি প্রজা কি দীন ভিখারী ;—
এস বঁধু, নোয়াও মাথা, আমরা নারী আসমুদ্রকরগ্রাহিণী।

পুণ্ডরীক ও কণ্ঠরুদ্রের প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। দিন মহারাজ, পুরস্কার, আমি বন্য-বরাহ সংহার ক'রেছি।

কণ্ঠরুদ্র। তুমি?

পুণ্ডরীক। হাঁ আমি।

কণ্ঠরুদ্র। তুমি মিথ্যাবাদী! না মহারাজ! আমিই বন্যবরাহ হত্যা ক'রেছি।

পুণ্ডরীক। না, না, মহারাজ, অসম্ভব এই ক্ষুদ্র যুবকের সেই ভীষণ হিংস্র বন্যজন্তু নিধন কি কখন সম্ভবে? কোথায় পুষ্পের আঘাতে প্রস্তরপ্রাচীর ভেঙে থাকে?

কণ্ঠরুদ্র। রাজ্যের জাগ্রতদেবতা তুমি মহারাজ! তোমায় শপথ ক'রে ব'লছি, আমিই সেই রাজ্যশত্রু বন্য-বরাহের নিহন্তা! এই তরবারিই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ! এখনও আমার তরবারি ভীষণ বরাহের উষ্ণরক্তে দানববিঘাতিনী রক্তস্নাতা মা মহাকালীর জিহ্বার মত লক্ লক্ ক'রছে।

পুণ্ডরীক। চপল শিশু, ক্ষমায় গণ্ডীর বাহির হ'চ্চ!

আমারও তরবারি রক্তরঞ্জিত, দেখ্‌ছ কি? তোমারও রক্ত পানের জন্য কিরূপ ব্যস্ত! মহারাজ! এর বিচার ক'রুন!

সিংহলরাজ। বিচার পরে, কিন্তু তোমাদের ঔদ্ধত্যের ঊর্দ্ধতা কতদূর, তা আর একটুকু দেখ্‌তে চাই! এই যুবক ক্ষমার্হ, কিন্তু তুমি? বিরাট ধরায় এমন কি কোন আবরণী আছে, যে আবরণী তোমার অপরাধকে ঢাক্‌তে পারে? দর্পিত যুবক! বিচার চাও, প্রমাণ কর যে, বিজয়শ্রী তোমারই অঙ্কশোভিনী, আর এ পূজার অর্ঘ্য তোমারই প্রাপ্য!

পুণ্ডরীক। মহারাজ! সুদূর অরণ্যে আমার এই বীরত্ব-লীলার অভিনয়—এক সর্ব্বদর্শক ভগবান ব্যতীত আর অপর দর্শক কে হ'তে পারে বলুন যে, তিনি আমার প্রমাণস্থল হবেন?

সিংহলরাজ! তবে অপেক্ষা কর, কালে সত্য আবিষ্কৃত হবে, আমার পুরস্কারের কথা ত আমি রাজ্যে প্রচার ক'রেছি—

আছে গর্ভবতী রাণী,
জন্মে যদি স্নেহের নন্দিনী,
সাহ্লাদে করিব দান;
আর জন্মে যদি প্রাণের নন্দন
চিরতরে রবে তার আজ্ঞাকারী হ'য়ে!

যুবক, তোমার কিছু প্রমাণ আছে যে, তুমিই সেই বরাহ-ঘাতী—রাজ-পুরস্কার লাভের একমাত্র অধিকারী?

কণ্ঠরুদ্র। আছে বৈকি মহারাজ! আপনার বহুজ্ঞতাই আমার কার্য্যের সাক্ষী এবং আপনার সদ্বিচারই আমার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সিংহলরাজ। যুবক! সেরূপ সর্ব্বদর্শিতা আমার নাই যে, তোমার সততা বা শঠতার জয়পরাজয় ঘোষণা ক'র্‌তে সমর্থ হবে।

কণ্ঠরুদ্র। সিংহলেশ্বর! আপনি পরম জ্যোতির্ব্বিদ্! জ্যোতিষেও এর সত্যাসত্য নিরূপণ ক'র্‌তে পারেন।

পুণ্ডরীক। জ্যোতিষে সত্যাসত্য নির্ণয়! সম্পূর্ণ অসম্ভব!

সিংহলরাজ। তাহ'লে তুমি ব'ল্‌তে চাও, জ্যোতিষ-শাস্ত্র মিথ্যা?

পুণ্ডরীক। মিথ্যা, মিথ্যা না হউক, কিন্তু তার প্রতি নির্ভর ক'রে—এরূপ দুরূহ কার্য্যের মীমাংসা কি সমীচীন মহারাজ!

সিংহলরাজ। সাবধান পুণ্ডরীক! সাবধান! তোমার কথিত প্রমাণ অতি দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়্‌চে। আমার বিশ্বাস যে, তুমি বন্যবরাহ হন্তা নও, এই যুবকই তার নিহন্তা! কেমন হে পারিষদ্‌গণ!

পারিষদগণ। তা আবার ব'লতে মহারাজ !

হারা পারা মুখের চিন,
রায়ে ভজে না হয় ক্ষীণ।
যদি তাতেও না যায় জানা,
(তবে) দিন কতক গোণ স'না।
আগুণ চাপা যায় না পাতে,
থির হ' ধীর ভয় কি তাতে।

সিংহলরাজ। এই হ'ল সাধারণ গণনা। কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্র সত্যমিথ্যা বিচারে সামর্থ্যশূন্য নয়, এইটা পুণ্ডরীককে জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোড়নে ব'লছি— পুণ্ডরীক, তুমি বন্যবরাহ হন্তা নও, এই যুবক তার নিহন্তা। দেখ্‌বে, প্রত্যক্ষ প্রমাণে কি প্রমাণিত হয়, দেখ্‌বে ? বল, পুণ্ডরীক, বল, তোমার লক্ষীভূত তরবারি বরাহের কোন্ স্থান কর্ত্তন ক'রেছে ? বা বরাহের অন্য স্থানে কোন ক্ষতাদি আছে কি না ?

পুণ্ডরীক। তার ললাটদেশ ক্ষত ক'রেছি, অন্য স্থানে কোন ক্ষতাদি নাই।

সিংহলরাজ। বল যুবক, তোমার বক্তব্য বল ?

কণ্ঠরুদ্র। প্রথমতঃ আমি আমার লক্ষীভূত শরে বরাহের ব্রহ্মরন্ধ্র বিদ্ধ করি, তারপর তরবারির আঘাতে তার ললাটদেশ কর্ত্তন ক'রেছিলাম।

সিংহলরাজ। দেখাতে পার্‌বে? বরাহের ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ ক্ষত এখনও বর্ত্তমান আছে?

কণ্ঠরুদ্র। নিশ্চয় মহারাজ! তা না হ'লে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হ'ব।

সিংহলরাজ। কি পুণ্ডরীক! যুবকের এই কথা সত্য হ'লে তোমার প্রমাণ যে অমূলক, তা প্রতিপন্ন হবে ত?

পুণ্ডরীক। তা, তা মহারাজ! যুবক যদি আমার প্রত্যাগত হবার পর যুবককথিত কার্য্য সম্পাদন ক'রে থাকে।

সিংহলরাজ। ধূর্ত্ত! আমার সকল জ্যোতিষ তোমার সুস্পষ্ট চাতুর্য্য বহুপূর্ব্বেই বিদিত, তারপর প্রত্যক্ষ প্রমাণেও তুমি পরাভূত হ'তে ব'সেছ! এখন তোমার সততা প্রমাণে উদ্যোগী হও, নতুবা তোমার শঠতার প্রায়শ্চিত্ত সন্নিকট হ'য়ে আস্‌ছে। যাও, বীর্য্যায়ণ, রাজ-পুরস্কারপ্রার্থী উভয়কে সেই মৃত বন্যবরাহের নিকট ল'য়ে যাও, কে কিরূপ উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান ক'রে, অবগত হ'য়ে এস।

[বীর্য্যায়ণ সহ কণ্ঠরুদ্র ও পুণ্ডরীকের প্রস্থান।

সিংহলরাজ। ওকি কিসের কলকল ধ্বনি!

পারিষদগণ। অতি নিকটেই! ঐ যে সিংহলজনপদবাসী নাগরিকগণ! দৌবারিকেরা—তাদিগে বাধা দান ক'র্‌ছে।

তাম্রপাত্র হস্তে কতিপয় নরনারীর প্রবেশ।

নরনারীগণ। গীত

সরে যা—সরে যা—ছাড় ছাড় পথ, রাজার ভেট এনেছি রাজায় দি।
দেখ্ দেখি রে তামার টাটে, সোনার চাঁপা মানায় কি ॥
শোন্ শোন্ রাজা দেখ্ দেখ্ কি ?
দয়ামায়া দিয়ে জলে, সমুদ্দের লোণা জলে,
কে ভাসিয়ে ছিল এমন ছেলে, আমরা তুলে এনেছি ॥
মরি মরি কি ফুট্ ফুটে ছেলে,
দোলায় যেন ননীর দুলাল চোখ মেলে খেলে,
ইচ্ছে হয় বুকে তুলে, দিনরাত্তির বুকে রাখি ॥

সকলে। বা, বা, অতি সুন্দর ছেলে ত! যেন শাপভ্রষ্ট অনঙ্গ।

সিংহলরাজ। গণনা কর, গণনা কর, এ শিশু কে, কোন্ বংশধর ?

১ম পারিষদ। খড়ি পাত না হে!

২য় পারিষদ। দেখ, দেখ, শিশুর মস্তক কোন্ দিকে ?

৩য় পারিষদ। পূর্ব্বদিকে।

৪র্থ পারিষদ। তবে ত ধ'রলেই হ'ল!

সকলে। ধর মা, সিংহ তুলা ঘনাঘনি,

তার মাঝারে রয় বাছনি।

মাথা যদি রয় পূবে,
তবে সবে শুভ শুভে!

১ম পারিষদ। মহারাজ, মহারাজ, এ বালক বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত।

সিংহলরাজ। দেখ, দেখ, গণনা কর, গণনা কর, এই বালকের পিতামাতা হ'তে কি এই বালক ত্যক্ত, না এর পিতামাতার কোন প্রবল বৈরী প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে এই নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রেছিল? অজ্ঞাত অন্ধকারময় গহ্বর হ'তে জ্যোতিষালোকে সত্য তথ্য আবিষ্কার কর।

১ম পারিষদ। শিশুর নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার কর, তাহ'লেই সকল তথ্য বেরিয়ে প'ড়্‌বে।

৩য় পারিষদ। লগ্নে দেখ্‌চি মঙ্গল দশায় রবির অন্তর্দ্দশা, নামের আদ্য অক্ষর ম।

২য় পারিষদ। খড়ি পাত না হে! বালকের নাম হ'তে পারে "মিহির"।

সকলে। রেবতী অশ্বিনী পুনর্ব্বসু,
কোন্ নক্ষত্রে জন্মে শিশু?
ললাটরেখা কয়টা দেখ,
তার অর্দ্ধেক হাতে রাখ।
কর একটা ফলের নাম,
চন্দ্র নেত্র সমুদ্র বাণ।

যোগ দিয়ে কর আধা,

মনের যোগে কর যোগ সমাধা।

১ম পারিষদ। গ্রহরিষ্টি, গ্রহরিষ্টি, জনরিষ্টি নয়! মহারাজ! মহারাজ! বালকের পিতা হ'তেই এই বালক ত্যক্ত! বালকের পিতা এক জ্যোতির্ব্বিদ্! তিনি সদ্যজাত পুত্রের শুভাশুভ নির্ণয়ে গণনায় ভুল ক'রে এই বালকের অল্পায়ু স্থির করেন। তারই এই পরিণতি। তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাসী, তাই এই বালককে তাম্র-পাত্রে রেখে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

সিংহলরাজ। ধন্য সেই—যে সত্য জ্যোতিষের প্রতি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসী! অজ্ঞলোক জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিশ্বাস ক'র্‌তে চায় না! দেখ, দেখ, বিশেষভাবে গণনা ক'রে দেখ, বালক দীর্ঘায়ু কিনা?

১ম পারিষদ্। গণনায় স্থির হ'য়েছে মহারাজ, বালক দীর্ঘায়ু! অদ্ভুত প্রতিভাবান্।

সিংহলরাজ। তবে আমি বালককে গ্রহণ ক'র্‌লাম! দাও, দাও, আমি আনন্দের সহিত এই বালককে পুত্রবৎ প্রতিপালন ক'র্‌ব। (গ্রহণ)

দ্রুতপদে রাহুদেবের প্রবেশ।

রাহুদেব। মহারাজ! মহারাজ! সন্দেশ—সন্দেশ,

থাব নোব ছুড়ে ফেলাইব, ভরাইব সব দেশ !
এনেছি আনন্দ সংবাদ এক—
এই মাত্র জন্মিল নন্দিনী তব,
ধরা করে আলো রূপের কিরণে,
দেখ গণে রিষ্টি ইষ্টি কিছু আছে কি না ?

পারিষদগণ। অপুত্রক মহারাজ, আজি লভিল' কুমারী, হ'ল রাজ্য ধন্য রাজ্যবাসী সহ।

১ম পারিষদ। গণ না হে, গণ না হে, কন্যাটীর আয় পয় কেমন ?

২য় পারিষদ। কন্যা ক্ষণজন্মা, হবে মহাসতী।

সিংহলরাজ। গণনায় যায় জানা,
ক্ষণজন্মা কন্যা হয় মম,
তবে এই আনন্দের ক্ষণে জন্ম হেতু তার,
"ক্ষণা" নামে অভিহিত হউক নন্দিনী।
চল চল ত্বরা করি কন্যামুখ হেরি—
এই শুভ আনন্দের ক্ষণে।

[পারিষদগণ সহ প্রস্থান।

নরনারীগণ।　　গীত

চল্ চল্ চল্ একটু পা চালিয়ে চল্।
লোণা জলে পেট ভ'রেছে বিগ্‌ড়েছে সব কল॥

পেট দমসম, লোণা জল নাইক' কোথাও কম,
এখনি গরম গরম ভাজ্‌বে লুচি, এ পেটে কোথায় রাখ্‌বে ? ॥
দে শরীর নাড়া চাড়া, ওরে সব হতচ্ছাড়া,
হবে এখনি হজ্‌মি গুলির ফল ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শৃঙ্গমালীর অন্তঃপুর।

আরাধিতা ও সুবেদিতার প্রবেশ।

সুবেদিতা। কি ক'র্‌ছ মা !

আরাধিতা। দুঃখের মালা জপ্‌ছি মা !

সুবেদিতা। চন্দ্রালোক কোথায় ? এখনও কি নাওয়া খাওয়া হয়নি ?

আরাধিতা। আজ আমার চন্দ্র ভিক্ষায় বেরিয়েছে। অভাগিনী আমি, আজ তিন দিন অম্লশূলবেদনায় শয্যা-শায়িনী। ঘরে কিছুই নাই, ক্ষুধা ত মান অভিমান মানে না মা ! কাজেই দুধের ছেলেকে ভিক্ষায় পাঠাতে হ'য়েছে।

সুবেদিতা। কেন এমন কাজ ক'র্‌লে মা! আমরা কি তোমাদের মা-ছেলেকে ছ'মাস বসিয়ে খেতে দিতে পার্‌তাম না!

আরাধিতা। ছয় মাস বাদে কি হবে মা! তখন ত ভিক্ষাই জীবিকা ক'র্‌তে হবে।

সুবেদিতা। তিলেক বাঁচ্‌লে সহস্র আয়ু, এত তোমার মত বুদ্ধিমতীকে বুঝাতে হবে না মা!

আরাধিতা। সে তিলেক-মুহূর্ত্ত যে অপেক্ষা ক'র্‌তে পারি না; কাজেই ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে সহজসাধ্য দরিদ্রের ঐশ্বর্য্য গলায় পর্‌তে হ'য়েছে। যে সংসারের গৃহস্বামী বর্ত্তমান থাক্‌তে সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানে দান ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌তেন, সে সংসারের ভিক্ষা কি অনাদরণীয় মা!

সুবেদিতা। ব'লিস্ কি মা, শৃঙ্গমালীর কি অন্য চিন্তা ছিল না? সে কি কেবল পরোপকাররূপ মহৎ ধর্ম্মে আত্ম দান ক'রে সংসারভোগ্য সুখ-বিলাসের প্রতি দৃকপাত ক'রত না? আর আমরা কি এতদিন তোমাদের সংশ্লিষ্ট থেকে—ঘরের পাশে ঘর ক'রে তোমাদের এ সংসাররহস্য অবগত ছিলাম না! বল, বল মা, তোমার কথা শুনে মনে বড় কৌতূহল হ'চ্ছে। শৃঙ্গমালীকে দেবতা ব'লে পূজা ক'র্‌তে বড় ইচ্ছা হ'চ্ছে। তাই বুঝি ভাই বরাহ কথায় কথায় ব'ল্‌ত—"শৃঙ্গমালী একটী অদ্বিতীয় রত্ন"। আমি তার অর্থ অন্য প্রকার

বুঝ্‌তাম। তা হ'লে মা, তোমাদের চ'ল্‌ত কিসে ? সংসার-নির্ব্বাহের জন্য ত অর্থের আবশ্যক হ'ত !

আরাধিতা। তাঁর পুণ্যে আমাদের কোনও অভাব হ'ত না। তিনি যেমন শ্রীভগবানে নির্ভর ক'রেছিলেন, ভগবানও তেমনি ভক্তের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রে ভক্তকে ধন্য ক'রেছিলেন। একদিনও উপবাস ক'র্‌তে হয়নি ! আমাদের ইচ্ছামত বস্তু ঘরে ব'সেই লাভ ক'র্‌তাম।

সুবেদিতা। ওমা, কথা শুনে যে গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে! এ ভাবে তোমরা দিন কাটিয়েছ ! ধন্য তোমাদের মনের বল ! যাক্‌, বলি বাছা ! শৃঙ্গমালী হঠাৎ এমন ক'রে বাড়ী হ'তে বেরিয়ে প'ড়্‌ল কেন ? কারেও কিছু ব'ল্‌লে না, কইলে না, একেবারেই নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল ! আমরা ত সে সময় বৌকে নিয়ে ব্যস্ত। যমের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে হ'য়েছে ! সবই ত শুনেছ মা !

আরাধিতা। শুনেছি মা, কিন্তু অবাক হ'য়ে গেছি। দশমাসের গর্ভে ছেলে নষ্ট হয়, এমন কোথাও ত দেখিনি। সত্যি সত্যি ভরা মাস হ'য়েছিল কি মা !

সুবেদিতা। সত্যি নয় কি মিথ্যা মা ! সবই অদৃষ্ট, বাপের বংশ আর রৈল না। ভাগ্য মা ভাগ্য ! ভেবেছিলাম, বরাহের একটী ছেলে হবে, বংশ রক্ষা হবে, আমাদের শেষের একটা আশা ভরসা হবে, কিন্তু বিধির যে তা ইচ্ছা নয় !

আরাধিতা। সংসারে বিধির বিধি যে কি, তা কি আর বুঝ্‌বার সাধ্য আছে জননি! হাঁগা মা, বৌঠাকরুণের কি ছেলে হ'য়েছিল? দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমনটী হ'য়েছিল?

সুবেদিতা। হায় মা, সে দুঃখের কথা ব'লে আর কি হবে? বরাহ কি আমায় সে সব কিছু দেখ্‌তে দিলে? বৌ যখন বেদনায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌লো, তখন বরাহ সকলকে সূতিকাঘর হ'তে বার ক'রে দিয়ে—নিজে লজ্জাসম্ভ্রম সব বিসর্জ্জন দিয়ে সূতিকাঘরে বৌয়ের সেবাশুশ্রূষার ভার নিলে। আমি অভিমানে—দুঃখে আর সে দিকে পা দিলাম না। পরে শুন্‌লাম, ছেলেটেলে পেট থেকে কিছুই বেরয়নি, কতক-গুলো জমাট রক্ত বেরিয়েছে।

আরাধিতা। সে কি মা, ভরা মাসে এমন হ'ল, অদৃষ্ট বৈকি!

সুবেদিতা। অদৃষ্টের কথাই ত ব'ল্‌ছিলাম মা! থাক, সে সব এখন চুকে গেছে, তোমার ভাবনাই ভাবছি, এ আবার কি হ'তে কি হ'ল! শৃঙ্গমালী ত অবিবেচক লোক নয় যে, তোমাদিগে এমন ক'রে রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে! কোনও বিপদ-আপদ হয়নি ত?

আরাধিতা। ভগবান জানেন, আর তিনিই জানেন। তবে জান কি মা, তাঁর মুখে অনেক বারই শুনেছি—ভক্তের আবার বিপদ কি? আমার আশাভরসাও তাই। তাই ত

ভগবানের উপর সব ভার দিয়ে বুক বেঁধে ব'সে আছি। চঞ্চল হ'লে কি হবে মা !

সুবেদিতা। না, আমি চঞ্চল হ'তে ত ব'ল্‌ছি না, তবে কি বাছা, চন্দ্রালোক অতি শিশু, সে কি ভিক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে! সে বালক ভিক্ষার কি জানে মা ! হয় ত' পথের মাঝে ব'সে কাঁদ্‌ছে! মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পার্‌বে কেন ! সে ত আর ভিখারীর ছেলে নয় যে, তার ভিক্ষার অভ্যাস আছে !

আরাধিতা। অভ্যাস দুদিনেই হয় মা, অভ্যাস না ক'র্‌লেই বা উপায় কি ?

সুবেদিতা। কেন উপায় নেই, উপায় থাক্‌তেও যে মা, তুমি উপায় নিতে চাও না !

অরাধিতা। সে মা, আমার নিজের ইচ্ছায় নয়, আমার স্বামীর আদেশ।

সুবেদিতা। তা হ'লে বল, আমরা পর ! নিজের লোকের কাছে নেওয়ার দোষ কি মা ! আরাধিতা, তুই ব'লিস কি, আমরা কি তোদের পর ভাবি? চল্‌, চল্‌, আমাদের বাড়ীতে চল্‌ ! (হস্ত ধারণ)।

আরাধিতা। তোমাদের বাড়ীতে যাব, তাতে আর বাধা কি মা ! তবে ত শুন্‌লে, চন্দ্র আমার ভিক্ষায় গেছে, সে না এলে কেমন ক'রে যাই। অভাগিনীর ধন ফিরে এসে যদি আমায় না দেখ্‌তে পায়, তা হ'লে যে, সে আমার

আকুলি বিকুলি খাবে! কে তাকে সান্ত্বনা দিবে! কে তার মুখের পানে চাবে!

সুবেদিতা। আচ্ছা, তবে এখন থাক, সে এলেই তাকে নিয়ে যাবে।

বরাহের প্রবেশ।

বরাহ। শৃঙ্গমালি! ভাই শৃঙ্গমালি!

সুবেদিতা। এই যে ভাই বরাহের কণ্ঠস্বর!

আরাধিতা। মা, পণ্ডিতমশাই কি তাঁর সংবাদ জানেন না?

বরাহ। জানি, জানি বৌমা, সব জানি। কেবল আমি আমাকে জান্‌লাম না! এত বড় বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ আমি সব রাখি; কিন্তু নিজের সংবাদ কিছুই রাখি না! চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোকের সংবাদ আমার নয়নের সম্মুখে, কিন্তু আমার হৃদয়ের সংবাদ যে কি, তা ব'ল্‌তে পারি না! আমাতে আমি এত ভ্রান্ত! বৌ মা, শৃঙ্গমালী এখনও আসেনি? এখনও সে ফিরেনি? আজ ক'দিন হ'ল!

আরাধিতা। মা,—বল না, আজ তিন সপ্তাহ গত হ'য়েছে।

বরাহ। তিন সপ্তাহ! দিনে যার সহিত দশবার সাক্ষাৎ-আলাপ-আপ্যায়ন, তাকে আজ আমি তিন সপ্তাহ

দেখিনি! হ'তেই পারে না, উজ্জয়িনীর প্রতি দরিদ্রের—প্রতি বিপন্নের গৃহে, প্রতি রোগীর রুগ্নশয্যার পার্শ্বে যে মহাপুরুষের দিনে দশ বার উপস্থিতি, সে আজ তিন সপ্তাহ উজ্জয়িনী ত্যাগী! ঊর্দ্ধে জয়যুক্ত যিনি—সেই উজ্জয়িনীর ধ্রুব-তারা আজ তিন সপ্তাহ অপ্রকাশ! হ'তেই পারে না! শৃঙ্গমালি, শৃঙ্গমালি, ভাই, আমি এসেছি।

সুবেদিতা। হা অবোধ! কারে তুমি মিথ্যাবাদিনী জ্ঞান ক'রছ। শৃঙ্গমালিগৃহিণী আরাধিতাকে! অপ্রতিগ্রাহিনী সংসারে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপিণী আরাধিতাকে?

বরাহ। না, না, তাকে মিথ্যাবাদিনী বল্‌বার আমার কি অধিকার আছে! আছে বৈকি, বৌমা যে আমার বন্ধুপত্নী! জগতে যদি কেউ আমার প্রকৃত স্বার্থত্যাগী বন্ধু থাকে, তা হ'লে সেই একমাত্র নিষ্ঠাবান নিরহঙ্কার চির দরিদ্র ব্রাহ্মণ শৃঙ্গমালী! (স্বগতঃ) একমাত্র সেই রাষ্ট্র করিয়েছে, আমার পত্নীর গর্ভ নষ্ট হ'য়েছে নতুবা এতক্ষণ দুর্ভাগ্য বরাহের লোকা-লয়ে মুখ দেখান দুষ্কর হ'য়ে উঠ্‌ত। কলঙ্কে দেশ ছেয়ে যেত! নিন্দায় শ্রুতি বধির হ'ত! তাতেই বা আমার কি হ'য়েছে! বন্ধু বন্ধুর কার্য্য ক'রেছে মাত্র! আমার লৌকিক দুর্নাম দূর ক'রেছে মাত্র! কিন্তু আমার হৃদয়-জ্বালা কি তাতে শীতল হ'য়েছে, না এই কৃষ্ণ রজনীর গাঢ় তমিস্রায় আমার সেই কলঙ্ক একটুকুও অস্পষ্ট র'য়েছে! ঐ যে সেই মসীময় অন্ধকারে

তার চেয়ে আরও কৃষ্ণ মসীময় অক্ষরে পুত্রঘাতী বরাহের নাম লিখিত! অকূল সমুদ্রের জলে ধুলেও সে কালী মুছবে না! অসংখ্য তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্রে ঘস্‌লেও সে চিহ্ন যাবে না! উঃ ক'রেছি কি!

[বেগে প্রস্থান।

সুবেদিতা। আসি মা, পাগল আবার কোথায় গেল দেখিগে।

[প্রস্থান।

আরাধিতা। আচ্ছা, পণ্ডিতমশাই এত উদ্‌ভ্রান্ত কেন? এমন অস্থির কেন? এ ত পূর্ব্বে দেখিনি, বন্ধুর বিরহে বন্ধুর প্রাণ কি এতদূর চঞ্চল হয়! তা হবে, বিরহ সকলের প্রাণেই সমান আঘাত করে, তাতে স্বামী পত্নী ব'লে কোন তারতম্য নাই! হা মহাপুরুষ! তুমি দরিদ্র হ'য়েও এত দূর রাজ্য বিস্তার ক'রেছ! কে গায় ঐ—

ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্য ও ভৈরববেশী
বেতালের প্রবেশ।

বেতাল। গীত।

কে মা কুটিরে, ভিক্ষা দে আমারে।
তোরি তত্ত্ব নিতে তারা, ফিরি নিত্য দ্বারে দ্বারে॥

কুলকুণ্ডলিনী শ্যামা, কুলবধূ সেজেছ মা,
ভিক্ষা দিতে লজ্জা কি মা, ক্ষুধার্ত্ত এই অভাগারে ॥
লোকমুখে এই শুনি, তুই মা সুধাবিধায়িনী,
দে সে সুধা ভবরাণী, ভবের ক্ষুধা মিটাবারে।
অনুকূলে প্রতিকূলে, খুঁজে বেড়াই প্রতি কূলে,
কেউ নাই আমার এতিন কুলে, (ডাকি) তাই অকূলে বারে বারে ॥

আরাধিতা। মায়ের সন্তান, এসেছ বাবা! দরিদ্র ভিখারিণী আমি, আমার ঘরে অতিথি রূপে সাক্ষাৎ নারায়ণ দয়া ক'রে এসেছ বাবা! এই আসন গ্রহণ কর! এ গৃহের গৃহস্বামী সম্প্রতি নিরুদ্দেশ, আমি নিঃসম্বল, শিশুপুত্র ভিক্ষায় গমন ক'রেছে। একটু অপেক্ষা কর বাবা!

বিক্রমাদিত্য। মা, আমি অর্থপ্রার্থী ভিখারী নই! পরমার্থিক ইষ্টচিন্তায় দেহশুদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণের অন্নপ্রসাদ লাভ ক'র্‌তে এসেছি। অনুমতি করুন মা, আমি আপনার অতিথিসৎকারের জন্য সমুদায় আয়োজন ক'রে দি।

আরাধিতা। সে কি বাবা, তা হ'লে যে গৃহীর গৃহধর্ম্ম নষ্ট হবে! একটু অপেক্ষা কর, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের এখন এরূপ হীনাবস্থা হয়নি যে, আমার পুত্র শূন্যহস্তে ফিরে আসবে।

বিক্রমাদিত্য। কেন মা, আপনার গৃহধর্ম্ম নষ্ট হ'বে? আপনার শিশুসন্তান ত ভিক্ষায় গেছে, মনে করুন, আমি তাকেই ভিক্ষা দান ক'র্‌ছি।

আরাধিতা। সে ত অর্থভিক্ষায় যায়নি বাবা, মুষ্টি-ভিক্ষায় গেছে।

বিক্রমাদিত্য। আপনারা ব্রাহ্মণগৃহস্থ, মুষ্টিভিক্ষা ত আপনাদের বৃত্তি নয় মা! গৃহস্বামী নিরুদ্দিষ্ট ব'লে অভাবের জন্য বালককে ভিক্ষায় পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমার অর্থ গ্রহণে কি প্রত্যবায় হ'তে পারে জননি!

বেতাল। (স্বগতঃ) রাজ্যাভিমানী রাজাদের কি এমনি ভ্রমই হয়! যিনি রাজরাজেশ্বরী মহাশক্তি, তাঁকে তিনি আজ অর্থশক্তি দেখাচ্ছেন! হায় হায় কি ভ্রম!

আরাধিতা। পরার্থগ্রহণে প্রত্যবায় আছে কি না আছে, তা জানি না, কিন্তু উপায় সত্ত্বেও সাহায্য গ্রহণ—আমার স্বামীর নিষেধ।

বিক্রমাদিত্য। মা, গৃহস্বামীর অভাবে আপনিই ত গৃহস্বামিনী?

আরাধিতা। না বাবা, আমি গৃহস্বামিনী নই, গৃহিণী। তিনি কয়েকদিন নিরুদ্দেশ ব'লে আমাদের অভাব হয়নি, সুতরাং আমি গৃহস্বামিনী কিসে?

বিক্রমাদিত্য। ঈশ্বর না ক'রুন, তাঁর অভাবে কি হবে মা! তখন ত গৃহস্বামিনী হ'তে হ'বে।

আরাধিতা। না বাবা, তিনি যে অমূল্য সম্পদ্ সঞ্চিত রেখে গেছেন, তাতে আমাদের কখন অভাব

হ'বে না। সেই সম্পদে আমি চিরদিনই সম্পদশালিনী থাক্‌ব।

বিক্রমাদিত্য। সে সম্পদ্ কি মা!

বেতাল। (স্বগত) কি বিপদ! গৃহীর যে সম্পদ্ পরলোক-পথের সম্বল, যা রাজ-রাজেশ্বর কুবেরের ভাণ্ডারেও দুষ্প্রাপ্য, মহারাজ এতদিন তপস্যাতেও তা বুঝ্‌তে পার্‌লেন না!

আরাধিতা। সে সম্পদ্ অপ্রতিগ্রহণ!

বিক্রমাদিত্য। মা, গৃহীমাত্রই যদি অপ্রতিগ্রহণ-ধর্ম্ম পালন করেন, তা হ'লে ত দাতার ধর্ম্ম থাকে না।

আরাধিতা। দাতা, অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকে দান ক'রে তাঁর নিজধর্ম্ম পালন ক'র্‌বেন। তাতে দাতার ধর্ম্ম যাবে কেন বাবা!

বিক্রমাদিত্য। আপনিও ত মা অভাবগ্রস্ত!

আরাধিতা। কিসের অভাব আমার বাবা, তা হ'লে ত আমি প্রার্থী হ'তাম।

বিক্রমাদিত্য। আপনি প্রার্থী নন, কিন্তু পুত্রকে মুষ্টি-ভিক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি মুষ্টিভিক্ষা দান ক'র্‌ছি, আপনি গ্রহণ করুন।

আরাধিতা। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিজ্ঞ, আপনার সহিত তর্কে আমি জয় লাভ ক'র্‌তে পারি, কিন্তু আপনার

আদেশ আমি লঙ্ঘন ক'র্‌তে পারি না। দিন, আমায় মুষ্টিভিক্ষা দিন। (করপ্রসারণ)।

বিক্রমাদিত্য। নাও মা! (স্বর্ণ-মুদ্রা-মুষ্টি দান)।

আরাধিতা। (প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক) এ কি, স্বর্ণ মুদ্রা! কে তুমি ছদ্মবেশী! আমার কোন্ অপরাধের দণ্ড দিতে এ বিষম পরীক্ষা ক'র্‌তে এসেছ? বল, বল ছদ্মবেশি! বল, তুমি কে? ব্রাহ্মণের নবধা ধর্ম্মের অঙ্গহানি ক'র্‌তে কে তুমি ধর্ম্মদ্বেষী?

বেতাল। (স্বগত) কেমন হ'ল ত? ব্রাহ্মণ-পত্নী কেমন ভিখারিণী, দেখ্‌লে ত! আর কেন পথ দেখ।

বিক্রমাদিত্য। মা, অভাব-মরুবাসিনী রাজ-রাজেশ্বরি, আমায় ক্ষমা ক'রুন মা, ক্ষমা ক'রুন! আমি ছদ্মবেশী হ'লেও ধর্ম্মদ্বেষী নই, আমি ব্রাহ্মণগৃহস্থের ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে এসেছি। আপনি ব্রাহ্মণ-কন্যা, আমি ক্ষত্রিয়পুত্র, আমার দান গ্রহণে দ্বিধা ক'র্‌বেন না।

আরাধিতা। তুমি ক্ষত্রিয়, আজ আমাকে ক্ষমা কর, আমার স্বামী গৃহে আসুন, তোমার এ দান তিনিই গ্রহণ ক'র্‌বেন।

বেতাল। রাজা, আরও পরীক্ষা ক'র্‌তে চাও?

আরাধিতা। রাজা, কে রাজা! তুমি আমার মা ব'লেছ, সত্য পরিচয় দাও। মাতৃ-আজ্ঞা পালন কর।

বিক্রমাদিত্য। মা, আমি উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য! তোমার স্বামী শৃঙ্গমালীকে আমি মহাপুরুষ জ্ঞানে ভক্তি করি, তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর স্ত্রীপুত্রের অভাব দূর ক'র্‌বার জন্য অর্থ দান ক'র্‌তে এসেছি।

আরাধিতা। মহারাজ! মহারাজ! আজ আমি ভাগ্যবতী! উজ্জয়িনীর মহারাজ আজ আমায় মাতৃ-সম্বোধন ক'রেছেন, আজ আমি রাজমাতা! পুত্র আপনি, মাতৃ-অনুরোধে আসন পরিগ্রহণ ক'রুন, তারপর কথা—

বিক্রমাদিত্য। (আসন গ্রহণ পূর্ব্বক) এখন পুত্রের ইচ্ছা পূর্ণ কর মা! পুত্রের অর্থকে ত আর তুমি দান ব'লে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে পার্‌বে না!

আরাধিতা। তবে বাবা, আমারও একটী কথা, আপনি মাতৃভক্ত পুত্র, অবশ্য মায়ের অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌বেন। আপনার প্রদত্ত অর্থ আপনি এখন নিকটে রাখুন, আমার স্বামী এসে গ্রহণ ক'র্‌বেন। একটু অপেক্ষা ক'রুন, আতিথ্য গ্রহণ ক'রে মাকে সুখী ক'র্‌বেন।

বিক্রমাদিত্য। তাই হ'বে মা, আমাদের ভাইকে আমরা খুঁজে নিয়ে আসি, শেষে এসে মাতৃপ্রসাদ গ্রহণ ক'র্‌ব।

বেতাল। গীত।

মা আমায় এমনি ভালবাসে।
যার যত হোক্ উঁচু মাথা, সে আপনি নুয়ে আসে ॥

[রাজা সহ প্রস্থান।

আরাধিতা। স্বামিন্! মহাপুরুষ! অলক্ষ্যে আমার প্রণাম গ্রহণ কর। আমাকে যে গৃহরাজ্যের প্রহরিণী ক'রে তুমি নিশ্চিন্তমনে দূরে র'য়েছ, আজ আমি সেইখানে থেকে তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার আজ্ঞা পালন ক'রে নিজে নিজেই ধন্য হ'চ্ছি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

দশচক্রের প্রবেশ।

দশচক্র। স্বেচ্ছায় নাম গ্রহণ ক'রেছি দশচক্র! দেখি ভগবান, তোমায় ভূত ক'র্‌তে পারি কি না? তুমি ভাব যে, তোমারই বুদ্ধি বেশী, আর মানুষগুলো আমার বোকা খান্‌সামা! তা নয় চাঁদ! বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচিও থাকে। থাকে না থাকে, তা আমিই দেখিয়ে

দোব। তিনলোকে তিনতিরিক্কে নয় রকম যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে অনন্ত মহাসমুদ্রে একটা বটের পাতা ভাসিয়ে তার মধ্যে নিশ্চিন্তমনে শুয়ে আছ! আর আমরা শালারা ভুগে মরি! যত গোঁড়াবেটা একেই ব'লে লীলা! আরে আমার লীলা! তার লীলা ত আমাদের কি? পাপপুণ্যি মজার ছুটো কথা! মন দিলেন, আসক্তি দিলেন, আসক্তির পাত্র দিলেন, আবার এ দিকে ব'লেন—সংযম—ব্রহ্মচর্য্য! তবে এ গুলো দিলি কেন রে বেটা! হয় এটা দে, নয় ওটা দে! যদি একবার দেখা পাই, তা হ'লে বেটার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দি, কানে কাঠি দিয়ে শুনিয়ে দি।

দ্রুতপদে শ্রীধরের প্রবেশ।

শ্রীধর। (পশ্চাৎ হ'তে সজোরে ধাক্কা দিয়া কর-যোড়ে) মহাশয়! একটু আঘাত লেগেছে কি?

দশচক্র। কে রে বেটা দিনকানা, চোখে কি দেখ্তে পাস্ না? বিট্‌লেমী ক'রে আমায় ধাক্কা দিলি?

শ্রীধর। মহাশয়ের অনুমানে কি এরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমি দিনান্ধ না বিকটদৃষ্টি!

দশচক্র। বাঃ, বাঃ রে সোনার চাঁদ! এমন সাধু-ভাষা শিখ্‌লি কোথা? রাখালের মুখে সাধু-ভাষা! এমন ভাষা শিখ্‌লি কোথা মাণ!

শ্রীধর।   গীত।

বৃন্দে সই, শোন কই, সাধুভাষা কোথায় শিখেছি।
রাধার মানের দায়ে ধরে পায়ে কতই ভাষা ব'লেছি।
দেহি পদপল্লবমুদারম্ নিজে লিখেছি,
তার সুধা ভাষা শুন্‌ব ব'লে কত ভাষা জুগিয়েছি,
তাই বল্‌ব ব'লে তোমায় বৃন্দে (আমি তোমার) পিছে পিছে এসেছি।
(নৃত্য)

দশচক্র। বাঃ রে,আবার নেচে ফেল্‌লে যে! ছেলেটা রসিক বটে!

শ্রীধর। আর তুমিই বা বেরসিক কিসে? যে সব রসের কথাগুলি ব'ল্‌ছিলে, তাতে শুক্‌নো কাঠে রস আসে। বলি বৃন্দে! ভূত বানাচ্ছিলে কাকে?

দশচক্র। মর্ ছোঁড়া, "বৃন্দে, বৃন্দে" ক'র্‌ছিস্ কাকে! এত বড় গুঁফো মিন্‌সে আমি, আর সে বৃন্দে হ'লো বৃন্দাবনের কুটনী একটা মাগী! মর ছোঁড়া, তোর মাগী—মিন্‌সে বোধ নেই?

শ্রীধর। তা ত আমার নেই, মাগী, মিন্‌সে ভেদজ্ঞান থাক্‌লে তোর কাছে আস্‌ব কেন? তোর যেমন জ্যান্ত-মরা বোধ নেই! তেমন একটা জল জ্যান্ত ভগবান, তাকে তুই ভূত বানাতে চাস্?

দশচক্র। অ্যাঁ, অ্যাঁ, তা তুই কেমন ক'রে শুন্‌লি?

শ্রীধর। অবাক্ হও না গো বৃন্দে! আমি লুকিয়ে শুনেছি।

দশচক্র। লুকিয়ে, কোথা থেকে?

শ্রীধর। (দশচক্রের বক্ষঃ দেখাইয়া) কেন তোর এখান থেকে।

দশচক্র। দাঁড়া ছোঁড়া, তোর ঢেঁকোমো ভেঙে দিচ্ছি!

শ্রীধর। (ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও কোকিলের "কুহু" শব্দ উচ্চারণ) কুহু, কুহু বৃন্দে। বসন্ত কাল!

দশচক্র। এ ছোঁড়া কে রে?

শ্রীধর। আমিত তাই ভাব্‌ছি যে, আমি কে রে?

দশচক্র। না, এ ছোঁড়ার সঙ্গে পেরে উঠা ভার। বালক, স্থির হও, আমার একটা কথা শোন।

শ্রীধর। স্থির হ'ব কেমন ক'রে, তোমরা স্থির হ'তে দাও কৈ? এই ত তুমি ব'ল্‌ছিলে, আমায় ভূত বানাবে!

দশচক্র। সে ত ব'ল্‌ছিলাম ভগবানকে, তা তুই কে রে?

শ্রীধর। ভগবান, ভগবান ত সবাই, এই তুমি ভগবান, আমি ভগবান, এই গোরু-ঘোড়া-হাতী-উট-গাধা সবই ভগবান।

দশচক্র। মাপ্ কর ভাই, মাপ কর; আমি তোর কাছে হার মান্‌ছি।

শ্রীধর। তবে বল্, আর ভগবানকে ভূত ক'র্‌বিনি !

দশচক্র। দু'শ বার ক'র্‌ব, ভগবানের সঙ্গে আমার আড়ি ! তো বেটার কি ? ভগবান কি তোর বাপখুড়ো যে, ভগবান-নিন্দের তোর গা জ্বলে উঠে ! হা শালার ভগবান, এখানেও বাঘের পিছে ফেউ লাগিয়েছ !

(প্রস্থানোদ্যত)।

শ্রীধর। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) বলি, হাঁ—হাঁ—হাঁ যাও কোথা ! ব'লে যাও, বলি, ভগবান কি তোমার শ্যালা ! তাহ'লে ত ভগবানের সঙ্গে তোমার নিকট সম্বন্ধ হে। তবে চল বোনাই, চল, (কর্ণ ধারণপূর্ব্বক) ভগবানের কাছে তোমায় নিয়ে যাই।

দশচক্র। আরে রে—ছাড়্ শালা, ছাড়্ ; ভগবানের কাছে কেমন ক'রে নিয়ে যাবি ?

শ্রীধর। মুট ক'রে ঘাড়টী ভেঙে ! তাঁর কাছে নিয়ে যাবার অনেক উপায় আছে ! ওলাউঠো, বসন্ত,জ্বর, বিকার, জলে ডোবা,আগুনে পোড়া আর তোমার পক্ষে গলায় দড়ি। দড়ি এনে দোব ?

দশচক্র। তবে রে ছোঁড়া, হতভাগা, বাপের তাজ্যি-পুত্তুর, গর্ভস্রাব, কিছু বলি না ব'লে ? এত বাড়াবাড়ি! আমার কানে হাত ! আজ তোর এক দিন কি আমার একদিন ! (প্রহারোদ্যত)।

শ্রীধর। ধর্ দেখি, ধর্ দেখি, কলা! ধর দেখি, ধর, দেখি, বগ্ দেখেছ!

[বেগে প্রস্থান তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দশচক্রের অনুসরণ।

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। গীত।

কি রঙ্গে মা রঙ্গময়ি! রঙ্গালয়ে নট সেজেছ।
মুণ্ডমালা ত্যজে কেন বনমালা গলে পরেছ॥
বল্ দেখি রে ন্যাংটা মেয়ে, বাঁশীর শোভা কি অসির চেয়ে,
মধুর স্বাদ কি নিমে দিয়ে, হয় রে বেটি এই ভেবেছ॥
রাঙা জবায় যে পদ রাজে, সে পদে আজ নূপুর বাজে,
কেন মা বল্ এ নূতন সাজে, সন্তানে ব্যথা দিতেছ॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনীর পল্লী।

ভিক্ষুকবেশে চন্দ্রালোকের প্রবেশ।

চন্দ্রালোক। (স্বগত) বেলাও অপরাহ্ন হ’রে গেল। এখনও একমুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ ক’রতে পারলাম না। গৃহস্থের

বাড়ীতেই বা কেমন ক'রে কি ব'লে প্রবেশ করি? যদি বলে, তুমি কেন বাড়ীর মধ্যে এসেছ, তাহ'লে কি বল্‌ব! সব বাড়ীতেই স্ত্রীলোক, কি ক'রে তাদের মুখের দিকে চেয়ে ভিক্ষা চাইব! মা ব'লে দিয়েছেন,"মা ব'লে ভিক্ষা চাইবে।" আমি কিন্তু পরের মাকে মা ব'ল্‌তে পার্‌ব না। এই রাজপথেই দাঁড়িয়ে থাকি। আমাকে দেখে কি কেউ ভিক্ষা দেবে না! আমি সমস্ত দিন উপবাসী আছি, আমাকে দেখে কি কেউ ভিখারী ছেলে ব'লে চিন্‌তে পার্‌বে না! ভিক্ষা যদি না পাই, তাহ'লে কি হবে! মা কি উপবাসিনী থাক্‌বেন! গৃহদেব শ্রীধর কি উপবাসী থাক্‌বেন! তাই ত, আর ত চ'ল্‌তেও পারি না। ঐ না একজন পথিক আস্‌ছেন, দূর ছাই, ওঁর কাছে কেন ভিক্ষা চাই না! (অগ্রসর হওন)।

ধন্বন্তরির প্রবেশ।

ধন্বন্তরি। উঃ, বেলা একবারেই শেষ হ'য়ে গেছে! দেশে রোগ ও রোগীর সংখ্যা এত অধিক হ'য়েছে, যে দিবারাত্রি ভ্রমণ ক'রেও রোগী দর্শন শেষ করা যায় না।

চন্দ্রালোক। বলি না, তাই ত ব'ল্‌ব, যদি অসন্তুষ্ট হন! না ব'লেই বা কি করি! বলি—মহাশয়!

ধন্বন্তরি। কে এ বালকটী রোগীর মত মূর্ত্তি, কে তুমি?

চন্দ্রালোক। আমি—আমি—

ধন্বন্তরি। আমি—আমি কে?

চন্দ্রালোক। আমি চন্দ্রালোক।

ধন্বন্তরি। কি ব'লছ তুমি?

চন্দ্রালোক। না, না, এমন কিছুই নয়—

ধন্বন্তরি। বালকটী অতি সুশ্রী, ভদ্রসন্তান ব'লে বোধ হ'চ্ছে! কি ব'লছ, বল?

চন্দ্রালোক। না, না, আপনি বিরক্ত হবেন না; আমি কিছু ব'লছি না!

ধন্বন্তরি। তবে ডাকছিলে কেন?

চন্দ্রালোক। কৈ, কৈ, আমি ত ডাকিনি!

ধন্বন্তরী। এই ডাকলে, আবার ব'লছ ডাকনি? বোধ হয়, তুমি কোন চরিত্রভ্রষ্ট ভদ্র সন্তান—আমায় নিয়ে ব্যঙ্গ ক'রছ! ছিঃ—আজকাল দেশের অবস্থা হ'ল কি? বয়োবৃদ্ধেরও সম্মান নেই! (প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্রালোক। তাই ত চ'লে গেলেন! বলা ত হ'ল না! ব'ললে বোধ হয়,কিছু দিতেন, আবার ডেকে বলি, মহাশয়! মহাশয় আর একবার শুনুন, এবার ব'লব।

ধন্বন্তরী। (স্বগত) বালকটী যে আবার ডাকচে। বালকের মুখ দেখলে ত হীনচরিত্র ধূর্ত্ত ব'লে বোধ হয় না! (নিকটে আসিয়া মুখ ধরিয়া) কি বাবা, কি ব'লছ, বল?

চন্দ্রালোক। হাঁ,ব'লছিলাম, মা ব'লে দিয়েছেন, বাবা বাড়ীতে নাই, তাই, তাই—

ধন্বন্তরি। তাই—তাই কি বল ?

চন্দ্রালোক। না, না, কিছু নয়, কিছু নয়, আপনি যান, আপনি যান! আপনার বোধ হয় এখনও স্নান-আহার হয়নি।

ধন্বন্তরি। ওঃ, নিশ্চয়ই তুমি ব্যঙ্গ ক'রছ! হতভাগা! তুই কি ব্যঙ্গ ক'রবার দ্বিতীয় পাত্র পাস্‌নি ? বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমি অস্নাত, অনাহারী, ক্লান্ত, শ্রান্ত, আমার পরিহাস! উজ্জয়িনীতে এমন কুসন্তান ত কারো নাই যে, আমায় পরিহাস ক'রতে সাহস করে ? যা মতিচ্ছন্ন, সাবধান ক'রে দিচ্চি, দ্বিতীয় বার যদি আমায় পরিহাস কর, তাহ'লে সমুচিত শিক্ষা দোবো।

[প্রস্থান।

চন্দ্রালোক। তাই ত কি হ'লো! ওঁরত কোন দোষ নেই, আমায় কত আদর ক'রে কথা কইলেন, আমি চাইতে পারলে নিশ্চয় আমায় ভিক্ষা দিতেন। কিন্তু আমি চাইতে পারলাম কৈ ? কতবার প্রাণে এলো যে, ভিক্ষা চাই, কিন্তু মুখ দিয়ে ত বার হ'ল না। কেন হ'ল না ? একি লজ্জা ! এখনও লজ্জা! গর্ভধারিণী জননী যার গৃহে উপবাসিনী,

গৃহদেবতা নারায়ণ উপবাসী, তার আবার লজ্জা! ভিখারী-বালকের আবার এত লজ্জা!

জনৈক তণ্ডুলব্যবসায়িনী রমণীর প্রবেশ।

রমণী। আর এ পোড়া ব্যবসায় পেট ভরে না! মাথায় মোট করাই সার! তুষ কুড়ো বাদ দিলে আর ক'টা চালই বা থাকে। একমণ ধান ভেনে ধনীকে দিলে তবে ছয়গণ্ডা পয়সা, তাতে কি কিছু থাকে? ক'দিনে একমণ ধান ভানা যায়! এর চেয়ে ভিক্ষে করা ভাল! (চন্দ্রালোককে দেখিয়া) আহা হা, এ ছেলেটী কে? মুখখানি শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটী ছল ছল ক'র্‌ছে, দুটী গালে চোখের জলের দাগ র'য়েছে, এখনও নাওয়া—খাওয়া, হয়নি বোধ হয়। (নিকটে যাইয়া) বাবা, তুমি কাদের ছেলে? এমন ক'রে পথে ব'সে আছ কেন?

চন্দ্রালোক। মা, মা, আমার মা কাল থেকে খায়নি! আমার বাবা ঘরে নেই। ঘরে কিছুই নেই, নারায়ণ পর্য্যন্ত উপবাসী, মা আমায় ভিক্ষা ক'র্‌তে পাঠিয়েছে, আমি কিছুই ভিক্ষা ক'র্‌তে পারিনি।

রমণী। (ক্রোড়ে লইয়া) কেন ভিক্ষা ক'র্‌তে পারনি? তোমায় একমুষ্টি ভিক্ষা কেউ দেয়নি?

চন্দ্রালোক। আমি যে কারও কাছে ভিক্ষা চাইতে

পারিনি মা! ভিক্ষা চাইতে যে আমার বড় লজ্জা হয়।

রমণী। হুঁ, বাবা,এবার আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি ভিখিরীর ছেলে নও। তা তোমায় আর কারো কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে না। আমি এই চাল কয়টা তোমার কাপড়ে বেঁধে দিচ্চি, মাকে দাওগে যাও। (প্রদান)

চন্দ্রালোক। তুমি যে আমায় এত চাল দিচ্চ! মা যে আমায় ব'লেছিলেন, এক মুষ্টির অধিক ভিক্ষা নিও না।

রমণী। তা হোক, তুমি ব'ল' যে,আমায় একজন জোর ক'রে কাপড়ে বেঁধে দিয়েছে, সে কিছুতেই শুন্‌লে না।

দশচক্রের প্রবেশ।

দশচক্র। ওগো ভালমানুষের মেয়ে, ওর কাপড়ে চাল বাঁধ্‌ছ, কৈ আমার কাপড়ে চারটী দাও দেখি!

রমণী। ও যে বাবা, আজ ভিক্ষা পায়নি, তাই ওকে দিচ্চি।

দশচক্র। আর আমি বুঝি আজ ভিক্ষা ক'রে চালের মরাই বেঁধে ফেলিছি! তা হবে না, আমায় দিতেই হবে!

রমণী। কেন তোমায় দোব, জোর না কি?

দশচক্র। জোরই ত, ওকে দিলি কেন রে বেটি, কি তোর বাবার ঠাকুর, আমি কি তোর হরমণ!

রমণী। দেখ্ ব'লছি মিন্‌সে, বাপ তুলিস্ নে! অতটুকু ছেলের উপর হিংসে ক'রতে এসেছিস, তুই কি মানুষ! যা—যা—আমার জিনিষ, আমি দিচ্চি, আমার খুসি।

দশচক্র। আরে গুখোরবেটি, আমার উপর তোর খুসি হয় না কেন?

রমণী। তবে রে গুখোরবেটা, আমায় বাপান্ত! দাঁড়া ত মিন্‌সে, আজ তোর সাত পুরুষের পিণ্ডি চট্‌কাই!

দশচক্র। কৈ চট্‌কানা, একচোখো মাগী, পথে এসে দয়া ফলাচ্ছে! দয়া কি রে মাগি! ধান ভেনে খেয়ে আবার ধর্ম্ম দেখাচ্ছেন! কি ব'লব মেয়েমানুষ, তাই পরিত্রাণ পেলি, নৈলে চুলের মুটো ধ'রে—স্বর্গের ধর্ম্মখানায় ঘুরিয়ে আন্‌তুম।

রমণী। কি রে মিন্‌সে, আমায় মারবি, কৈ মার দেখি! ওগো—কে কোথায় আছ গো; একটা মিন্‌সে আমায় মারতে আসে গো! ওগো, তোমরা সব দেখ না গো! গুখোরবেটা কোথাকার লোক গো।

[বেগে প্রস্থান।

দশচক্র। যা মাগী, তোর বাবাদের ডাক্ গে যা, আমি এদিগে তোর দয়া ধর্ম্ম ছোরকুটে দিচ্ছি! বলি ও ছোঁড়া, বলি, তুই ওর চাল নিলি কেন?

চন্দ্রালোক। উনি যে আমায় দিলেন।

দশচক্র। দিলেন, তা আপনি কেন নিলেন?

চন্দ্রালোক। মা যে কাল থেকে উপবাসিনী।

দশচক্র। আমিও ত দশদিন অন্নের মুখ দেখিনি! দোকানের বাদাম তেলে ভাজা চামড়ার মত লুচি চিবিয়ে দিন কাটাচ্চি। তোর এক দিন, আর আমার দশ দিন! ও চালে আমার দশগুণ অধিকার! দে ছোঁড়া, চাল দে।

চন্দ্রালোক। আপনি চাল নিয়ে কি ক'রবেন? বরং আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী চ'লুন, আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের অতিথি হ'য়ে অন্নাহার ক'রবেন।

দশচক্র। বারে চালাক! ঐ মাগীর চেলা ত তুমি, আমায় বাড়ীতে ঢুকিয়ে পাড়ার লোক জুটিয়ে দিবি। উত্তম-মধ্যম দিয়ে অতিথিসৎকার কর আর কি! তার চেয়ে ঐ চাল ক'টী আমায় দাও, আমি কাপড়ে বেঁধে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্চি।

চন্দ্রালোক। তাই নিয়ে যদি সন্তুষ্ট হন, তাহ'লে নিন্। (দশচক্রের বস্ত্রে চাউল প্রদান)

দশচক্র। ওরে মাগি! কোথা গেলি! এবার চেয়ে দেখ, তোর দয়াধর্ম্ম কেমন ছোরকুট্‌চ্ছি! (চাউল ছড়ান) ও ভগবান! তুমি কোথায়? তুমিই না কি এই ক্ষুধার্ত্ত উপবাসী বালকের কষ্ট দূর ক'রতে সেই স্ত্রীলোকটীকে দিয়ে

ভক্তের প্রতি দয়া প্রকাশ ক'রেছ! তোমার দয়ার চূড়ান্ত ব্যবস্থা কি ক'র্‌ছি, একবার চেয়ে দেখ'! আর ক্ষমতা থাকে ত এসে প্রতীকার কর।

চন্দ্রালোক। ক'র্‌লেন কি মহাশয়! চালগুলি ফেলে দিলেন! হায়, হায়! মা, আর উপায় নেই! আর ত মা, শক্তি নাই। মাগো—(শয়ন)

পল্লীবালকগণসহ শ্রীধরের প্রবেশ।

গীত

শ্রীধর। খেলা বড় ভালবাসি—আয় ভাই সব খেল্‌তে যাই।
বালকগণ। আজ কি খেলা ভাই খেল্‌বি শ্রীধর, আর ত বেশী বেলা নাই॥
শ্রীধর। কেন বল ভাই নাইক বেলা, এই ত সূর্য্য পাছে হেলা,
বালকগণ। (তবে) আয় ভাই আনন্দের মেলা, এই খানেই বসাই॥
শ্রীধর। আজ খেল্‌ব খেলা নূতন ধারা, আমি হই চোর ধ'র্‌বি তোরা,
বালকগণ। তুই যদি ভাই না দিস্ ধরা, খুঁজে সারা হ'ব সবাই॥

দশচক্র। ঐ রে, সে ডিংরে ছোঁড়া বেরিয়েছে! এবারে আর একলা নয়, দলে—বলে; শালা এবার আমার দফা রফা ক'রে ছাড়্‌বে! শালা কোথাকার যমের পুত—পালাই। (প্রস্থানোদ্যত)

শ্রীধর। (পথ আগুলিয়া) হাঁ, হাঁ, কোথা পালাও, কোথা পালাও? আমি যে সব দেখেছি, সব শুনেছি, আমায় লুকিয়ে পালাবে কোথা?

দশচক্র। কি দেখেছিস্ রে বেটা!

শ্রীধর। বেটা কি গো, এই যে একটু আগে শালা ব'ল্‌লে! বলি, মূর্ত্তিমান ব্যোম, বলি, তোমার শালা কি তোমার বেটা?

দশচক্র। এ ত ভারি নেটা, তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি রে বেটা! আমার কি দেখেছিস, কি শুনেছিস্?

শ্রীধর। কি দেখেছি, দেখেছি,—তোমার সেই চাল ছড়ান, আর শুনেছি,—সেই তোমার চালওয়ালীর সঙ্গে মিষ্ট সম্ভাষণ—বাপান্ত করা, আর বাপান্ত খাওয়া! আর একটা বিশেষ দেখেছি,—তোমার অতুল কীর্ত্তি ঐ সম্মুখে! উপবাস-ক্লিষ্টা অতি দুঃখিনীর অঞ্চলের একমাত্রনিধি—মহাপুরুষ শৃঙ্গমালীর একমাত্র বংশধর সুবোধ সুশীল চন্দ্রালোকের মৃতদেহ—ঐ চেয়ে দেখ'! তুমি দেখনি, আমি দেখ্‌তে পেয়েছি, বুঝ্‌তে পেরেছ বোনাই! ব্রাহ্মণ হ'য়ে ব্রাহ্মণপুত্র হত্যা ক'রেছ, বুঝ্‌তে পেরেছ বোনাই! এখন একবার রাজদরবারে যাবে চল বোনাই! প্রথমেই কি সুন্দর অঙ্গ-সেবা হবে, তা একবার ভোগ ক'রবে চল বোনাই! এমন একটা ভাল কাজ ক'রেছ, কিছু পুরস্কার নেবে না? (হস্তধারণ)

দশচক্র। তাই ত, সত্যি সত্যি ছেলেটা মরেছে—

নাকি! তাহ'লে ত মহাবিপদ দেখ্‌ছি! মারি চোঁচা দৌড়, না হ'লে শালা সাক্ষী দিবে।

[বেগে প্রস্থান।

শ্রীধর। ভাই সকল, ধর্ ধর্ ধর্!

বালকগণ। ধর্ ধর্ ধর্ ছুটে পালায়, ধর্ ধর্ ধর্!

[বেগে প্রস্থান।

শ্রীধর। (জল ও খাবার বাহির করিয়া) চন্দ্রালোক! ভাই, উঠ, ক্ষুধা পেয়েছে, খাবার খাও; তৃষ্ণা পেয়েছে, জল খাও। ওঠ দাদা আমার, ভাই আমার, ওঠ!

চন্দ্রালোক। (উঠিয়া) তুমি কে ভাই, কি শীতলস্পর্শ তোমার! কি সুধামাখা কণ্ঠস্বর তোমার! একি—এ সকল কার জন্য এনেছ?

শ্রীধর। (মুখে দিয়া) তোমার জন্য ভাই! তুমি যে ভাই, সারাদিন খাওনি!

চন্দ্রালোক। না, না, খাব না খাব না!

শ্রীধর। কেন খাবে না দাদা, আমি এনেছি ব'লে! আমি ব্রাহ্মণ, তুমি নিশ্চিন্তে খাও।

চন্দ্রালোক। ওগো, তা নয়, তা নয়, আমার মা যে এখনও উপবাসে আমার জন্য পথ চেয়ে ব'সে আছে!

আমাদের গৃহদেবতা শ্রীধরের যে এখনও সেবা হয়নি। আমি কেমন ক'রে খাব ভাই!

শ্রীধর। স্বচ্ছন্দে খাও, আমি মাকে খাইয়ে এসেছি, শ্রীধরেরও সেবা হ'য়েছে! আমি মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছি না।

চন্দ্রালোক। খাইয়েছ, খাইয়েছ, মাকে খাইয়েছ! ঠাকুর শ্রীধরের সেবা হ'য়েছে! তুমি কে দাদা, তোমার নাম কি? তুমি আমার কে হও?

শ্রীধর। আগে খাও, তা না হ'লে নাম ব'ল্‌ব না।

(আহার্য্য দান)

চন্দ্রালোক। আঃ, এই ত খেয়েছি, এখন বল দাদা, তোমার নাম কি?

শ্রীধর।   গীত

শ্রীধর নামটী আমার, আমি যে ভাই তোমার ভাই।
তোমার মা যে, আমার' মা সে, যাঁর স্নেহের তুলনা নাই।
যে আমায় আমার ভাবে, ভাবি তায় আপন ভাবে,
কি স্বভাবে কি অভাবে, সমান ভাবে ভাবি সদাই—
পর ভেব' না আমায় দাদা, চল মায়ের কাছে যাই॥

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

সিংহল-বনভূমি।

পুণ্ডরীক, কণ্ঠরুদ্র, জনৈক পারিষদ্ ও রাহুদেবের প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। একটু অপেক্ষা ক'রুন, আমি আপনাদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দূর ক'র্‌তে চাই।

পারিষদ্। আবার পুণ্ডরীক! আবার ব'ল্‌ছ যে, আমাদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত! ব'ল্‌তে লজ্জা বোধ হ'চ্ছে না?

পুণ্ডরীক। লজ্জা কি? নিজের জয় প্রতিপন্ন ক'র্‌তে কোন্ বীরপুরুষ লজ্জা বোধ করে?

পারিষদ্। বীর বটে, জয়ীর জয়চিহ্ন লোপ ক'র্‌তে মৃত বরাহদেহটা ছিন্নভিন্ন ক'রেছ, বীর বটে! কিন্তু প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ ক'র্‌তে পারনি! সে স্থান এখনও অক্ষত আছে।

রাহুদেব। অক্ষত ব'লেই ত দেখ্‌তে পায়নি! ক্ষত হ'লে আমিও বল্‌তাম যে, আমিই বন্যবরাহ হত্যা ক'রেছি, আমি ত একটা কম বীর নই! বীর হবার এমন সহজ সুযোগ ত্যাগ ক'র্‌ব কেন?

পুণ্ডরীক। সাবধান মূর্খ, ব্যঙ্গ-পরিহাসের সময় নয়

অক্ষত আছে, অথচ কণ্ঠরুদ্র বরাহ হত্যা ক'রেছে, এ কথার অর্থ কি?

পারিষদ্। অর্থ এই যে, ক্ষত তোমার দ্বারা হয়নি, বীরযুবক কণ্ঠরুদ্র দ্বারাই হ'য়েছে! এখনও তুমি সেই সূক্ষ্ম ক্ষত স্থান দেখ্‌তে পাওনি, তাহ'লে তুমি সে ক্ষতস্থান ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেলতে।

রাহুদেব। অর্থাৎ এই সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তাকারক তুমি নও, ঐ দুর্ব্বলটী!

পুণ্ডরীক। তবু ব্যঙ্গ!

রাহুদেব। ক্ষমা কর বীরপুরুষ, আমি বীরপুরুষ নই।

পুণ্ডরীক। (পারিষদের প্রতি) আমায় বুঝিয়ে দিন্ যে, কোন্ স্থানে ক্ষত হ'য়ে বরাহ নিহত হ'য়েছে?

কণ্ঠরুদ্র। আমি সূক্ষ্ম বিষাক্ত শর দ্বারা তার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রেছি। এ কথা এখন ব'লছি না, মহারাজের নিকটও প্রকাশ ক'রেছি আপনি তা স্বচক্ষে দেখেছেন।

পুণ্ডরীক। এতক্ষণে বুঝ্‌লাম যে, রাজপারিষদ্ উৎকোচ গ্রহণে আমাকে অপ্রতিভ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছে। আমি মিথ্যাবাদীকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারি, কিন্তু উৎকোচ-গ্রাহীকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারি না।

রাহুদেব। তা তুমি ক্ষমা ক'রতে পার্‌বে কেন, যে রাজার অন্নে তোমার পিতৃপিতামহের দেহ পুষ্ট, তার

পারিষদ্‌কে কি তুমি ক্ষমা ক'র্‌তে পার! তাহলে আর সে বীরপুরুষ হ'ল কোন্ গুণে! ধন্য, ধন্য!

পারিষদ্। কি আমি উৎকোচগ্রাহী?

পুণ্ডরীক। হাঁ, তুমি উৎকোচগ্রাহী, তুমি সেই পক্ষপাতী রাজার উৎকোচগ্রাহী রাজপারিষদ্!

রাহুদেব। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) কর্ণ পবিত্র হও, পবিত্র হও, মধুর রাজনিন্দা শ্রবণ কর।

কণ্ঠরুদ্র। মহাশয়! আমরা রাজার প্রজা, আমাদের সম্মুখে রাজনিন্দা ক'র্‌বেন না। বরাহ হত্যা ক'র্‌তে পারেন নাই ব'লে রাজনিন্দায় সে গাত্রদাহ শীতল হবে না।

পুণ্ডরীক। দেখ, এখনও ব'ল্‌ছি, আমি সকলকে সমুচিত শিক্ষা দান ক'র্‌ব।

রাহুদেব। তা ক'র্‌তে চাও ত মরা বরাহপাড়ায় যাও, সহজেই গায়ের জ্বালা মিটে যাবে।

পারিষদ্। কি ব'ল্‌ব যে আমি নিরস্ত্র, তা না হ'লে উদ্ধত যুবক, আমিই তোমায় শিক্ষাদান ক'র্‌তাম।

কণ্ঠরুদ্র। আমায় অনুমতি করুন, আমি ত নিরস্ত্র নই।

পারিষদ্। তাহ'লে মহারাজের অনুমতির অবমাননা করা হয়। এই যুবকের প্রকৃতি যে এতদূর নীচ, তা আগে জান্‌লে, আমি এ কার্য্যে অগ্রসর হ'তাম না, অথবা সশস্ত্র হ'য়ে আসতাম।

পুণ্ডরীক। তুমি কি অস্ত্র ধারণক্ষম ?

রাহুদেব। রাম বল, ও কুঅভ্যাস আমাদের নেই। আমাদের সিংহলে কারো নেই। সেই জন্য হে অস্ত্রশিক্ষা-গুরু, তুমি সিংহলে এসেছ! চল, তোমায় রাজদত্ত বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে দিচ্চি।

পুণ্ডরীক। তবে রে মূর্খ! এই তোর শাস্তি।

(আক্রমণ)।

পারিষদ্। কর কি, কর কি, উনি যে ব্রাহ্মণ!

(পুণ্ডরীকের অস্ত্রে আহত হইয়া পতন)

উঃ—নীচ সঙ্গের পরিণতি—এই কর্ম্মফলভোগ।

রাহুদেব। অঁ্যা, অঁ্যা—খুন্, খুন্—খুন্। (পতন)

কণ্ঠরুদ্র। ক'র্‌লি কি, ক'র্‌লি কি কাপুরুষ! নিরস্ত্র রাজপারিষদ্‌কে হত্যা ক'র্‌লি! নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে হত্যা ক'র্‌লি ? তবে প্রস্তুত হ! অপকর্ম্মের ফলভোগ কর্।

(আক্রমণ ও উভয়ের যুদ্ধ)

পুণ্ডরীক। উঃ, বালকের কি অদ্ভুত অস্ত্রশিক্ষা! উঃ, কি ক্ষিপ্র হস্ত!

কণ্ঠরুদ্র। পরাজয় স্বীকার কর্, নয় যুদ্ধ কর্। কৌশলে বিশ্রামের অবসর নিওনা। (আক্রমণ)

(আক্রমণ, পুণ্ডরীকের হস্ত হইতে অস্ত্র পতন)

কণ্ঠরুদ্র। এইবার বীর, এইবার, সহজে রাজসভায় যাবে, না বলপ্রয়োগ ক'র্‌তে হবে?

পুণ্ডরীক। সহজে! এ দুরাশা তোর ন্যায় বালকেই ক'র্‌তে পারে।

কণ্ঠরুদ্র। বটে—(বংশীবাদন)

কিরাতসৈন্যসহ সশস্ত্রা কিরাতরাণীর প্রবেশ।

সকলে। গীত

ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌, জুয়ান লোক সব, দুষমন্‌টাকে ধর।

(বংশীবাদন)

সৈন্যগণ। রাণীমায়িকো লেড়কা কি দুষমণ, ঝট্‌ পট্‌ সে মর্‌।

কণ্ঠরুদ্র। মা, মা!

কিরাতরাণী। কেঁওরে বাচ্ছা, তুহার আঙ্‌সে কৈ চোট লাগিয়েছে কি? দেখি, দেখি! (শরীর পরীক্ষা)

কণ্ঠরুদ্র। না মা, ও আঘাত ক'র্‌তে পারেনি। আমি যুদ্ধ ক'রে ওকে নিরস্ত্র ক'রেছি। ওকে আমাদের সিংহল-রাজার কাছে নিয়ে চল, ও এই দুটী নরহত্যা ক'রেছে, তার বিচার হবে।

কিরাতরাণী। তুই বাচ্ছা, ঘরকে বুসে যাবিনি?

কণ্ঠরুদ্র। না মা, এসে তোমার কোলে ব'স্‌ব! তুমি সৈন্যদিগে হুকুম দাও।

কিরাতরাণী। গীত

ঢুষমণি কি বক্‌সিস্ দেও, দড়া লাগায়ে বাঁধ্‌কে লেও,

কিরাতসৈন্যগণ। (বাঁধিয়া) চল্ রে বেইমান, চল্ রে বেইমান—

রাজ-দরবার বরাবর॥

[সকলের প্রস্থান।

(ঐকতান বাদন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিংহল—অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

ক্ষণা ও সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ। গীত

আয় "বৌ বৌ বৌ বৌ" খেলি ক্ষণা, তুই ঘোম্‌টায় ঢাক্‌লো মুখখানা।
এমন সোনার গায়ে চাই না নানা, হীরে মণি সোনাদানা॥
কেউ সাজাব বরণডালা, কেউ গাঁথ্‌ব ফুলের মালা,
(কেউ) শাঁখ্‌ বাজাব উলু দোব, কেউ বা দোব আলপনা॥
টোপর মাথায় বর এলে, তোকে বসাব বরের কোলে,
বরকে গান গাইতে ব'লে, (আমরাই) নাচ্‌ব গাইব যার যা জানা॥

ক্ষণা। আমি বিয়ে ক'র্‌ব না।

১ম সখী। বিয়ে ক'র্‌বি না, কেন?

ক্ষণা। বর বড় দুষ্টু যে!

১ম সখী। সব বর কি দুষ্টু হয়! তোর বর কণ্ঠরুদ্র ত দুষ্টু নয়।

ক্ষণা। হুঁ, তুই খুব জানিস্! সে একটা চোয়াড়!

১ম সখী। কেন সে কি তোকে ভয় দেখায়?

ক্ষণা। ভয় দেখাবে কেন, তাকে দেখ্‌লেই ভয় হয়। ঐ যে দেখ্‌না, আস্‌ছে, সারাদিনই আমার পেছনে পেছনে ঘোরে! একটু নিরিবিলি খেলা কর্‌বার যো নেই।

কণ্ঠরুদ্রের প্রবেশ।

কণ্ঠরুদ্র। রাজকন্তে, রাজকন্তে, আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালে কেন?

১ম সখী। তোমাকে দেখে যে, ও ভয় পায়!

২য় সখী। তুমি কি ওকে ভয় দেখাও?

কণ্ঠরুদ্র। ভয় দেখাব কেন? আমি ক্ষণাকে কত ভালবাসি! ওর খেলার সাথী হ'য়ে ওর সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে চাই।

১ম সখী। কি খেলা খেল্‌তে চাও, "বৌ বৌ" খেলায় কি বর সাজ্‌তে চাও?

কণ্ঠরুদ্র। তা চাই বৈ কি! আমি কি ক্ষণার বর নই, ক্ষণা কি অস্বীকার করে?

১ম সখী। অস্বীকার ক'র্‌বে কেন? তবে বর কাকে বলে, তা ও জানে না, ও ভাবে, বর বুঝি একটা বাঘ!

কণ্ঠরুদ্র। আমি কি একটা বাঘ। বাঘ যে বনে থাকে।

১ম সখী। তা তুমি ত ভাই, বুনোদেশেই থাক।

ক্ষণা। মেখলা, তুই কার সঙ্গে কথা ক'চ্চিস্? ওকে এখান থেকে যেতে বল্।

কণ্ঠরুদ্র। কেন রাজকন্যে, কেন রাজকন্যে! আমি তোমার কি ক'রেছি।

ক্ষণা। কি ক'রেছি! কেবল রাজকন্যে—রাজকন্যে! যেন আমার কোনও নাম নেই। একটু খেল্‌ছিলুম, তা যেন প্রাণে সইল না! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক কেন?

কণ্ঠরুদ্র। আমি যে তোমার বর! বর ক'নের কাছে থাক্‌বে না ত কার কাছে থাক্‌বে!

ক্ষণা। হুঁ, বর! বিয়ে হ'লে ত বর! আমি তোমার মত বরকে বিয়ে ক'র্‌ব না।

কণ্ঠরুদ্র। বিয়ে ক'র্‌তেই হবে, তুমি ব'ল্লে ত হবে না, আমি বরাহ মেরেছি!

ক্ষণা। বরা অমন বাঘেও মারে। তা ব'লে বাঘকে বিয়ে ক'র্‌তে হবে নাকি!

কণ্ঠরুদ্র। ক্ষণা, তুমি এত কথা কতদিন শিখেছ? আগে ত আমার সঙ্গে লজ্জায় কথাই কইতে না!

ক্ষণা। রক্ষা কর, তুমি এখান হ'তে যাও।

কণ্ঠরুদ্র। কেন, তোমার বর যাবে কেন! আমি যে তোমার বর।

ক্ষণা। ধ্যেৎ—আয়লো আয়।

[সখীসহ প্রস্থান।

কণ্ঠরুদ্র। ক্ষণা, যেয়ো না, যেয়ো না! একবার ফিরেও চাইলে না! মরি মরি—যেন শুক্লা পঞ্চমীর এক টুক্‌রো জ্যোৎস্না! কিন্তু যেন চ'লে গেল—বিদ্যুতের কণা! স্থির-ভাবে একবার নয়ন ভ'রে দেখ্‌তে দিলে না! এমন রূপময়ী বালিকার এত কঠোর প্রাণ! ভগবান্! এ সৃষ্টি কি তোমার! ভগবানের সৃষ্টির মিথ্যা দোষ দি কেন! দিবানিশি শতরসনা ক্ষণার শতগুণ কীর্ত্তন ক'র্‌ছে,—ক্ষণা দয়াময়ী, ক্ষণা স্নেহময়ী, ক্ষণা সরলা, ক্ষণা মধুরা! কিন্তু আমার কাছে ক্ষণা বজ্রশিলা মূর্ত্তিতে কেন? সত্য সত্যই কি ক্ষণা আমায় ঘৃণা করে! কেন ঘৃণার কারণ? আমি কি কুরূপ—কুৎসিৎ! আমি কি নির্গুণ-কাপুরুষ! কৈ, তা ত কেউ বলে না! রাজা ত আমায় প্রাণের তুল্য ভালবাসেন। আমায় ভাবীজামতা ভেবে কত স্নেহমমতা করেন! রাণীমারও তাই! যাই দেখিগে, ক্ষণা কোথায় গেল! সে ঘৃণা ক'রে করুক, কিন্তু আমার আশা—ঐ বালিকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

[প্রস্থান।

ক্ষণা ও মিহিরের প্রবেশ।

ক্ষণা। মিহির, তুমি বড় দুষ্ট্ !

মিহির। কেন ক্ষণা !

ক্ষণা। তুমি আমার কাছে থাক না !

মিহির। কেন তাতে কি হ'য়েছে ? কাছে না থাক্‌লে কি সে দুষ্ট্ হয় ?

ক্ষণা। দুষ্ট্ লোকই ত প্রাণে কষ্ট দেয় !

মিহির। আমি তোমায় কি কষ্ট দিলাম ক্ষণা !

ক্ষণা। কষ্ট নয় ! কেন মিহির, তুমি না কাছে থাক্‌লে আমার প্রাণ উড়্ উড়্ করে ! কিছুই ভাল লাগে না। তুমি যে খেলায় থাক না, সে খেলা আমার ভাল লাগে না। তুমি যে স্থানে থাক না, সে স্থান আমার ভাল লাগে না। কেন এমন হয় মিহির, তুমি আমার কে ?

মিহির। আমি তোমার খেলার সাথী।

ক্ষণা। সাথে থাক না, তবে কিসের সাথী ?

মিহির। সকল সময়ে কিরূপে তোমার সঙ্গে থাকি ক্ষণা ! আমায় যে অনেক পড়্‌তে হয়।

ক্ষনা। কেন আমিও ত পড়ি।

মিহির। ক্ষণা, সকলেই কি তোমার মত ? তোমার মত প্রতিভা ক'জনার ? তুমি একবার পড়ে যা ক'র্‌বে, আমি

যে দশবার প'ড়েও তার কিছুই ক'র্‌তে পারিনি! তুমি যে বালিকা-সরস্বতী—মূর্ত্তিমতী বিদ্যা।

ক্ষণা। ঐ জন্যই ত তোমায় বলি, তুমি দুষ্টু! মানুষ আবার সরস্বতী! তা বেশ, আমি যদি বিদ্যায় সরস্বতী, তাহ'লে ত তুমি জ্ঞানে নারায়ণ!

মিহির। হাঃ হাঃ হাঃ—ক্ষণা, কি কথা ব'ল্‌লে, তুমি যে নিজের কথায় নিজে ঠ'কেছ, নারায়ণ যে সরস্বতীর স্বামী!

ক্ষণা। তা স্বামী হ'লেই বা, তাতে ত সরস্বতীর নিন্দা নাই।

মিহির। না ক্ষণা, তোমায় ও কথা ব'ল্‌তে নাই।

ক্ষণা। কেন মিহির! যে কথা মনে আসে, সে কথা মুখে ব'ল্‌তে নাই কেন মিহির!

মিহির। বড় হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ক্ষণা। আমি বড় হ'তে চাইনি! তুমি আমি যেন এমনটীই থাকি।

মিহির। চল ক্ষণা, সাগরিকা ঐ অশোকতলায় দাঁড়িয়ে কি ক'র্‌ছে, আমরা ঐ আড়াল থেকে দেখিগে।

[প্রস্থান।

সাগরিকার প্রবেশ।

সাগরিকা। (পুষ্পগুচ্ছ লইয়া) গীত

বল্ গোলাপ! বল্ সই, তুই ফুট্‌বি কত দিনে?
সবুর যে আর সয় না অলির,তোর লো ফোটা বিনে॥
আসে পাশে সদা বুলে, কাঁদে কত ফুলে ফুলে।
মনের কথা বল্ খুলে, নে লো নে আপন চিনে॥

অদূরে কণ্ঠরুদ্রের প্রবেশ।

কণ্ঠরুদ্র। আজ বুঝ্‌লাম, আমায় দেখে ক্ষণার এত বিরক্তি কেন? ক্ষণা মিহিরকেই ভালবাসে! এতটুকু বালক-বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রণয়ের সঞ্চার! এ যে অস্বাভাবিক! তবে ভালবাস্‌তে পারে, কিন্তু এই ভালবাসা বয়োবৃদ্ধির সহিত যখন বদ্ধমূল হবে,তখন? কণ্ঠরুদ্র! সে কণ্টকের কথা ভাব্‌ছ কি? মিহির কি আমাপেক্ষা এত অধিক রূপবান্! তাই ক্ষণা তার রূপে মুগ্ধ! না না অসহ্য—অসহ্য! এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। আমার ভাবী অঙ্কলক্ষ্মী আমায় বিমুখী হ'য়ে অন্যের সঙ্গে হৃদয় ঢেলে আনন্দে মগ্ন হবে, এ দৃশ্য দেখ্‌তে পার্‌ব না! মিহির,সাবধান! আমার ভবিষ্য সুখ-পথের কণ্টক হ'য়ো না! তুমি জান যে, ক্ষণা আমার কে? ক্ষণার জন্য আমি শতবার জীবন ত্যাগ ক'র্‌তে পারি, আর

শত শত জীবন হেলায় ধ্বংস ক'র্‌তে পারি। আজ তোমায় ক্ষমা ক'রে চ'ল্‌লাম! তুমি আরও জেন, পরদ্রব্য লোভে মহাপাপ!

[প্রস্থান।

প্রথম সখীর প্রবেশ।

১ম সখী। ক্ষণা, ক্ষণা, কণ্ঠরুদ্রের সঙ্গে কি কোনও ঝগ্‌ড়া ক'রেছ?

ক্ষণা। কেন মেখলা, তার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কখন ক'র্‌তে গেলাম। সেই তখন বৈ ত আর তাকে দেখিনি। সে তোমায় কি ব'লেছে?

১ম সখী। আমায় কিছু বলেনি, এই এখনি সে বড় চাঁপা গাছটার পাশ দিয়ে হাত পা নেড়ে, মুখে তোমার আর মিহিরের নাম নিয়ে কত রাগের কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে চ'লে যাচ্চে! তাই আমি মনে ক'র্‌লাম, তার সঙ্গে তোমার কিছু বুঝি হ'য়েছে।

মিহির। এই এখনই তাকে দেখ্‌লে? কৈ সে ত এদিকে আসেনি! তবে কি দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনকে দেখেছে!

ক্ষণা। দেখে থাকে ব'য়ে গেল! আমি তাকে ভয় ক'রিনি! সে অতি ইতর! আমরা খেলা ক'র্‌ব, ভাব্‌ব,

গাইব, নাচ্‌ব, যা খুসি তাই ক'র্‌ব, সে দূরে থেকে কেন তা দেখ্‌বে! আমি আজি বাবাকে ব'ল্‌ব, সে ইতর যেন আমার ত্রিসীমানায় না আসে! আমি এখনি বাবার কাছে যাচ্চি।

মিহির। না ক্ষণা, মহারাজকে ব'ল না, তাহ'লে কণ্ঠরুদ্র আরও আমাদের উপর রাগ ক'র্‌বে। জান ত সে বড় দুর্দ্দান্ত!

ক্ষণা। তা ব'লে কি তাকে ভয় ক'র্‌তে হবে? অন্ন-দাসকে ভয় ক'র্‌তে হবে? সে ত একটা বুনো কিরাতের ছেলে। না মিহির, তুমি ভয় খেয়োনা, আমি এখনি ফিরে আস্‌ছি। আয় মেখলা!

[মেখলা সহ প্রস্থান।

মিহির। কেন বালিকা আমায় ভালবাসে! আর আমিই বা কেন বালিকাকে ভালবাসি? তাতে আমাতে কত প্রভেদ! সে সিংহলরাজের একমাত্র কন্যা, রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিণী, আর আমি অজ্ঞাত কুলশীল—তার পিতার পালিত পুত্র—অনুগ্রহপুষ্ট! তবে সে কেন আমায় ভালবাসে! আমি কেন তাকে ভালবাসি!

ধীরে ধীরে শৃঙ্গমালীর প্রবেশ।

শৃঙ্গমালী। (স্বগত) এই যে সেই পঞ্চমীর শশিকলা,

রূপসরসীর অর্দ্ধস্ফুট সৌন্দর্য্য-কমল-কোরক, অথবা মেঘচ্যুত বিদ্যুতখণ্ড! এই যে সেই ভাই বরাহের ভ্রমভ্রষ্ট পুণ্য-পুত্তলিকা—আমার নয়নের অমৃতরাশি! এত দিন দূরে দূরে দেখ্‌তাম, আজ আর লোভ সম্বরণ ক'র্‌তে পার্‌ছি না, অজ্ঞাতসারে সম্মুখে পদ প্রসারিত হ'চ্চে!

মিহির। আপনি কে, নিকটে আসুন না। প্রতিদিন রাজপথ-ভ্রমণের সময় আপনাকে দেখ্‌তে পাই, আপনি আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, একদিনও মুখ ফুটে কোনও কথা বলেন না,আমারও আপনার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা হয়; মনে হয়, আপনি যেন আমার কত আপনার! আজ আপনাকে নির্জ্জনে পেয়েছি, আসুন। (হস্ত ধারণ)

শৃঙ্গমালী। বাবা, আমার একটী বন্ধুপুত্র ছিল, ঠিক তোমারই মত! যেন তুমিই। বন্ধু আমার কর্ম্মফলে অসময়ে তাকে হারিয়েছে! আমিও হারিয়েছি। বন্ধু আমার, রাজকর্ম্ম, সংসার-ধর্ম্ম সম্বল ক'রে আছে, সে তাই নিয়ে ভুলে আছে, আমি ভুলতে পারিনি, হৃদয়ের সে শূন্য স্থান পূর্ণ ক'র্‌তে আজ ষোড়শ বৎসর পথে পথে ভ্রমণ ক'র্‌ছি। তোমায় দেখে মনে হয়, তুমি যেন আমাদের সে হারানিধি, কিন্তু তুমি রাজপুত্র, তাই সংকোচে তোমার নিকট অগ্রসর হই না। (রোদন)

মিহির। (অশ্রু মুছাইয়া) বাবা, রোদন ক'র্‌বেন

না, আমি শুনেছি, আমি রাজপুত্র নই! সে কথা অনেক—আসুন, অন্যত্র নির্জ্জনে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী—বরাহের বাটী।

উন্মনস্কভাবে বরাহের প্রবেশ।

বরাহ। গ্রহে গ্রহে তুমুল সংগ্রাম লেগেছে! রাহু, শনি, কেতু, যত পাপগ্রহ কেউ তুঙ্গে—কেউ কেন্দ্রে—কেউ লগ্নের অধিপতি হ'য়ে স্ব স্ব বক্র বিক্রম প্রকাশ ক'রছে! ঐ যে কৃশ দীর্ঘতনু ছায়াপুত্র শনৈশ্চর হাসছেন! ঐ যে মহা ভয়ঙ্কর অর্দ্ধবপু চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দনকারী রাহু! ঐ যে রুদ্রাত্মজ ক্রূর পলাশ ধূম্রবরণ কেতু! বেশ, বেশ, সব নৃত্য ক'রছে! কর' কর'—বরাহ তোমাদেরই নৃত্য দেখ্‌তে চায়! "প্রণম্য ভাস্করং দেবং জগদাত্মানমীশ্বরং"! প্রণাম করি, হে গ্রহরাজ দিবাকর! তুমি আমার সাক্ষাৎ দেবতা! তোমায় প্রণাম করি! না, না, আর অধৈর্য্য হব' না! পাঠ করি—অনুশীলন চাই—সফল

জ্যোতিষশাস্ত্র না অনুশীলন ক'র্‌লে চল্‌বে কেন।
(পুঁথি বাহির করিয়া পাঠ)

কৃতে তু মানবং শাস্ত্রং ত্রেতায়াং বাদরায়ণঃ ।
গার্গীয়ং দ্বাপরে প্রোক্তং কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥

কে গৃহিণি ! রেবা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ! আমি নয়, আমি নয়, আমি তোমার সন্তান হত্যা করিনি, এই জ্যোতিষ-শাস্ত্র ! এই জ্যোতিষ শাস্ত্র ! এ ব'ল্‌ছে আমি ব্রাহ্মণ, আমার নিকট শপথ ক'রে ব'ল্‌ছে, আমি তার নিহন্তা নয় ! নিয়তি—নিয়তি ! না না, যত সব পাপ গ্রহ একত্রে মিশে এই মহানর্থ সাধন ক'রেছে ! ঐ দেখ্‌ছ না, চোর মনোমত রত্ন অপহরণ ক'রে কেমন উৎফুল্ল ! না, না, কি ভ্রম—পাঠ করি—

নমস্তস্মৈ ভগবতে লোকরূপায় সর্ব্বদা,
পরমানন্দকন্দায় গুরবেহজ্ঞানধ্বংসিনে ॥

(সতৃষ্ণে দৃষ্টিপাত)

রেবার প্রবেশ ।

রেবা। আমার অদৃষ্টফল গণনা ক'রে তোমার জ্যোতিষ কি ব'লেছিল ? আজ আর একবার বল। ওকি, আমার মুখের পানে চেয়ে কি দেখ্‌ছ, সে কথা মনে পড়ে না কি ?

বরাহ। কে রেবা, তুমি—

রেবা। হাঁ, অভাগিনী রেবা আমি।

বরাহ। অভাগিনী বৈ কি! হতভাগ্যের পত্নী কোথায় ভাগ্যবতী হ'য়ে থাকে সতি!

রেবা। তুমি হতভাগ্য হবে কেন! নবরত্নের শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল রত্ন—বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত তুমি, তুমি হতভাগ্য হবে কেন? মৃতবৎসা অপুত্রকা রমণী আমি—আমি হতভাগিনী।

বরাহ। পুত্রহীনতাই যদি দুর্ভাগ্যের মূল হয়, তাহ'লে আমিও ত দুর্ভাগা—পুত্রহীন!

রেবা। আজ ব'লছ পুত্রহীন, কিন্তু তুমিই আর একদিন জ্যোতিষ গণনা ক'রে ব'লে ছিলে যে, আমাদের জগৎশ্রেষ্ঠ পিতৃমাতৃভক্ত চক্রবর্ত্তী পুত্র হবে। তবে আজ আবার ব'লছ কেন—আমরা পুত্রহীন? তোমার কোন্ কথা সত্য?

বরাহ। আমার দুই কথাই সত্য! সৎপুত্র লাভ আমাদের অদৃষ্টফল, আর সেই অদৃষ্টফললব্ধ সৎপুত্রে বঞ্চিত হওয়া আমাদের পাপগ্রহের ফল!

রেবা। তুমি কি নষ্টভ্রূণকে সৎপুত্র ব'লতে চাও?

বরাহ। নষ্টভ্রূণ! কার? কবে ভ্রূণ নষ্ট হ'য়েছে? হ'তেই পারে না, আমার জ্যোতিষ তা বিশ্বাস করে না। হাঁ, একদিন বটে! যে দিন আমি সব হারিয়েছি! প্রাণের

বন্ধ শৃঙ্খমালীকে পর্য্যন্ত হারিয়েছি! সে ভ্রূণ নয়, সে ভ্রূণ নয় রেবা, তুমি ভুল বুঝেছ, সে পাপগ্রহ! গ্রহফলে স্বপ্নের মত সে সব ঘটনা ঘটে গেছে! ভুলে যাও, ভুলে যাও!

রেবা! ভুল্‌তে পারি কৈ? তোমারই মুখের অভ্রান্ত বচন শুনেছিলাম যে, আমরা সৎপুত্রের জনক-জননী হ'ব, সবই হ'ল; আবার স্বপ্নের মত সবই চলে গেল? কোনটা সত্য? বল প্রভো! বল অভ্রান্ত গণক! তোমার কোন্‌টা সত্য, তোমার গণনা সত্য, না কুগ্রহ সত্য? কুগ্রহের শান্তি কি তোমার জ্যোতিষশাস্ত্রে ছিল না?

বরাহ। ছিল, ছিল, সব ছিল, জ্যোতিষে আবার নাই কি? সব ছিল, এখনও সব আছে, কিন্তু আমি জ্যোতিষের গৌরব নষ্ট ক'র্‌ব কেন? গ্রহগতির বিরুদ্ধে যাব কেন? তাই তুমি সন্দেহে পড়্‌ছ।

রেবা। তা হ'লে বল যে, অদৃষ্টফল গ্রহশক্তির নিকট পরাজিত!

বরাহ। নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথায় আবার সন্দেহ আছে! গ্রহে সব ক'র্‌তে পারে, গ্রহে সব কর্‌তে পারে!

সুবেদিতার প্রবেশ।

সুবেদিতা। আর রাতদিন বাপু—"গের' গের" ভাল লাগে না। আমি যা বলি, আমার কথা শোন্‌, সকল দিক্‌

বজায় থাকুক, আমার কথা রাখ, বাপের বংশ রক্ষা হ'ক।

রেবা। আপনার কি অভিপ্রায় দিদি! আপনার কথা রক্ষা হবে না কেন?

সুবেদিতা। আমি বলি কি—বৌ, মনে দুঃখ ক'র না, তোমার যখন অমন হ'ল—আর আশা-ভরসাও দেখ্‌ছিনি, তখন বরাহ একটা বিয়ে ক'রুক, তবু বাপের বংশ রক্ষা হবে, পিতৃপুরুষ জলপিণ্ড পাবে। কি বল বৌ!

রেবা। তা বেশ ত দিদি, এ অসাধ কার? আমার শ্বশুরের বংশ রক্ষে হবে, অন্ধকার পুরী ছেলেমেয়ের চাঁদমুখের আলোকে উজ্জ্বল হবে, এ অসাধ কার দিদি। কেন পণ্ডিতের কি তাতে মত নাই? আমি এখন চল্লাম। তুমি মত করাও দিদি!

[প্রস্থান।

সুবেদিতা। কি রে, বোয়ের ত মত শুন্‌লি? এখন তোর কি মত বল্ দেখি!

বরাহ। তোমাকে ব্যবস্থা দিতে হবে? ভাল একটু অপেক্ষা কর, আমার জ্যোতিষশাস্ত্রে কি বলে দেখি! লগ্নাধিপ কেতু, সিংহ, কন্যা, কর্কট রাশিগুলো—যেন কেমন গোল্‌মেলে। উঁ হুঁ হ'ল না, দিদি হ'ল না; আমার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ নাই! আমি একপত্নীক!

সুবেদিতা। তোর জ্যোতিষের মুখে আগুন, কৈ আমি মেয়ে দেখে আনি, আর তুই বিয়ে কর দেখি, তোর জ্যোতিষ কত সেপাই, সৈন্যি, ঢাল তরয়াল এনে রক্ষা ক'র্‌তে পারে, ক'রুক দেখি?

বরাহ। দিদি, তুমি স্ত্রীলোক, তাই তুমি অল্প বুদ্ধিতে জ্যোতিষের গৌরব নষ্ট ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছ! আমার সাধ্য কি যে আমি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করি! শত শত প্রবল বিঘ্ন-বাধা তোমার সহস্র চেষ্টা-যত্নকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিবে! দিদি, জগতে যত কিছু দেখ', সবি স্বপ্ন, সবি ছায়া, সবি মিথ্যা! সত্য কেবল এক—এক জ্যোতিষশাস্ত্র!

দশচক্রের প্রবেশ।

দশচক্র। সত্যমেব জয়তে! ভুল—ভুল—শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, নারায়ণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কার্ত্তিক গণেশ, সিংহ, অসুর, কলাবৌ, ষষ্ঠি, মাকাল, শীতলা, ওলাঠাকুরুণ, সবি ভুল! সত্য, সত্য, একমাত্র সত্য,—সেই জগজ্জয়ী জ্যোতির্বিদ্যা! তা না হ'লে কি আমি পরম জ্যোতির্ব্বিশারদ মহাপুরুষ বরাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ধন্য হ'য়েছি! গুরুদেব! আমার প্রণাম গ্রহণ ক'রুন। (প্রণাম) দিদি, জ্যোতিষশাস্ত্রের অবমাননা ক'র না, এই গৃহই তোমাদের পরম দেবতা জ্যোতিষশাস্ত্রের একমাত্র শ্রেষ্ঠ মন্দির! এখানে

ব'সে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে কোনও কথা কওয়া চলে না!

সুবেদিতা। তুই কে রা, মর্ মিন্‌সে, বলা নেই, কওয়া নেই, যখন তখন বাড়ীর ভিতর এসে ষাঁড়ের মত গাঁ গাঁ চীৎকার ক'রে লোকের মাথা ধরিয়ে দিস্! একে ও হতভাগাটা জ্যোতিষের পাগল, তার উপর তুই এসে ওর মাথাটা একেবারে বিগ্‌ড়ে দিয়ে যাস্, কেন বল্ ত! তুই জ্যোতিষের কি জানিস বল্ ত মূর্খ!

দশচক্র। কে ব'ল্‌ছে জানি দিদি, জানি না ব'লেই ত এই মহাপুরুষের চরণে শরণ নিয়েছি। আরও দিদি, একটা কথা, তোমরাই যদি জ্যোতিষকে অবিশ্বাস কর, তাহ'লে অন্য লোকে মান্‌বে কেন! কি বলেন গুরুদেব! আমি বলি, জ্যোতিষকে সত্য বিশ্বাস ক'রে সব ত্যাগ কর, বিছনা ত্যাগ কর, বালিশ ত্যাগ কর, মাছ-মাংস ত্যাগ কর, হাঁড়ি-মাল্‌সা ত্যাগ কর,লোক—লৌকিকতা, সম্বন্ধ-সামাজিকতা, বাপ-মা-ভাই-বন্ধু-ছেলেপিলে-টাকাকড়ি কত ব'ল্‌ব, সব ত্যাগ কর। সব মিথ্যা, একমাত্র জ্যোতিষ সত্য! এই জ্যোতিষের সাধনা কর, উপাসনা—ভজনা কর, গাহনা কর, সব পাবে, রাংতা ধ'র্‌লে সোনা পাবে।

সুবেদিতা। হা ভগবান, এ বাতশ্লেষ্মার সঙ্গে আবার সন্নিপাত জুটোলে! ছিল পিলে, এলো যকৃত! হা ভগবান!

দশচক্র। দিদি, ভগবান, ভগবান্ ক'র্ না! ভগবান্‌টা কে! সবিই জ্যোতিষ! আমি দশচক্র, আমি বুক ঠুকে ব'ল্‌ছি, ভগবান্ একটা ভূত!

সুবেদিতা। দূর অভাগার পুত, তুই ভূত! গোদের উপর বিষ ফোঁড়া, পাগলের ঘাড়ে আবার ভূত! বলি, ছোঁড়া, তুই বাড়ী থেকে বেরুবি কি না, বল্ দেখি?

বরাহ। দিদি, অভ্যাগতকে দুর্ব্বাক্য ব'ল না!

সুবেদিতা। ও, এতদূর, থাক্, তুই তোর অভ্যাগতকে নিয়ে! হা ভগবান্, তোমার মনে এও ছিল। বাপের বংশ লোপ হল, যত নষ্ট দুষ্টু কুসঙ্গ এসে জুট্‌ল! যা গতিক দেখ্‌চি, এ সংসারে আর ভদ্রস্থ নেই! আমাকে তাও দেখ্‌তে হবে! মাগো! এজন্যই কি আমাকে ভুগ্‌তে রেখে তোমরা আগে চ'লে গেছ? আমি কেন আগে মরিনি মা!

[সরোদনে প্রস্থান।

বরাহ। বৎস! বড় অন্যায় ক'রেছ, ব্রাহ্মণের গৃহে ভগবানের নিন্দায় মহাপাপ!

দশচক্র। প্রভু, তুমিও ভ্রান্ত হ'লে? তুমিও কি ভগবান্‌কে বিশ্বাস কর! তাহ'লে তোমার জ্যোতিষে বিশ্বাস কোথা? একটা ধর, হয় জ্যোতিষ, নয় ভগবান্! বলি প্রভু ভগবান্‌কে বা ভগবানের কোন একটু কিছু কখন দেখেছ?

বলে, রতন মঞ্জীর গুঞ্জরে পায়! বলি, কখন কি তার কিছু কোনও ঝুন্ ঝুনোনি শুন্‌তে পেয়েছ ? বলে, বিনোদ গলে বিনোদ মালা বিনোদ বিনোদ দোলে! বলি, সে মালার কোন একটু গন্ধ কখন কি পেয়েছ? বলে, বংশী বাজে মন মাঝে কি বন মাঝে! আচ্ছা বলি ঠাকুর, বনে কি মনে, ভাগাড়ে কি আঁস্তাকুড়ে, কোনও দিন কোন কিছু আওয়াজ পেয়েছ কি? যত গোঁড়াবেটা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একটা ভূতকে ভগবান সাজিয়ে এনে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়েছে! আর জ্যোতিষ দেখ', হাতে হাতে ফল! তুমি যদি ঠাকুর, সেই জ্যোতিষে অবিশ্বাস ক'রে ভগবান্ ভজ, তাহ'লে—সে পাপের পাপী কে হবে! জ্যোতিষ—জ্যোতিষ-শাস্ত্র ত আজি লোপ পাবে!

বরাহ। জ্যোতিষ মিথ্যা হবে! আমা হ'তে সত্য জ্যোতিষ লোপ পাবে? সত্য—সত্য—সত্য এক অখণ্ড সত্য, সে সত্য বিভিন্ন হবে কেন? তথন ভগবান্ মিথ্যা, দশচক্র, ভগবান্ মিথ্যা, ভগবান্ মিথ্যা।

[বেগে ক্ষিপ্তবৎ প্রস্থান।

দশচক্র। তবে ভগবান, তুমি না কি দশচক্রে ভূত সাজ্‌বে না! এইত ভূত বানিয়েছি!

[প্রস্থান।

বেতালের প্রবেশ।

গীত

বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী লীলাময়ী মা আমার।
কোথা তারা ব্রহ্মময়ী একি মা লীলা তোমার॥
জীবের প্রসূতি মাকে, জীবে "মা মা" ব'লে ডাকে,
তুমি যে জগদম্বিকে, (তোমায়) ডাকে না ক একবার।
এ লীলা তোমারি শ্যামা, ভ্রান্তি আঁধার ঘুচিয়ে দে মা,
জীবে চিন্মুক তুই পরমা, কে তোর উপমা সংসারে—
আর জড়াস্ না কর্ম্মজালে, আমরা যে হই অবোধ ছেলে,
তুলে নে মা স্নেহের কোলে, এ খেলা মা খেলিসনে আর॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কর্ণাট-রাজমন্ত্রণাগার।

কর্ণাটরাজ ও রাজদূত আসীন।

রাজদূত। উদ্দেশ পেয়েছি রাজা, অন্যায় বিচারে—
পুত্র তব সিংহলের রাজকারাগারে
আছে বন্দী—তুচ্ছ অপরাধে।

কর্ণাটরাজ। পুণ্ডরীক বন্দী!

রাজদূত। কর্ণাটের রাজপুত্র রাজবংশধর—
কর্ণাটের রাজকণ্ঠহার—
কর্ণাটের ভবিষ্য-ভরসা—
বীরকুলচূড়ামণি মহাবীর পুণ্ডরীক আজ,
সিংহলের রাজকারাগারে।

কর্ণাটরাজ। কহ দূত! অপরাধ কিবা তার?
চৌর্য্য কিম্বা ব্যভিচার কোন দোষে দণ্ড তার?
কোন্ অপরাধ প্রতি
সিংহলভূপতি করিলেন হেন ঘৃণিত বিচার!
পুণ্ডরীক বন্দী!

রাজদূত। হে রাজন্! শোন বিবরণ,
সিংহল প্রদেশে আসে এক দুর্দ্দান্ত বরাহ
অহরহ করে অত্যাচার রাজ্যবাসী প্রতি!
তাই সে ভূপতি, ক'রেছিল পণ
যে জন নিধন করিবে বরাহ,
তার সহ দিবেন বিবাহ
একমাত্র তনয়ারে তাঁর।
তাই সে কুমার কর্ণাটের গৌরব বর্দ্ধনে,
রাখিয়ে গোপনে নিজ পরিচয়—
নিল জয় বরাহ নিধনে।

কিন্তু রাজা না করি বিশ্বাস,
করি পক্ষপাত অপরে করিল জয়মালা দান,
কুমারের ভাগ্য-পরিণাম—রাজকারাগারে !

কর্ণাটরাজ। দূত ! কি অদ্ভুত সিংহলের রাজার বিচার !
সত্য যদি তাঁর না হ'ল প্রত্যয়,
তবে পরিচয় কেন না নিল দোষীর !
হইত বাহির সত্য যাহা,
কর্ণাটের রাজপুত্র কভু মিথ্যাবাদী নয়।

রাজদূত। আর' ইতিহাস শোন মহারাজ !
স্মরি আজ' শিহরে হৃদয় !
যবে বন্দী হয় বীররাজা, পুত্র তব বীরচূড়ামণি—
শুনি সিংহল-বাহিনী
নারে তাঁরে বন্দী করিবারে !
একামাত্র বীর শত শত যোধ নাশে !
শেষে—তব প্রতিদ্বন্দ্বী কৈয়ুড়ের কিরাত-ঈশ্বরী,
করিয়া চাতুরী আসি অতর্কিতে—
পশ্চাৎ হইতে বাঁধিল শৃঙ্খলে বীরে,
পরে সিংহলের রাজ-করে করিল অর্পণ !

কর্ণাটরাজ। হায় পুত্র, নিঃসহায় পথিকের সম,
প্রবাসের দূরপথে নৃশংস দস্যুর হাতে—
আজি লাঞ্ছিত পীড়িত তুমি ! কর্ণাটের রাজবংশধর,

আজি সিংহলের কারাগারে !
মর্ম্ম-জ্বালা বহ্নি-শিখা সম দহে মম সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়ে,
বিঘূর্ণিত হ'তেছে মস্তক — হ'য়ে পুত্রের জনক,
কেমনে সহিব পুত্র-অপমান !
যাক্ প্রাণ, যাক্ রাজ্য-ঐশ্বর্য্য-বিভব !
সম্পদ দুদিন তরে কিন্তু সম্ভ্রম না পাব ফিরে,
সম্ভ্রমের তরে সব, আরে আরে—
দাঁওড় রাজ্যের রাণি, রাক্ষসি, বেদিনি !
জানি জানি চিরদিন তোর আচরণ,
ক'রিলি সাধন চির বৈর এই যোগে,
মিলি আজ নিজ সম নীচ সহ।
আরে আরে ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী শৃগাল-শৃগালি,
দোঁহে মিলি ভাবিয়াছ কর্ণাট-সিংহেরে—
এই ভাবে বাধ্য ক'রে—
করদ কলঙ্ক নাম করি দূর হইবে স্বাধীন !
আরে ক্ষীণ পিপীলিকা, জন্মিয়াছে পক্ষ তোর—
মরিবার হেতু ! কি ভাবিছ দূত !
যাও পুনঃ সিংহলে ফিরিয়া—
বল গিয়া, বন্দী পুণ্ডরীক নহে পথের পথিক,
কর্ণাটের রাজবংশধর, তোমাদের' রাজেশ্বর !
সসম্মানে মুক্তি দানি সেই বীরবরে,

দাসীরূপে কন্যা করি দান,
প্রদানিবে কর্ণাট-ঈশ্বরে ;
অন্যথায় জানিবে নিশ্চয়,
সিংহল-কেয়ুড় ডুবে যাবে রক্ত-সিন্ধুর সলিলে !

[প্রস্থান।

রাজদূত। কে বলে বিধাতা মঙ্গলময় নয় ! যেরূপ ঘটনা-পরম্পরার সংযোগ হ'চ্চে, তাতে বোধ হয়, রাজ্যলোভী ভ্রাতৃহত্যাকারী বর্ত্তমান কর্ণাটরাজ স্বকর্ম্মফল ভোগ ক'রবেন ! উঃ, সে স্মৃতি যে যায় না ! সর্ব্বংসহ ভগবান্ যে এতদিন সহ্য ক'রে আছেন, এই আশ্চর্য্য ! যে দিন একটী প্রকৃত রাজভক্ত অনুচরের সাহায্যে সেই পিতৃহীন পঞ্চম বর্ষীয় রাজকুমার এই কর্ণাটরাজ্য ত্যাগ ক'রে যান্, সেই দিন তাঁর সেই অশ্রুপ্লাবিত দীন মুখচ্ছবি মনে হ'লে এখনও বুক ফেটে যায় ! ভগবান্, তুমিই ধন্য !

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী—শৃঙ্গমালীর বাটীর বহির্ভাগ।

শ্রীধর বিগ্রহ-মন্দির।

আরাধিতা যোড়করে উপবিষ্টা।

বৈষ্ণবগণ দণ্ডায়মান।

বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তন।

জয় শ্রীধর বংশীধর হরি গিরিধারী।
জয় মাধব মধুসূদন শ্রীনন্দ-নন্দন মুকুন্দ মুরারি।
এস এস গোলোকেশ হৃষিকেশ সনাতন,
এস দুঃখহর দামোদর দানবদলদলন,
এস দর্পীদর্পহারী গোলোক-বিহারী ব্রজেশ্বর ভক্তহৃদিচারী।
(এস হে দীনের বন্ধু কৃপাসিন্ধু, একবার এস হে)
এস এস নটবর কিশোর সুন্দর শ্যাম,
এস পীতাম্বর মনোহর ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠাম,
এস গোপিকা-রঞ্জন কলুষভঞ্জন নিরঞ্জন কালভয়হারী।
(এস হে একবার অধমতারণ, একবার এস হে)

[শ্রীধরকে প্রণাম ও প্রস্থান।

আরাধিতা। বাবা শ্রীধর! কি তোমার মধুর নাম-

মাহাত্ম্য। যখনি শুনি, তখনি নূতন! তখনি যেন কি অমৃতের ধারা কর্ণপথে মর্ম্মস্থলে প্রবেশ ক'রে প্রাণ পুলকিত ক'রে তুলে! ত্রিবিশ্বের ত্রিতাপ যেন কমনে চ'লে যায়! আপনাকে আপনি হারিয়ে ফেলি! বাবা শ্রীধর! আজ তোমার ছোট ভাই বালক চন্দ্রালোক কোথায়! পাষাণী মা যে আমি তার—তাকে ভিক্ষায় পাঠিয়ে ছিলাম! সে কি ভিক্ষা ক'র্‌তে জানে? হয় ত কারো পথের ধারে কত কাঁদ্‌ছে, হয় ত কারো নিষ্ঠুর ব্যবহারে দুখের বালক আমার, আমার প্রতি অভিমান ক'রে কোথাও ব'সে আছে! সেই যে বড় সুন্দর মূর্ত্তি—বড় মধুরভাষী ছেলেটী আমায় মা ব'লে মায়ায় মুগ্ধ ক'রে খাইয়ে গেল, তার কথা কি মিথ্যা হ'তে পারে! তা ব'লে ত আমার বিশ্বাস হয় না! এমন সুন্দর মুখ ত কখন কোন বালকের দেখিনি! আহা, সে কাদের ছেলে! তার মা কি ভাগ্যবতী! ঐ মধুর "মা মা" ডাক ত প্রতিদিন শুনি, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য যেন সে আমায় আমার চন্দ্রালোককে ভুলিয়ে দিয়ে গেল!

শ্রীধর সহ চন্দ্রালোকের প্রবেশ।

শ্রীধর। গীত

ওমা মায়ারাণি! তোর স্নেহের পুতুল এই দেখ্ এনেছি।
ওমা, ভেয়ের কি যে ভালবাসা, তা দুভাই জেনেছি॥

বুকে নে মা বুকের ধনে, (ও যে) তোমায় কেবল ভাবে মনে,
আমায় চায় না তোমা বিনে আমি দেখে নিয়েছি ॥
তুমি পেলে আপন ছেলে, আমি এখন যাই মা চ'লে,
ভাল লাগ্‌বে কেন পরের ছেলে, আমি অনেক দেখেছি ॥

আরাধিতা। দুষ্টু ছেলে! আমি তোমায় চিনেছি, তুমি পরের ছেলে! তা ত নয়, তুমি আমার আগের ছেলে, চন্দ্রালোক আমার পরের ছেলে! তাই বুঝি "মা মা" ব'লে আমায় ভুলিয়ে থাইয়ে শেষে পরের ছেলে হ'য়ে পালিয়ে যাবে? দুষ্টু—নিষ্ঠুর! এখন এস দেখি, দুটী ভাই আমার কোলে ব'সে আমার বুকের দারুণ জ্বালা জুড়িয়ে দাও দেখি!

চন্দ্রালোক। মা, এ দাদা কে বল দেখি? এর নামটী জান কি?

আরাধিতা। ঐ যা, ও আমায় এমন ভুলিয়েছে যে, আমি ওর নামটী জিজ্ঞাসা ক'র্‌বারও অবসর পাইনি।

শ্রীধর। কেন মা, আমি তোমার মায়ায় ভুলবো! তুমি যে আমায় মায়ায় ভুলিয়েছ! সে কি—আমার নাম—জান না?

আরাধিতা। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) দুষ্টু যাদুকর! আর আমায় যাদুমন্ত্রে ভুলাস্‌নে! সত্যি ক'রে বল্‌ বাবা, তোর নামটী কি? মায়ের কাছে দুষ্টুমি ক'রিস্‌নি।

শ্রীধর। মা—মা—আমার নাম শ্রীধর।

আরাধিতা। শ্রীধর, শ্রীধর! তুই শ্রীধর!

শ্রীধর। কেন মা, আশ্চর্য্য হ'চ্চ?

আরাধিতা। ওরে ওরে, শ্রীধর যে আমাদের গৃহ-দেবতার নাম!

শ্রীধর। তাতে আর কি হ'য়েছে! দেবতার নামে কি মানুষের নাম থাকতে নেই? এই যে হরি, নারায়ণ, শিব, কার্ত্তিক, দুর্গা, কালী ব'লে মানুষের কত নাম আছে! তা যদি তোমার দেবতার নামে আমার নাম হ'লে কোন দোষ হয়, তাহ'লে আমায় নয় বিশ্রীধর ব'লে ডেকো।

চন্দ্রালোক। এমন মধুর সুন্দর মনোহর শ্রীধর তুমি, তুমি বিশ্রীধর হবে কেন দাদা!

আরাধিতা। মায়াবি! মায়াবি! ধরা দিবে না! কিন্তু আমি যে ধ'রেছি! আমায় ভুলাবে কেমন ক'রে? নারায়ণ! মঙ্গলময়! আমি আজ সরলপ্রাণে তোমার কাছে প্রার্থনা ক'র্‌ছি, আজ হ'তে আমায় শতসহস্র বিপদতরঙ্গময় দুঃখ-সমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবিয়ে রাখ'! আমার আর তোমার কাছে অন্য প্রার্থনা নাই।

শ্রীধর। কেন মা, বিপদ ডাক্‌ছ!

আরাধিতা। বিপদে যে তোমায় পেয়েছি শ্রীধর! বিপদ না হ'লে কি বাবা, তোমার মত সংসারদুর্লভ রত্ন এসে এ অভাগিনীকে এমন মধুর বোলে "মা মা" ব'লে ডাকৃত!

শ্রীধর। যাও, "অভাগিনী অভাগিনী" ব'ল না, আমার মা অভাগিনী হবে কেন?

আরাধিতা। না বাবা, অভাগিনী না হ'লে তোমার মা হবে কেন?

শ্রীধর। না মা, আমার মা অভাগিনী নয়, আমার মা রাজরাণী! রাজেশ্বরী! ভাগ্যবতী! ভগবতী!

আরাধিতা। তা বাবা, তুমি যেমন ছেলে, তা তুমি ভাগ্যবতী ভগবতীর পুত্রই বটে! কিন্তু বাবা, আমি ত তোমার আপন মা নই!

শ্রীধর। হাঁ মা, তুমিই আমার আপন মা, তুমি মা ভিন্ন আমার আর অপর মা নেই।

আরাধিতা। তবে বাবা, আমি নারীর প্রধান ভাগ্যে ভাগ্যবতী নই কেন?

শ্রীধর। এই জন্য মা, তুমি আপনাকে অভাগিনী ব'লছিলে? হাঁ মা, তোমার ঘরে যে শ্রীধর নারায়ণ শিলা আছেন, তাঁকে কি প্রতি দিন দেখ্‌তে পাও?

আরাধিতা। তা কি দেখ্‌তে পাই বাবা! জীবের চর্ম্মচক্ষে কি ভগবানকে যখন তখন দেখ্‌তে পায়!

শ্রীধর। তা তোমার স্বামী যিনি—তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণরূপী মহাপুরুষ! তাঁর মনুষ্যদেহ কর্ম্মসাধনার জন্য! এই বিশাল বিপুল বসুন্ধরা—তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র! হাঁ মা, তুমি

তোমার ক্ষুদ্র সংসার-রাজ্যে তাঁকে আবদ্ধ রাখ্‌তে চাও? তা তিনি থাক্‌বেন কেন? সে জন্য তুমি মা, তোমার ইচ্ছামত সর্ব্বদা তাঁকে দেখ্‌তে পাও না! তাতে যে তুমি ভাগ্যবতী ভগবতী মা!

চন্দ্রালোক। মা দাদার সঙ্গেই কথা কইতে লাগ্‌ল! হাঁ মা, তুমি ত আমায় ভিক্ষা ক'র্‌তে পাঠিয়েছিলে, তা আমি ভিক্ষা পেলাম কি না, এখন পর্য্যন্ত কিছু খেলাম কি না, তা ত কিছুই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে না? কেবল দাদার সঙ্গেই কথা ক'চ্চ! না, আমি যাই—

আরাধিতা। না বাবা, অভিমান ক'র না, তুমি আজ-হ'তে আর আমার নও, শ্রীধরের! আমি তোমায় তোমার ভাই শ্রীধরের হস্তে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি! তুমি ভিক্ষা পেলে কি না পেলে, খেয়েছ কি না খেয়েছ, তা আমায় শ্রীধর আগেই ব'লেছে! তাই আমি নিশ্চিন্ত আছি!

শ্রীধর। কেন ভাই চন্দ্রালোক, আমি মায়ের সঙ্গে কথা ক'চ্চি আর মা আমায় ভালবেসেছে ব'লে, তোমার হিংসা হ'চ্চে?

চন্দ্রালোক। হবে না, তুমি কি সর্ব্বনেশে ভাই ব'ল-দেখি! পরের মা কেড়ে নাও? যে মায়ের স্নেহ আমি সম্পূর্ণ ভোগ ক'র্‌তাম, সে স্নেহ তুমি আধাআধি—আধা আধিই বা বলি কেন, পুরোপুরীই দখল ক'রে ব'সেছ?

শ্রীধর। ভাই, পতিতপাবনী মা গঙ্গার পবিত্র জল সর্ব্ব-জীবেই ত পান ক'র্‌ছে, তা ব'লে কি সেই অফুরন্ত জলরাশি ফুরিয়ে যাচ্চে দাদা! তেমনি আমাদের মায়ের স্নেহ—সেই মা গঙ্গার অফুরন্ত জলরাশি! সে আর ফুরাবার নয়, কোটী জীবে পান ক'র্‌লেও সে কখন ফুরাবে না? তবে সে গঙ্গার কূলে ব'সে কেন তোমার এ অভিমান ভাই! এস ভাই, আমরা দুজনেই মায়ের দু'কোলে বসি।

আরাধিতা। (উভয় কোলে উভয়কে লইয়া) সত্যই আমি আজ ভাগ্যবতী! আজ আমার এ ভাগ্য দেখে স্বয়ং মূর্ত্তিমতী কার্ত্তিকেয়-গণেশ-জননীও হিংসা ক'র্‌তে পারেন! এস বাবা, সকলে একসঙ্গে শ্রীধরকে প্রণাম করি! যে শ্রীধরের প্রসাদে আজ এই শ্রীধরকে পেয়েছি, এস তাঁকে প্রণাম করি। (সকলের প্রণাম)

[অলক্ষ্যে শ্রীধরের প্রস্থান।

চন্দ্রালোক। মা, মা! দাদা কৈ?

আরাধিতা। তাই ত, তাই ত, আমার শ্রীধর কৈ!

বেতালের প্রবেশ।

বেতাল। মা, আমায় শ্রীধরের প্রসাদ দুটী দাও।

আরাধিতা। বাবা, তুমি না সে দিন মহারাজ বিক্র-

মাদিত্যের সঙ্গে এসেছিলে? সে দিন আমি অতিথি-সেবা ক'র্‌তে পারিনি! তবু যে তুমি আজ আবার এসেছ, এত দয়া কিসে লাভ ক'র্‌লাম বাবা! এস বাবা, আসন গ্রহণ কর।

বেতাল। মা আমি দেবী দর্শন ক'র্‌তে এসেছি।

আরাধিতা। দেবী কে বাবা!

বেতাল। গীত।

দেবী মা আমার ঐ দাঁড়ায়ে।
(রাজা) বিক্রম-আদিত্যে যে নিজ মাহাত্ম্যে স্তব্ধ করিলে দেখায়ে॥
ভগবতী সমা পূর্ণজ্যোতির্ম্মতী, তুমি মা আমার সেই শিব-সতী,
(হ'য়ে) মমতা-করুণা-মায়া মূর্ত্তিমতী, রেখেছ জগতে ভুলায়ে॥

আরাধিতা। না বাবা, সামান্য মানবীকে দেবী ব'ল্‌তে নেই। এমন ভক্তিস্নিগ্ধ সরল প্রাণ তোমার, বল বাবা, তুমি কে?

বেতাল। আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহচর! তিনি আমায় ভালবাসেন, তাই আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকি।

আরাধিতা। তোমার নাম কি?

বেতাল। আমার নাম বেতাল শর্ম্মা, আমি—

গীত

তৃণসম কাল সাগরের স্রোতে, এ তীর্থে এসেছি—
ভাসিতে ভাসিতে,
কূল দে মা তারা তনয়ে তারিতে, সুপ্ত প্রাণ দে মা জাগায়ে॥

আরাধিতা। এই লও বাবা, প্রসাদ লও।

বেতাল। দাও মা, এই মহাপ্রসাদের প্রার্থী মহারাজ বিক্রমাদিত্য! তাঁরি আদেশে এসেছিলাম! আসি মা।

[প্রস্থান।

চন্দ্রালোক। চল' মা, শ্রীধর দাদা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে।

আরাধিতা। চল' বাবা!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সিংহলরাজ-সভা।

সিংহলরাজ, পারিষদ্‌গণ, রাহুদেব, কণ্ঠরুদ্র ও শৃঙ্গমালী আসীন।

সিংহলরাজ। ব্রাহ্মণ! সে দিন আপনার শিষ্যাশিষ্যা মিহির-খনার অস্ত্রচালন-কৌশল দর্শন ক'রে পরম আনন্দিত ও চমৎকৃত হ'য়েছি। বালক-বালিকার এমন অস্ত্র-শিক্ষা এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হ'য়েছে—এ বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন না ক'র্‌লে আমি অন্যের মুখে শুনে বিশ্বাস ক'র্‌তাম না।

শৃঙ্গমালী। মহারাজ! বালক-বালিকার এই অস্ত্র-শিক্ষায় আমার গুণপনা কিছুই নাই। তাদেরই অদ্ভুত প্রতিভার গুণেই তারা সিদ্ধি লাভ ক'রেছে, বিশেষতঃ কন্যা-রত্ন কুমারী ক্ষণা প্রতিভায় অদ্বিতীয়া।

সিংহলরাজ। ব্রাহ্মণ! এ সকলই আপনার শুভাগমনের ফল! আমারও সৌভাগ্য যে, এমন গুণবান্ মহাপুরুষকে আমি অযাচিতভাবে পেয়েছি! আপনি অপ্রতিগ্রাহী আদর্শ ব্রাহ্মণ, পুরস্কার ব'লে কিছুই ত গ্রহণ ক'র্‌বেন না, তা না হ'লে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আজ আমি আপনার শ্রীচরণে দান ক'রে কৃতার্থ বোধ ক'র্‌তাম!

শৃঙ্গমালী। মহারাজ! দুঃখিত হবেন না, আপনার এ সন্তুষ্টিই আমার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার অধিক লাভ করা হ'য়েছে। এখন আসি মহারাজ, আমার শিষ্য-শিষ্যা আমার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছে। [প্রস্থান।

সিংহলরাজ। সত্যই কি পুণ্ডরীক কর্ণাটরাজপুত্র!

১ম পারিষদ্। মহারাজ! এখন ত তাই ব'লে প্রকাশ পাচ্ছে।

রাহুদেব। রাজবংশে এমন কুসন্তানও জন্মে! আম গাছেও আমড়া ফলে?

সিংহলরাজ। রাজপুত্র ব'লে ত আমার বিশ্বাস হয় না। কর্ণাটরাজের বর্ত্তমান ইতিহাস সকলেই জান ত! যখন

কর্ণাটরাজ ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ শান্তিদেব জীবিত ছিলেন, তখন আমি তাঁর গুণমুগ্ধ হ'য়ে অবনতমস্তকে তাঁকে সম্রাট্ ব'লে স্বীকার ক'র্‌তাম। তারপর যখন তাঁর রাজ্যলোভী নৃশংস কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রূর চণ্ডদেব গুপ্তঘাতক দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিদেবকে হত্যা ক'রে সিংহাসন অধিকার করে, তখন পঞ্চমবর্ষীয় রাজকুমার একজন বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে রাজ্য হ'তে পলায়ন ক'রে প্রাণ রক্ষা করেন, সেই রাজকুমার যে এই বন্দী পুণ্ডরীক, এ কথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তেমন মহাপুরুষের ঔরসে কখনই এমন মিথ্যাবাদী কুলাঙ্গারের জন্ম হয় না। আমার বোধ হয়, সেই রাজ্যলোভী ভ্রাতৃহন্তার পুত্র এই কাপুরুষ পুণ্ডরীক! প্রাতঃস্মরণীয় শান্তিদেবের অপঘাত মৃত্যুর পর আর আমি কখনই কর্ণাটের অধীনতা স্বীকার করি নাই। সেই মহাপাপীর পুত্রকে বন্দী ক'রে আমি যে কথঞ্চিৎ পাপের দণ্ড বিধান ক'রেছি, এতেও আমি তৃপ্তি বোধ ক'র্‌ছি! আর আমার জ্ঞান হয়, এই বর্ত্তমান ঘটনা বিধাতার বিধি।

কণ্ঠরুদ্র। মহারাজ! পুণ্ডরীকের পিতা পুত্রের অপমানের প্রতিহিংসা সাধন ক'র্‌তে যদি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহ'লে কি আপনি তাঁর সহিত যুদ্ধ ক'র্‌তে প্রস্তুত আছেন?

সিংহলরাজ। নিশ্চয়ই প্রস্তুত আছি! এ যুদ্ধ

ধর্ম্মযুদ্ধ ব'লে আমার প্রাণে ভয়ের উদয় হয় নি। বিশেষতঃ যতদিন কৈয়ুড়াধিশ্বরী কিরাতরাণীর দুর্জ্জয় শিক্ষিত কিরাত-সৈন্য আমাদের পৃষ্ঠবল থাক্‌বে, ততদিন আমি পৃথিবীর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় ক'র্‌বো না।

কণ্ঠরুদ্র। তাহ'লে মহারাজ! আপনি যদি সত্য সত্যই বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রস্তুত হন, তাহ'লে আমার একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌তে হবে।

সিংহলরাজ। বৎস! তোমার কি প্রার্থনা? আমার একমাত্র কন্যার ভাবী স্বামীকে আমার অদেয় কি আছে! কি চাও বৎস!

কণ্ঠরুদ্র। আমি কিরাতসৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণে আপনার অধীনে যুদ্ধ ক'র্‌ব।

সিংহলরাজ। সে ত আমার পক্ষে গৌরবের কথা। বিশেষতঃ তুমি কিরাতরাণীর অতি স্নেহের পালিত পুত্র! তিনি তোমায় বিশেষভাবে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ক'রেছেন।

কণ্ঠরুদ্র। (স্বগত) যে স্নেহ, যে ভালবাসা মহারাজের নিকট অযাচিতভাবে পাই, তার শতাংশের এক অংশ সহস্র চেষ্টায় ক্ষণার নিকট পাই না! হা ভগবান্, কঠিন পাষাণকে এমন রূপের কোমল কুসুমরাশি চাপা দিয়ে রেখেছ কেন? মিহির! মিহির! তুমিই আমার সুখের পথে

বিষমুখ কণ্টক! ভগবান্ ক'রুন, এই যুদ্ধ উপস্থিত হ'ক্, তাহ'লেই আমার সুযোগমুহূর্ত্ত উপস্থিত হবে।

রাহুদেব। হাঃ হাঃ,তোমরা কি বল গা, সে দিকে যে বেচারা বরসাজে সেজে হাতে-পায়ে গয়না প'রে বাসর ঘরে কনের পথ চেয়ে ব'সে আছেন, আর তোমরা বল কি না যুদ্ধ! কোথা বিয়ের সময় লুচির শ্রাদ্ধ হবে,আর এই ফেসাদ।

১ম পারিষদ্। তোমার লুচি যাবে কোথা, এ দিকে না হয়, বরের বাপের শ্রাদ্ধে হবে।

(নেপথ্যে সঙ্কেত ধ্বনি)

রাহুদেব। এ আবার কে এলেন বুঝি! সঙ্কেত-ধ্বনি হচ্চে যে! এই যে কর্ণাটরাজদূত।

কর্ণাটরাজদূতের প্রবেশ।

রাজদূত। (রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক) মহারাজ! আমি কর্ণাটের রাজদূত।

রাহুদেব। তা ত বাবা, চাপ্‌রাসেই বোঝা যাচ্চে! যাক্, তাহ'লে যুদ্ধ হ'চ্চে কবে?

সিংহলরাজ। তোমার সংবাদ কি বল?

রাজদূত। মহারাজ! কর্ণাটরাজ আপনার জয়-শ্রীকামনা করেন।

সিংহলরাজ। মহাত্মাগণের স্বভাবই এই! তজ্জন্য আমি পরম আপ্যায়িত হ'লাম! কর্ণাটরাজের কুশল ত?

রাজদূত। না, মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল নয়!

সিংহলরাজ। কেন, কেন রাজদূত! রাজমঙ্গল সম্পূর্ণ নয় কেন?

রাজদূত। মহারাজ! আমাদের একমাত্র রাজকুমার পুণ্ডরীক দেশভ্রমণে গমন ক'রেছিলেন। শোনা যায়, ভ্রমণ-ব্যপদেশে রাজপুত্র সিংহলে আগমন করেন এবং বন্যবরাহ-হত্যা উপলক্ষে অন্যায় বিচারে তিনি সিংহল-কারাগারে অবরুদ্ধ। মহারাজ! সত্য কি?

সিংহলরাজ। পুণ্ডরীক নামক যুবক সিংহল-কারাগারে অবরুদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু অন্যায় বিচারে নয়।

রাজদূত। কিন্তু তিনি যে কর্ণাটরাজবংশধর, তা কি আপনি অবগত নন্?

সিংহলরাজ। না, তিনি যে কোন' রাজবংশধর, তা তিনি স্বভাবে বা কার্য্যে পরিচয় দিতে পারেন নাই। বরং নীচকুলোদ্ভূত কোন ইতর শ্রেণীভুক্ত, এই তার স্বভাব বা কার্য্যের পরিচয়, সুতরাং তাকে রাজপুত্র ব'লে ধারণা করা অসম্ভব। হ'তে পারে, তিনি কর্ণাট-রাজপুত্র, কিন্তু আমি উপযুক্ত দোষীকে উপযুক্ত দণ্ডদান ক'রেছি।

রাজদূত। ভালই, আমি এখন ব'ল্‌ছি, তিনি কর্ণাট-রাজপুত্র ও আপনার সম্রাট্-পুত্র। সুতরাং তিনি দোষী

হ'লেও আপনার নিকট অদণ্ডনীয়; তা আপনি বিবেচনা করেন কি না?

সিংহলরাজ। দেখ রাজদূত! যাকে ক্ষণপূর্ব্বে দোষী বিবেচনায় রাজদণ্ড দান ক'রেছি, তাকে ভীত হ'য়ে মুক্তি দান করা কি রাজনীতি?

রাজদূত। তবে মহারাজ, আপনার সম্রাটের আদেশ শ্রবণ ক'রুন। যদি আপনি রাজপুত্র পুণ্ডরীককে আপনার অঙ্গীকৃত কন্যাদানে সম্মানিত ক'রে এই মুহূর্ত্তে মুক্তিদান না করেন, তা'হ'লে জান্‌বেন, কর্ণাটরাজ আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আপনিও রাজদ্রোহী! রাজদ্রোহীর দণ্ডদানের জন্য তিনি পক্ষকালের মধ্যে সসৈন্যে সিংহলোপকণ্ঠে উপস্থিত হবেন।

সিংহলরাজ। রাজদূত! আমিও প্রকৃত রাজদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী নৃশংসকে দণ্ডদান ক'রতে প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েছি। তুমি মুক্তকণ্ঠে সে সংবাদ চণ্ডদেব দেবকে জানাবে। যাও, রাহুদেব! রাজদূতকে সসম্মানে বিদায় দান করগে।

রাহুদেব। আসুন মশায়, যাবার সময় বর বাবাজীকে একবার দেখে যাবেন না! তাঁর বরবেশটা একবার বর-কর্ত্তাকে জানাতে হবে ত! আসুন—আসুন।

[দূতসহ প্রস্থান।

সিংহলরাজ। ভবিষ্য কল্পনা বর্ত্তমানে কার্য্যে পরিণত

হবার সূত্রপাত হ'য়েছে। কিন্তু এইবার সাহস, ধৈর্য্য, পুরুষাকার, যত্ন ও চেষ্টা, এ সকলকে সাধনায় জাগ্রত ক'র্‌তে হবে। কোথায় বিশাল সাম্রাজ্য কর্ণাট, আর কোথায় ক্ষুদ্র করদ সিংহল! গ্রহেশ্বর সূর্য্যের সহিত ক্ষুদ্র খদ্যোতিকার সংঘষ! কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে ব'ল্‌তে পারে! হয়ত এই সংঘর্ষে ধর্ম্মের বিজয়-ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত হবে, হয় ত ভ্রাতৃঘাতীর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হবে, অথবা ক্ষুদ্র সিংহল অনন্ত সমুদ্রের অতলস্পর্শ গর্ভে বিলীন হ'য়ে যাবে। হোক, হোক, তাই হোক্, বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আর কেন—দেখছ কি, প্রস্তুত হও! বৎস কণ্ঠরুদ্র! তোমার অভীপ্সিত মুহূর্ত উপস্থিত! প্রস্তুত হও, যাও কিরাতরাণীকে আমার সসম্মান-সম্ভাষণ জানিয়ে বর্ত্তমান ধর্ম্মযুদ্ধের আয়োজন ক'র্‌তে বলতে যাও। পারিষদগণ! সিংহলরাজ্যে ঘোষণা কর, যেন সিংহলবাসী আবালবৃদ্ধনরনারী সকলেই এই ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মদানের জন্য প্রস্তুত হয়।

[প্রস্থান।

সকলে। জয় সিংহলের জয়—জয় সিংহলরাজের জয়।

গীত

জয় জয় জয় জগদম্বিকে জগদ্ধাত্রী জনপালিকে!
শক্তি দে মা মহাশক্তি, আদ্যাশক্তি তারা কালিকে ;

ডাকিনী—যোগিনী সঙ্গে, উর মা সুরমা রঙ্গে,
খেল মা রক্ত-তরঙ্গে দুষ্ট দৈত্যরক্তলেহিকে॥
হও মাগো মুক্তকেশী, ধর মা উলঙ্গ অসি,
ত্বরা শত্রুকুল নাশি, হাস ও মা অট্টহাসিকে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সিংহলরাজোদ্যান।

ক্ষণা ও মিহির আসীন।

মিহির। দেখ ক্ষণা, তোমার পিতা ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ! পিতার ধর্ম্ম রক্ষা করা সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য! সুতরাং কণ্ঠরুদ্রই তোমার প্রকৃত ভাবী স্বামী; তাকে অশ্রদ্ধা ক'রে কেন সতীধর্ম্ম কলঙ্কিত ক'রবে?

ক্ষণা। সতীধর্ম্ম কাকে বল মিহির! সতী কে? স্বামীই বা কে? এক অজ্ঞাতকুলশীল কিরাতপালিত উদ্ধত বন্য যুবককে পিতা আমার স্বামী নির্ব্বাচন ক'রেছেন, এটা কি ধর্ম্মসঙ্গত! কোন সমযোগী যোদ্ধা নয়, কোন সম্ভ্রান্ত বংশ-জাত শত্রু নয়, একটা বন্য বরাহহত্যার পুরস্কার কিনা অজাতা কন্যা দান? পিতার এত উন্মাদ কল্পনা! সেই কল্পনার

সম্বর্দ্ধনার জন্য আত্মজীবন দান ক'রতে হবে! একি ধর্ম্ম-সঙ্গত মিহির! কন্যা কি পিতার পালিত কুক্কুর অপেক্ষা হেয়?

মিহির। ক্ষণা, পিতা, পিতৃকৃত কার্য্যের দোষগুণ বিচারে সন্তানের অধিকার নাই। তুমি পিতৃধর্ম্ম রক্ষা কর, তাহ'লে ভগবান প্রসন্ন হবেন! ঐ অজ্ঞাতকুলশীল যুবক হয় ত একজন রাজপুত্রও হ'তে পারেন। তোমার কোমল মধুর সঙ্গগুণে হয় ত তিনি স্বভাবের উচ্ছৃঙ্খলা ত্যাগ ক'রতে পারেন, এখন যাকে অশ্রদ্ধা ক'রছ, হয় ত কালে তিনি তোমার ভক্তি-শ্রদ্ধার-প্রেম-ভাজন পাত্র হ'তে পারেন!

ক্ষণা। মিহির, আর যে আমার তা উপায় নেই। তিনি ভবিষ্যতে নরসমাজচক্ষে দেবকুমার ব'লে প্রতিপন্ন হ'তে পারেন, ধরণীর একচ্ছত্রাধিপতি মহারাজ রাজ-চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভোম সম্রাট হ'তে পারেন, কিন্তু তিনি কখনই ক্ষণার প্রেমশ্রদ্ধার পাত্র হ'তে পারবেন না!

মিহির। কেন ক্ষণা, এ অসম্ভব কথা তুমি কেন ব'লছ ক্ষণা?

ক্ষণা। মিহির, আমি আমার সমুদায় প্রেম, সমুদায় শ্রদ্ধা, এক দেবতার চরণে উৎসর্গ ক'রেছি! সে দেবদত্ত-সম্পত্তিতে আমার আর কোন অধিকার নাই।

মিহির। ক্ষণা, ক্ষণা, সে ভাগ্যবান্ দেবতা কে?

ক্ষণা। (প্রণাম করিয়া গলধারণ পূর্ব্বক) মিহির, মিহির, সে দেবতা আমার তুমি। হে ইষ্টদেব আমার! পদাশ্রিত ভক্তকে ত্যাগ ক'র না!

মিহির। ক্ষণা, ক'রেছ কি? সম্বন্ধে তুমি যে আমার ভগিনী! মহারাজ যে আমায় পুত্রভাবে প্রতিপালন ক'রে আসছেন! একথা শুনলে তিনি কি মনে ক'রবেন। ধর্ম্মই বা অকৃতজ্ঞের কি পুরস্কার দান করবেন! এই কি আমার অন্ন-ঋণ পরিশোধ! ক্ষণা, এখনও সাবধান হও!

ক্ষণা। তবে যাও মিহির, তুমি স্রোতস্বিনীর কূলে যাও, সেইখানে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলগে, স্রোতস্বিনি, তুমি গিরিশিখরে ফিরে যাও। যাও, চঞ্চলা সৌদামিনীকে বলগে, অয়ি চঞ্চলে, জলদসঙ্গ ত্যাগ ক'রে ভূকূলবাসিনী হওগে! মিহির! তুমি পুরুষ, নারীর হৃদয় জান না! নারীর প্রেম, তর্ক-যুক্তি-দর্শন-ন্যায়-মীমাংসা মানে না। দয়াময় ভগবান তাকে তার প্রিয়পাত্রকে অলক্ষ্যে দেখিয়ে দেন। তোমার ধর্ম্মে মতি আছে, তুমি কৃতজ্ঞ, তুমি সংযমী, আত্মজয়ী, তুমি শত ক্ষণাকে উপেক্ষা ক'রতে পার, কিন্তু ক্ষণা মিহির বই অন্য পুরুষকে কখন প্রেম-শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়ে পূজা ক'রতে পারবে না।

মিহির। তা যদি হয় ক্ষণা, তাহ'লে ত তুমি তোমার প্রিয়পাত্রের মঙ্গল-কামনা ক'রছ না! রাজা রাণী জানতে

পার্‌লে এখনি যে আমি কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হব', হয় ত চির নির্ব্বাসিত হ'ব, তাহ'লে কি হবে ক্ষণা!

ক্ষণা। ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে। এই মুহূর্ত্তে তুমি বধ্যভূমিতে নীত হ'য়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে পার, তোমার রক্তে বসুন্ধরা রঞ্জিত হ'তে পারে, কিন্তু আমার হৃদয়-বেদিকায় চির প্রতিষ্ঠিত ঐ দেব-মূর্ত্তিকে কেহই স্থানভ্রষ্ট ক'র্‌তে পারবে না। এমন কি তুমিও পারবে না, তুমি যদি এই মুহূর্ত্তে ক্ষণা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা শত সুন্দরীসমাজে উপবিষ্ট হ'য়ে আমাকে উপেক্ষার কটাক্ষে প্রত্যাখ্যান কর, তবু মিহির! তবু তুমি আমায় হৃদয়াধিষ্ঠিত ইষ্টবিগ্রহ।

মিহির। ক্ষণা, কর্ম্মদোষে জীবনে সুখিনী হ'তে পারলে না! বাল্যচপলতায় একদিন খেলা ঘরে ব'সে যে খেলা খেলেছিলে, সে খেলা কি এখন সংসার-খেলায় পরিণত ক'র্‌তে চাও? ক্ষণা, সে দুরাশা ত্যাগ কর।

ক্ষণা। দুরাশা কার মিহির! আমার? আমার নয়; যে দুর্ব্বলা তার। তুমি কি এতদিন কিছু জান্‌তে পেরেছিলে, আজ কেন তুমি এমন স্থির জলে তরঙ্গ তুলে দিলে? নৈলে ত আমি বেশ ছিলাম, আত্মসুখে পরম সুখিনী ছিলাম, আজীবন নির্জ্জনে নিভৃতে হৃদয়-দেবতার বৈদিকপূজা ক'র্‌তাম, কেউ প্রতিবাদী হ'ত না!

মিহির। কিন্তু ক্ষণা, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, তুমি

স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগিনী হ'য়ে যৌবনে যোগিনী সেজে চির-দুঃখিনী হ'লে! আসি ক্ষণা, একত্রে এতক্ষণ নির্জ্জনে থাকা ভাল নয়, তোমায় সঙ্গিনীরা আস্‌ছে, তুমি উন্মনস্ক হও।

[প্রস্থান।

ক্ষণা। হা পাষাণ-দেবতা, তোমার মনে এই ছিল! যাচ্চ যাও—লোকচক্ষে তুমি আমায় ছেড়ে যাচ্চ, কিন্তু আমার হৃদয় ছেড়ে যেতে পার্‌বে না! সেখানে ক্ষণা-মিহিরের হরগৌরী মূর্ত্তি চির বিরাজিত থাক্‌বে!

সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ। গীত

কেন রই তুই এমন এমন!
মুখখানি ভার, দেখি যেন কেমন কেমন॥
শুষ্ক অশ্রুরেখা কপোলে তোমার, হেলায়ে পড়েছে
কেন কেশভার, কেন ছিন্ন ভিন্ন কণ্ঠফুলহার,
কেন হাসি মুখ নাই তেমন তেমন॥
কি যেন হারায়ে চঞ্চলা হরিণী, চাও আঁখি-
বিধি চারু চন্দ্রাননী, কেন মুদে আছে নয়ন-নলিনী,
মেঘ ঢাকা চাঁদ যেমন কেমন॥

১ম সখী। (ক্ষণার মুখ ধরিয়া) কি হ'য়েছে সখি!

মনটা এমন ভার ভার ক'রে বসে আছ কেন? কেন মিহির কোথায়? আজ কি দুজনে দেখা হয়নি?

ক্ষণা। কেন সে আমার কে? তার সঙ্গে দেখা না হ'লে আমায় কাঁদ্‌তে হবে নাকি! যা তোরা আমার কাছ থেকে স'রে যা! না সখি! আমায় ক্ষমা কর, আমি কি ব'ল্‌তে কি ব'লেছি, তোরা আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী, মেখলারে,, একটা সত্য কথা বলি শোন, নারীর জীবনের কোন মূল্য নাই।

যোদ্ধৃবেশে কণ্ঠরুদ্রের প্রবেশ।

কণ্ঠরুদ্র। রাজকুমারি! বোধ হয় শুনেছ, কর্ণাটরাজ সসৈন্যে সিংহল-প্রান্তে শিবির সন্নিবেশ ক'রেছেন!

ক্ষণা। শুনেছি!

কণ্ঠরুদ্র। আমি আজ সেই যুদ্ধের সেনাপতি।

ক্ষণা। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল ক'রুন, যুদ্ধে জয়লাভ ক'রুন।

কণ্ঠরুদ্র। ক্ষণা, ক্ষণা, কি মধুর কথা তোমার! বল বল—আর একটু বল!

ক্ষণা। চল সখি, বেলা হ'য়েছে, মা বোধ হয় ডাক্‌ছে!

কণ্ঠরুদ্র। ক্ষণা, ক্ষণা, একটু থাক, আমায় আর একটু মধুর সম্ভাষণ কর। (পথ আগুলিয়া দণ্ডায়মান)

ক্ষণা। ও কি, আপনি পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালেন কেন?

কণ্ঠরুদ্র। ক্ষণা, আমি যে যুদ্ধে যাচ্চি, আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

ক্ষণা। বেশ ত, আমি ত ব'লেছি আপনি যুদ্ধে জয়ী হবেন, ভগবান আপনার মঙ্গল ক'রবেন।

কণ্ঠরুদ্র। কৈ ক্ষণা, তুমি ত আমায় বিদায়-সম্ভাষণ ক'রলে না! আমার প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা আসচে, কৈ তোমার ত তার কোন চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্চি না।

ক্ষণা। যুদ্ধে যাচ্চেন, তা প্রাণে যদি ব্যাকুলতা এসে থাকে, যাবেন না। সেই কিরাতিনী মায়ের অঞ্চলে শয়ন ক'রে বিশ্রাম ক'রুন গে। অন্য উপযুক্ত সেনাপতি পিতার আজ্ঞায় সৈন্যপরিচালন-ভার গ্রহণ ক'রবে।

কণ্ঠরুদ্র। সে কি ক্ষণা, আমি যে বড় আশা ক'রে আজ তোমার কাছে এসেছিলাম, একটী বার একটী ভাল-বাসার কথা কও! একবার ক্ষণা, তুমি মুক্তকণ্ঠে বল—যে "এস নাথ কণ্ঠরুদ্র! আমি তোমার।"

ক্ষণা। দেখুন, আমি আমার পিতার কুমারীকন্যা, তিনি আপনাকে যে ভাবেই দেখুন, আমি কিন্তু আপনাকে পরপুরুষ বই অন্যভাবে দেখ্‌তে পারব না।

১ম সখী। এ যে মশায়, অন্যায় কথা, মেজে ঘ'সে রূপ, ধ'রে বেঁধে পীরিত!

কণ্ঠরুদ্র। দাসী, বাঁদি, দূর হ, স্বামী—স্ত্রীর সম্ভাষণে তোদের অনধিকারচর্চ্চা কেন?

ক্ষণা। নীচ, ইতর, কুক্কুর! আমায় সম্মুখে আমার সঙ্গিনীদের কুকথা! আমাকে অপমানিত ক'র্‌লে! জান না যে, আমি কে আর তুমি কে! পিতৃ—অন্ন-দাস প্রভুকন্যার প্রতি যোগ্য-সম্মান দেখাবারও জ্ঞান নাই? ধিক্ তোকে! তোর সম্মুখে থাক্‌লেও দেহ অপবিত্র হয়।

[সখীগণ সহ প্রস্থান।

কণ্ঠরুদ্র। কি এত অপমান! কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি ক্ষণা, এ অপমানের প্রতিশোধ একদিন পাবে! ঐ উন্নত মস্তক একদিন আমারই পায়ে নোয়াতে হবে! "দাসীকে ক্ষমা কর নাথ" ব'লে আকুল হ'য়ে কাঁদতে হবে—তখন আমি তোমার শত অনুনয়ে কর্ণপাত ক'র্‌ব না! এই প্রতিহিংসা নিবারণের জন্য এই পদাঘাতে তোর ঐ উন্নত মস্তক চূর্ণ ক'র্‌ব। (মৃত্তিকায় পদাঘাত ও পতন) উঃ যাই—

সহসা রাহুদেবের প্রবেশ।

রাহুদেব। জামাই বাবু, জামাই বাবু, যুদ্ধে বেরোতে গিয়ে প'ড়ে গেলে কেন! বীররসে অমস্ত্র, করুণরস এল

কেন ? একটু আস্তে লাথিটা মারতে পার না বাবাজী ! কোমলাঙ্গী রাজকুমারী কোমল অঙ্গে ব্যথা পাবে—সে জ্ঞানটুকুও নাই। চল, চল, শীঘ্র চল, ক্ষণার সঙ্গে গরম তৈল মালিশ ক'রে দিগে !

[খঞ্জ কণ্ঠরুদ্র সহ প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বিক্রমাদিত্যের বিশ্রামকক্ষ।

বিক্রমাদিত্য ও বেতাল আসীন।

বেতাল। কেন মহারাজ ! কেন আমাকে এই সব জড়বজড়ং দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন ? এ যে আমার সয় না ! আমাদের দেশে আমাদের সাতপুরুষের এ সব কিছু নেই।

বিক্রমাদিত্য। ভৈরবপুরুষ ! তুমি আমার ইষ্ট দেব, অনেক সাধনায় তোমায় পেয়েছি। তোমার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ আমার কামনা ! আমার ইচ্ছা নয় যে, তোমার দেবমূর্ত্তি সাধারণে দর্শন ক'রুক। সেইজন্য লোকচক্ষুর সম্মুখে তোমাকে সহচর সাজিয়ে রেখেছি। লোকে জানে, তুমি একজন সুশিক্ষিত সাধু, বিদেশী, আমার বন্ধু ! হে প্রভু,

তোমার সাহায্যে আমি অনেক দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন ক'র্‌তে পেরেছি। আজ আমার একটী সন্দেহ দূর কর দেখি।

বেতাল। তোমার কি সন্দেহ বৎস!

বিক্রমাদিত্য। আমার প্রধান রত্ন বরাহ পণ্ডিতের বর্ত্তমান স্বভাববিপর্য্যয়ের কারণ কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তার গতি-প্রকৃতি দেখে উন্মাদের পূর্ব্ব লক্ষণ ব'লেই অনুমিত হয়! ঘটনাটা কি—ষোড়শবর্ষ পূর্ব্বে তাঁর স্ত্রীর গর্ভস্রাব হ'য়েছিল। সেই দিন হ'তেই অমন পরম জ্ঞানী পণ্ডিতবর যেন কেমন উন্মনস্কভাবে সর্ব্বদা ভ্রমণ করেন। উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় আলাপ করেন, এক প্রশ্নের অন্য উত্তর প্রদান করেন, লক্ষ্য শূন্য ভাবে ভ্রমণ করেন, এর কারণ কি দেব! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, পণ্ডিতের জীবনে কোন একটী গুপ্ত ঘটনা অজ্ঞাতভাবে ঘটেছে। কিন্তু সেটী কি, তাই আজ তোমার কাছে জান্‌তে চাই দেব!

বেতাল। মহারাজ, তোমার অনুমানই সত্য! তার স্ত্রীর গর্ভস্রাব নয়, একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিল। পণ্ডিত অজ্ঞাত পুত্রের আয়ু-গণনায় ভুল ক'রে—তাকে অল্পায়ু ব'লে জেনে সকলেরই অজ্ঞাতে সেই সদ্যজাত শিশুকে সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। এই কার্য্য হ'তেই তাঁর অনুতাপ, আর সেই অনুতাপেই তাঁর বর্ত্তমান অবস্থা।

বিক্রমাদিত্য। গণনায় ভুল ব'লছ, তাহ'লে সেই পরিত্যক্ত নবজাত শিশু জীবিত?

বেতাল। হাঁ মহারাজ!

বিক্রমাদিত্য। সে এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে?

বেতাল। সিংহলে, সিংহলরাজার পালিত পুত্র হ'য়ে।

বিক্রমাদিত্য। সিংহলরাজ কি তার উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছেন? সিংহলদেশ জ্যোতিষের জন্মভূমি! তাহ'লে বোধ হয় বালক জ্যোতিষ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হ'চ্চে।

বেতাল। হাঁ মহারাজ, সে এখন তার পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

বিক্রমাদিত্য। বড় আনন্দের কথা প্রভু, কিন্তু পণ্ডিত কি দুর্ভাগ্য! বালকটীকে সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জন দিলে! হ'ক্ না সে অল্পায়ু, গৃহেই পিতামাতার কোলে না হয় মৃত্যু হ'ত! একি—নৃশংসতা!

বেতাল। মহারাজ, আপনি এ গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত ক'র্‌বেন না! সবিই মায়ের লীলা—

গীত

ভাব্‌তে গেলে মায়ের লীলা ভেবে আত্মহারা হই।
এ লীলার আদি অন্ত কে জানে মা তোমা বই॥

আজ যিনি সিংহাসনে মহারাজ রাজেশ্বর,
কাল তিনি বৃক্ষতলে উপবাসে ক্ষীণ স্বর,
আজ যে দীন ভিখারী, কাল সে রাজ্যাধিকারী,
ক'টার কথা ব'ল্‌ব ওমা, তোর সব বিচিত্র ব্রহ্মময়ী।

বিক্রমাদিত্য। বড় মধুর! বড় মধুর,! বেতাল! আমাদের মায়ের সব বিচিত্র। তিনি বিচিত্র, তাঁর লীলা বিচিত্র, তাঁর লীলাক্ষেত্র-সংসারও বিচিত্র। চল, মায়ের মন্দিরে, একবার মাকে দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

বরাহ ও দশচক্রের প্রবেশ।

দশচক্র। গুরুদেব! বড় দুঃখের কথা যে, তোমার ভ্রম ঘুচেও ঘুচ্‌ছে না! এই ব'ল্‌ছ জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ, জ্যোতিষ সর্ব্বস্ব, অন্য কোন সৃষ্টিকর্ত্তা এ জগতে নাই, অথচ মধ্যে মধ্যে "হা ভগবান, হা হরি" ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কর

কেন! যদি জ্যোতিষের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা ক'রতে চাও, তাহ'লে ভগবানের ভ. হরির হ, সব ভুলে যাও।

বরাহ। বল গ্রহরাজ! সেই অল্পায়ু সদ্যজাত শিশুর সৃষ্টিকর্ত্তা কি কেউ ছিল না? তুমিই তাকে অল্পায়ু ক'রে পাঠিয়ে ছিলে! সেই ঢলঢলাবণ্যময় মুখমণ্ডল, সেই নবনীত-নিন্দিত জ্যোৎস্নার নিছনিরূপরাশির সৃষ্টিকর্ত্তা কি অন্য কেউ নয়! সবিই কি তুমি! আমি যে তোমার উপাসক, আমি যে তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী! এমন শ্রেষ্ঠ ভক্ত তোমার এ জগতে আর কে? আমার প্রতি এই ব্যবহার!

দশচক্র। গুরুদেব! তিনি যে নিরপেক্ষ! তিনি ত কল্পিত ভগবান হরির মত রাতকানা—একচোখো নন, তাঁর কাছে তুমি আমি ভেদ নাই! সব গ্রহফল—গ্রহফল!

বরাহ। তবে সৃষ্টিতে এত বৈচিত্র্য কেন, কেউ বা দিনের অন্ন সংগ্রহে অক্ষম, কেউ বা অতুল রাজসম্পদের আসন পেতে ব'সে আছে কেন? কেউ বা দরিদ্র কেউ বা লক্ষপতি কেন, কেউ বা বরাহ, কেউ বা বিক্রমা-দিত্য কেন?

শ্রীধর ও নগররক্ষকের অন্তরালে প্রবেশ।

দশচক্র। এ সব মানবের কার্য্য—দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচার! এই যে বিক্রমাদিত্যকে দেখ্‌তে

পাচ্ছ, এর মত কৌশলী মহাচক্রী কি আর দ্বিতীয় আছে ? যত প্রজার ধন-সম্পত্তি হরণ ক'রে নিজে রাজরাজেশ্বর হ'য়ে ব'সে লোক দিয়ে বলাচ্চেন, "মহারাজ বিক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক ! প্রজারঞ্জক !" দুদিন পরেই দেখ্‌তে পাবে—তাকে গ্রহের ফল ভোগ ক'রতেই হবে ! তখন আর বিক্রমাদিত্য ব'লে কেউ খাতির ক'রবে না। কি ব'লব, আমি যদি বলবান্ হ'তাম তাহ'লে স্বহস্তে বিক্রমাদিত্যের টিকি ধ'রে বোঁ বোঁ ক'রে পাক দিতাম।

শ্রীধর। কেমন শুন্‌লে ত! তুমি বড় অহঙ্কার ক'রে ব'লেছিলে যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের বিদ্বেষী রাজ-দ্রোহী প্রজা কেউ নাই! এখন স্বকর্ণে শুন্‌লে ত! ও একজন মহাপাপী, আবার রাজার অমন প্রিয়পাত্র পণ্ডিতকে পর্য্যন্ত জ্বালাচ্চে। এখন যা হয়, কর। ওগো ভূতের মিস্ত্রি! চেয়ে দেখ, এদিকে কে ?

নগররক্ষক। (দশচক্রের হস্তধারণ পূর্ব্বক) কৌন্ রে বেইমান, তুম্ মহারাজকী বদ্‌নামি ক'র্‌ছিস্! তুম্ কোন্ মুলুককা আদ্‌মি রে! হামরা উজ্জৈন মে তো এ্যায়সা বেই-মান কৈ নেহি হ্যায়! তুম্ শালা কাহাকো আদ্‌মি ? চল্ শালা, নগরপালকো পাশ লে যায় কে তোমকো ডাণ্ডাসে ঠাণ্ডা করেগা, চল্ শালা—

দশচক্র। হাঁ বাপু, এ তোমার কি রকম বাঘ পাথা

বল দেখি, আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি! বাপু. তোমার কটা চোখ, আর কটা কান বল' দেখি! আমি কোথায় এই একটু নিরিবিলি একপ্রান্তে এসে পণ্ডিতের সঙ্গে দুটো রাজভক্তির কথা ব'ল্ছি, তা কি ক'রে তোর টনক নড়্‌লো বল্ দেখি! অবাক! অবাক্!

নগররক্ষক। আরে শালা বক্ বক্ কর' মৎ, চল্ হামরা সাৎ। সব ঠাণ্ডা হো যাগা!

দশচক্র। ওহে বাপু, তোমারই বা কি আক্কেল বল' দেখি, ঐ একটা বিশ্ববখাটে ভবঘুরে ছেলের কথা শুনে আমি ভদ্দর লোক, আমার গায়ে হাত দিলে!

শ্রীধর। ওহে বাপু নগররক্ষক, শুন্‌লে, তোমাকে ম্লেচ্ছ বুলিতে কি গাল দিলে?

নগররক্ষক। কি বুলি ব'লিয়েছে রে বাচ্চা—বোল্ তো!

শ্রীধর। ঐ যে ব'ল্লে, শুন্‌লে না, বিশ্ববখাটে, ভবঘুরে, ওর মানে কি জান? ও বড় ভয়ানক গালাগালি!

নগররক্ষক। কিয়া বোলে—বিশবখৎ—বাপঘোরে হামরা বাপ বিশবখৎ ঘুমতা হ্যায়! কেঁউ রে শালা, এৎ না গোস্তাকি। দেখ্, হাম হিঁয়াই তোম্‌কো ডাণ্ডা লাগাতে হেঁ। (প্রহারোদ্যত)

দশচক্র। দোহাই বাবা, রক্ষা কর, আর আমি এমন

কর্ম্ম ক'র্‌বো না ? ছোঁড়া কি ফিচেল রে ! দোহাই বাবা রক্ষা কর ! না, এখন আর ছোঁড়ায় তোষামোদ ভিন্ন উপায়ান্তর নেই ! দোহাই বাবা, মাপ কর' ! ছোঁড়া কি ভেল্‌কি জানে রে ! এমন একজন মরদ্‌কে একেবারে গাড়ু বানিয়েছে! যা ব'ল্‌ছে, তাই শুন্‌ছে। বালক, আমি বিনয় ক'র্‌ছি, আমাকে রক্ষা কর। তুমি ছোট্ট ছেলেটী, তোমাকে দেখে লোকে ভালবাস্‌বে, ডেকে কথা কইবে, এ সব দুষ্টুমি কেন

শ্রীধর। ওগো, ওগো শুন্‌ছ, আবার তোমায় গাল দিচ্চে—ছোট্ট দুষ্টুমি। এ কথাগুলোর মানে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ?

নগররক্ষক। কেঁও, হাম চোট্টা, হাম, দুষমণি—ক্যা তাজ্জব ! ক্যা গোস্তাকি ! বদ্‌মাস ! এক ডাণ্ডামে তোম্‌রা শির তোড়ে গা হাম্‌। (যষ্ঠি উত্তোলন)

দশচক্র। বালক, বালক, তোর পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি, আমায় রক্ষা কর্‌। আর আমায় ও মহিষ লেলিয়ে দিস্‌নি ! ও দাণ্ডার এক ঘা খেলেই ম'রে যাব। (পদ ধারণ)

শ্রীধর। পায় ধরেছ ! তবে ব'ল যে, ভগবান কখন ভূত হয় না।

দশচক্র। হাঁ বাবা, ব'ল্‌ছি, ভগবান ভূত নয়, ভূত হ'তে পারে না ! তুই আমায় এ যাত্রা রক্ষা কর্‌।

শ্রীধর। তবে ওঠ। (নগররক্ষককে ধারণ পূর্ব্বক)

বাবুজী, এ যে আক্কেলকে মাপ কর’! ও আর এমন কথা ব’ল্‌বে না, আমি জামিন্ রৈলুম।

নগররক্ষক। কিয়া মিঠা বুলিয়ে তুহার বাচ্চা! তুহারা মাফিক্ একটো লেড়কা হামরা মেহেরারুকো গদিমে খেলাৎ রহেথে। বোল্‌বাচ্চা, আউর ছুঠো মিঠা বুলি বোল্ অহি "বাবুজী! বাবুজী"।

শ্রীধর। বাবুজী, বাবুজী, একে ছেড়ে দাও।

নগররক্ষক। যাও শালা, যাইয়ে বাচ্চা, হামরা কাম্‌সে যাই।

[প্রস্থান।

বরাহ। মরি, মরি, বালকের কি মধুর মূর্ত্তি! সে যদি আমার থাক্‌ত, তা’হলে এমনি হ’ত! এম্‌নি মধুর ভাষায় লোককে মোহিত ক’র্‌ত! আমার গণনায় ভুল হয় নাই ত! তা কি হ’তে পারে? জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার গণনায় ভুল! অসম্ভব!

শ্রীধর। (স্বগত) মানুষ আবার নাকি ভুল ক’রেনে, তাহ’লে মানুষ দেবতা হ’য়ে যেতো! (প্রকাশ্যে) কি দশচক্র! ভাব্‌ছ কি, আমায় একদিন দেখে নেবে!

দশচক্র। (স্বগত) এ বেটার ছেলে কে গো, মনের কথাগুদ্ধ টেনে বার করে! (প্রকাশ্যে) কেন ভাই, এ

অন্যায় কথাটা ব'ল্‌ছ! যা হবার তা হ'য়ে গেছে! আজ হ'তে তোমার সঙ্গে আমার খুব ভাব!

শ্রীধর। ভাব বজায় থাক্‌বে ত!

দশচক্র। সে ভাই, তোমার হাত!

শ্রীধর। আমার হাত না তোমার হাত! তুমি ত হয়কে নয় ক'র্‌ছ? পরম ভগবদ্ভক্ত পণ্ডিতকে ব'ল্‌ছ, ভগবান্ নেই, রাজা নেই, এ কি সব! এবার হ'তে সাবধান হও, ডাণ্ডার কথা মনে রেখ'!

[প্রস্থান।

বরাহ। সব ঘুর্‌ছে—গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে ভগবান্‌ও ঘুর্‌ছে! গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি ভেদ ক'রে গ্রহরাজ সূর্য্য ঘুরতে ঘুর্‌তে আস্‌ছেন, আবার কখন বা শারদ পৌর্ণমাসী কৌমুদী অপসারিত ক'রে দিব্য কিশোরসুন্দর ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ফিরে ফিরে আসছে! আহা হা, বালকটির কি জ্যোতি-র্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি দেখ্‌লে ভগবান্‌কে অবিশ্বাস ক'র-বার ক্ষমতা দূর হয়।

দশচক্র। ছোঁড়াটা নিশ্চয়ই যাদুকর! আমি স্বীকার ক'র্‌ছি, সে নিশ্চয়ই যাদুকর! সে সব ক'র্‌তে পারে, অঘটন ঘটাতে পারে। আমি যে এত ক'রে পণ্ডিতের মতটা ঘুরিয়ে ওলটপালট ক'র্‌লুম, সে তাও বিগড়ে দিয়ে গেল! গুরুদেব, গুরুদেব, ওঠ, ওঠ, এস্থান বড় শুভকর নয়! ঐ

যে ছোঁড়াটা এসেছিল, ও বেটা যাদুকর! এখনি হয় ত এসে আমাদিগে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে! গুরুদেব! গুরু-দেব! শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করি এস। (হস্তধারণ)

বরাহ। যার সংসারে পুত্র নেই, সে আনন্দের কোন তত্ত্ব পায় না! তার জীবন বালুকাময় মরুভূমির মত ধূ ধূ ক'র্‌ছে!

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

রণবেশে কিরাতরাণী, কণ্ঠরুদ্র ও কিরাত-সৈন্যগণের প্রবেশ।

কিরাতসৈন্যগণ। গীত

হুঁসিয়ার হোকে হাতিয়ার চালাও জুয়ান লোক সব মেলি!
দুষমণ লোককো গর্দ্দান লেকে ভাণ্ডাগুলি খেলি।
জয় জয় জয় কালীমায়ীকী জয়!
রাণীমায়ি হামাদের কালীমায়ি হই,
হামরা সবাই কালীমায়িকী বেটা,

তীরকা পর সড়কি চালায়ে মিটায়ে দে সব লেটা,
হামরা সব কালীমায়িকী বেটা ;
মুখে বল্ সব কালী কালী ।
জয় জয় কালীমায়িকী জয় ।

কিরাতরাণী। দেখো বাচ্চা বীরলোক সব, আজ তুহাদের হাতে হামরা জাতি, মান, সরম, ভরম, ধরম সবি আজ যদি তুহারা সব হটিয়ে যাস, তব্ হামার সবি যাবে তুহারা সব কর্ণাটিয়ার গোলাম হবি! তুহাদের জরু, লেড়কি, বহিন সব কর্ণাটিয়াকা বাঁদি হবে! আজ এক্‌ঠো পুরণে বাৎ বোলে হাম শোন্ বাচ্চা লো'ক—এই হামরা বাচ্চা কণ্ঠ এ হামরা পালন বেটা, এহার আসল বাপ মায়ি কোন্ আছে, তা তুহারা কৈ জানিস্ না! ঐ যে হালি কর্ণাটিয়া রাজা, হামাদের সাৎ লড়ায়ে আসিছে, ঐ দুষমণ ইসকো চাচাজী! ওহি দুষমণ রাজ্যাদি নেবার মত্‌লবে ইস্‌কো বাপকো লুকিয়ে খুন ক'রেছে—এ কণ্ঠ তব্ রহে পাঁচ বরিষক্যা বাচ্চা! এক্‌ঠো নিমক হালাল সেপাই—একে সাথে নিয়ে হামরা পাশ সব হাল বাত্‌লে দিয়েছিল। ওহি সে কণ্ঠ হামরা পালন বেটা! দেখ্ বাচ্চালোক, আজ তুহাদের ভাইজীকো বাপকা গদি মিল্‌বার দিন! আজ যদি তুহারা কর্ণাটিয়া দুষমণকো শির নিতে পারিস্, তব্ সবাই দেখ্‌বে, হামাদের সে একটা অনাথ রাজকুমার বাপকা গদি

পেলে! আজ লড়াইকো সর্দার, তুহাদের জাইজী! হামরা বাচ্ছা কণ্ঠ!

সকলে। জয় জয় রাণী মায়িকী জয়, জয় জয় কালী-মায়িকী জয়।

নেপথ্যে—সিংহলসৈন্যগণ। জয় সিংহলের জয়—মহারাজ সিংহলরাজার জয়।

কণ্ঠরুদ্র। মা, ঐ সিংহলেশ্বর তোমাকে সম্ভাষণ ক'রতে আসছেন!

কিরাতরাণী। রাজাকে সম্ভ্রম ক'রে নিয়ে আয়!

সিংহলরাজ ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

সিংহলরাজ। কৈ কিরাতেশ্বরি! এই যে—কিরাতে-শ্বরি! আজ তুমি আমার দক্ষিণ বাহু, তোমার সুশিক্ষিত অজেয় পার্ব্বত্যসেনা আমার প্রধান অবলম্বন!

কিরাতরাণী। হামার বাপ, দাদা, সোয়ামী, হামি নিজে তোদের দানাপানি খাইয়ে মানুষ হইছি! হামাদের জান্‌বি রেজা তুহার! হামি তুহার তরে জান দিব, হামর বাচ্ছা লোক্‌বি সব্ জান দিবে। হাঁ রেজা, তুইকি হামরা পর, তোর ঝিয়ারি যে হামরা বহুড়ি!

বেগে রাহুদেবের প্রবেশ।

রাহুদেব। মহারাজ! মহারাজ! সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ!

ছেয়ে আসছে—একেবারে ছেয়ে আসছে! বরকর্ত্তার বেজায় হাঁকারি! অশ্বারোহণে আসছেন—যেন পাঁচীর মার ঘরের মটকায় একটী চালকুমড়ো ঝুলছে। বরযাত্র অনেক আসছে! লোকলস্কর হাতী ঘোড়া উট—শেয়াল কুকুর গাধা কেউ বাকী নেই! খুব জমজমাট! মহারাজ, আপনি অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে বরকর্ত্তাকে সম্বর্দ্ধনা ক'রুন!

সিংহলরাজ। সকলে তোমরা প্রস্তুত হও, আমি অগ্রবর্ত্তী হ'চ্চি, তোমরা পশ্চাৎ অনুসরণ কর! এস কিরাতেশ্বরি!

সিংহলসৈন্যগণ। জয় সিংহলের জয়, জয় সিংহল-রাজের জয়।

কিরাতসৈন্যগণ। জয় রাণীমায়িকি জয়, জয় কালী-মায়িকি জয়।

[সকলের প্রস্থান।

যোদ্ধৃবেশে শৃঙ্গমালী ও মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। গুরুদেব! এ যে সমরক্ষেত্র! আপনার আদেশে সশস্ত্র হ'য়ে আপনার অনুগমন ক'রেছি এইমাত্র জানি। এখানে আগমনের কারণ?

শৃঙ্গমালী। কারণ আজ আমার প্রিয় শিষ্যের নিকট গুরুদক্ষিণা গ্রহণ।

মিহির। আমি অর্থহীন নিঃসম্বল—আপনার উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা কোথায় পাব?

শৃঙ্গমালী। যে সম্পদ্ আমার নিকট গ্রহণ ক'রে তুমি নিজগুণে শতগুণ বৃদ্ধি করেছ—সেই সম্পদের কথঞ্চিৎ অংশ আমায় দান কর।

মিহির। সে সম্পদ্ কি গুরুদেব!

শৃঙ্গমালী। সে সম্পদ আমার দত্ত শিক্ষালব্ধ তোমার অস্ত্রবিদ্যা! আজ এই কর্ম্মক্ষেত্রে স্ফীতবক্ষে অবতীর্ণ হও। অস্ত্রচালন-কৌশলে সিংহল-শত্রু ধ্বংস ক'রে শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষকে স্তম্ভিত কর, তোমার বীরত্ব-যশঃসৌরভ দিগন্ত প্রসারিত হ'ক, সেই আমার গুরুদক্ষিণা।

মিহির। আপনি কি মনে করেন, আমা হ'তে সেই গুরুকার্য্য সম্পন্ন হবে গুরুদেব!

শৃঙ্গমালী। নিশ্চয় হবে, আমি তোমায় যে দুর্লভ অমোঘ অস্ত্রবিদ্যা দান ক'রেছি সে বিদ্যা এ প্রদেশে বীরগণের অজ্ঞাত। তোমার শিক্ষিত সামান্য একটা অস্ত্রচালন-কৌশল এ প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষের চমকপ্রদ হবে।

মিহির। গুরুদেব! তবে আশীর্ব্বাদ ক'রুন, আপনার চরণ-ধূলিতে ললাট রঞ্জিত ক'রে আমি এই বিস্তৃত সমর-

সাগরে নিমজ্জিত হই। আশা করি, প্রতি সঙ্কটকালে আপ-নার যেন চরণ দর্শন পাই।

শৃঙ্গমালী। বৎস! তুমি নিশ্চিন্তমনে কার্য্যে ব্রতী হও, আমি সর্ব্বক্ষণ অলক্ষ্যে থেকে তোমায় রক্ষা ক'র্‌ব।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

(নেপথ্যে—উভয়পক্ষের জয়ধ্বনি)

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়পক্ষের প্রবেশ ও প্রস্থান।

জলপাত্র হস্তে সশস্ত্র বালকবেশে ক্ষণার প্রবেশ

ক্ষণা। কি আশ্চর্য্য! সেই কোমলপ্রাণ নিরীহ মিহিরের এ ত অদ্ভুত বীরত্ব! যেন বিদ্যুৎপিণ্ডবৎ অসংখ্য শক্রসেনার মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে বিচরণ ক'র্‌ছে। কেউ সম্মুখে সম্মুখীন হ'তে পার্‌ছে না! তরী-তাড়িত তরঙ্গবৎ বামে দক্ষিণে সৈন্যশ্রেণী ভূপতিত হ'চ্চে! কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত বীরত্ব তোমার মিহির! পুরুষরত্ন! তোমার সঙ্গে কণ্ঠ-রুদ্রের তুলনা?

জনৈক পিপাসার্ত্ত শ্রান্ত শক্রসৈন্যের প্রবেশ।

পিপাসার্ত্তসৈন্য। জল—জল—কোথায় জল! জল

দাও! পিপাসায় প্রাণ যায়! কে আছ সুহৃদ্! জল দাও।

ক্ষণা। এস, এস, এই যে জল!

পিপাসার্ত্তসৈন্য। আঃ আঃ—অতি তৃপ্তি পেলাম! কে তুমি আসন্ন-বন্ধু বালক! তুমি ত কর্ণাটপক্ষের কেউ নও, তোমার যে সিংহলসৈনিকের বেশ! তুমি আমায় জল দিলে?

ক্ষণা। তা হ'ক ভাই, বিপন্নে দয়া, আর্ত্তে সেবা, তাতে কি শত্রুমিত্র ভেদ আছে! সৈনিক, তুমি কি আহত হ'য়েছ?

সৈনিক। না ভাই, আহত হয়নি, পিপাসার্ত্ত হ'য়েছিলাম। ভগবান্ তোমার মঙ্গল ক'রুন।

[প্রস্থান।

ক্ষণা। এখন যাই, কোথায় কে আহত হ'য়েছে দেখিগে।

[প্রস্থান।

কর্ণাটরাজ ও কণ্ঠরুদ্রের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

কর্ণাটরাজ। বালক, তোমার অদ্ভুত পরাক্রম দর্শনে বড় সুখী হ'লাম। কে তুমি বালক, তোমার ত সিংহলবাসীর ন্যায় মুখের গঠন নয়।

কণ্ঠরুদ্র। আমি কে, একদিন পরিচয় পাবেন। কর্ণাট-রাজ! প্রস্তুত হন, গুপ্ত কর্ম্মের প্রকাশ্য ফল গ্রহণ ক'র্‌তে প্রস্তুত হন! পরে পরিচয় গ্রহণ ক'র্‌বেন।

কর্ণাটরাজ। হাঃ হাঃ, কর্ম্মফল! কর্ম্মফল! বাহুবলের কাছে আবার কর্ম্মফল! ভাল, ভাল, বালক, আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হও।

উভয়ের যুদ্ধ ও কর্ণাটসৈন্যগণের প্রবেশ ও যুদ্ধ।

সসৈন্যে কিরাতরাণীর প্রবেশ।

কিরাতরাণী। বেইমানি লড়াই, বেইমানি লড়াই, একঠো লেড়কার সাথে হাজার হাজার সিপাই—সব বেইমানি লড়াই, সব বেইমানি লড়াই! হোঃ হোঃ হোঃ, মার্ দুষমণকে মার্!

[যুদ্ধ ও সসৈন্যে প্রস্থান।

সসৈন্যে সিংহলরাজের প্রবেশ।

সিংহলরাজ। ছিঃ, ছিঃ, কর্ণাটরাজকুলকলঙ্ক, একটী বালককে সহস্র সহস্র সৈন্য ল'য়ে আক্রমণ ক'রেছ! এই কি ধর্ম্ম-যুদ্ধ! তোমরা না সভ্য সুশিক্ষিত ব'লে গর্ব্ব কর? জানি, জানি, কর্ম্মক্ষেত্রে কোনও সভ্যের সভ্যতা থাকে না। দেখ্‌ছ

কি, সৈন্যগণ! দেখ্‌ছ কি! অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবিধান কর'! বালককে রক্ষা কর'।

সিংহলসৈন্যগণ। জয় মহারাজ সিংহলরাজার জয়!

[সকলের যুদ্ধ ও কর্ণাটসৈন্যগণ পরাজিত হইয়া প্রস্থানোদ্যত।

সিংহলরাজ। কি কাপুরুষগণ, একটা বিপন্ন বালককে ত্যাগ ক'রে প্রাণভয়ে পলায়ন ক'র্‌ছ! এই কি তোমাদের ক্ষত্রিয়নীতি! প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, বিপন্ন বালককে রক্ষা কর'!

বেগে মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। মহারাজ! মহারাজ! নিশ্চিন্ত হ'ন, অন্যায় যোদ্ধা মহাপাপীর দণ্ড আমিই দান ক'র্‌ব। সিংহলরাজ! সিংহলসৈন্যগণ! তোমরা এক প্রান্তে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ'। আমিই একাই যুদ্ধ ক'র্‌ব, একাই কাপুরুষকে বন্দী ক'র্‌ব! (যুদ্ধ)

সসৈন্যে কিরাতরাণীর প্রবেশ।

সিংহলরাজ। কিরাতরাণী, যুদ্ধ-বিরত হ'য়ে আমার পার্শ্বে অবস্থান কর! আমার পুত্র মিহিরের বিক্রম দর্শন কর!

(সসৈন্যে কর্ণাটরাজার পরাজয় স্বীকার)

সকলে। জয় মহারাজ সিংহলরাজার জয়।

মিহির। (কর্ণাটরাজকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া) সিংহল-রাজ! এই আপনার অন্যায় যোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বীকে বন্দী ক'রেছি, গ্রহণ করুন!

(শৃঙ্খলবদ্ধ কর্ণাটরাজকর্তৃক মিহিরের মস্তকে আঘাত)

কণ্ঠরুদ্র। (স্বগত) মিহির কর্ণাটরাজকে বন্দী ক'র্‌লে! এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল।

মিহির। উঃ, মহারাজ যাই, দুরাত্মা কর্ণাটরাজ আমাকে গুপ্ত আঘাত ক'রেছে! উঃ—যাই—

দ্রুতপদে ক্ষণার প্রবেশ।

ক্ষণা। (মিহিরকে ধারণ) ভাই মিহির! কোথায় লেগেছে ভাই!

দ্রুতপদে শৃঙ্গমালীর প্রবেশ।

শৃঙ্গমালী। লাগেনি লাগেনি ক্ষণা! আঘাত অতি সামান্য!

(ক্ষণার হস্ত হইতে জল লইয়া মিহিরের অঙ্গে প্রক্ষেপ।

মিহির। কে কে—আপনি গুরুদেব!

শৃঙ্গমালী। হাঁ বৎস! হাঁ বৎস যুদ্ধজয়ী বীর! আজ

আমি ধন্য হ'লাম। আজ আমার এই গুরুদক্ষিণা লাভ! সিংহলরাজ! এই আমার পুরস্কার লাভ!

সকলে। জয় সিংহলের জয়, জয় সিংহলরাজার জয়, জয় জয় বীরকুমার মিহিরের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতানবাদন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিংহলরাজ-অন্তঃপুর।

সাজি হস্তে চুনিমালিনীর প্রবেশ।

চুনিমালিনী। গীত

বাগানে ফুল ফুটে না যে আর।
বুড়িয়ে গিয়ে গাছগুলো সব হ'য়েছে গো ডালপালা সার॥
নূতন বাগান ছিল যখন, টলে যেত' মুনিদের মন,
ফিরে ত কেউ চায় না এখন, নাইক' ব'লে সে বাহার॥
যত সাধে যতন করি, ফুটে না ফুল আহা মরি,
এ দুঃখ কি সৈতে পারি, আপ্‌শোষে বুক ফাটে আমার॥

কৈ গো রাণি মা, পূজার ফুল কে নিবে গো! কাকেও দেখ্‌ছি না যে! যুদ্ধে জয় হ'য়েছে, বুঝি সেই আনন্দে সকলে মেতেছে! ফুল রেখে কি চ'লে যাব, না,—আজ একটু ঘুরে ফিরে দেখ্‌তে হবে! ঘুরবার ফিরবারও আজ

বড় সুযোগ! যাই, ক্ষণার অস্ত্র-শিক্ষালয়ে! সেখানে—সেখানে নিশ্চয়ই সেই মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হবে। চোখের দেখা বৈ ত নয়, আর ত কিছু নয়। আহা মরি, কি সুন্দর ধীর মূর্ত্তি! চোখ দুটী যেন প্রেমরসে ঢল ঢল ক'র্‌ছে! ভুরু ত নয়, যেন ফুল-ধনু! রং ত নয়, যেন সোনার চাঁপা! কি নধর গঠন! আমি ত আমি চুনি-মালিনী, কত সতী-সাবিত্রী-সীতা সেই পায়ে লুটিয়ে পড়ে! নামটী বেশ—আমার মনের মতন! আমি চুনিমালিনী, আর তিনি শৃঙ্গমালী! যেন বিধাতার মিল! মালী আর মালিনী, তবে আগেরটা শৃঙ্গ না হ'য়ে ভৃঙ্গ হ'ত। তাহ'লে আমার বাগান সার্থক হ'ত, এইখানে ফুল রেখে যাই এখন! যদি তা'কে একবার দেখ্‌তে পাই।

[প্রস্থান।

রাণী, ক্ষণা ও রাহুদেবের প্রবেশ।

রাহুদেব। এই দেখুন রাণি ঠাক্‌রুন্‌! আমি পূজোর ফুল ফুল ক'রে খুঁজে ম'র্‌ছি, আর মালিনী মাগী এইখানে রেখে কোথায় চ'র্‌তে গেছে। তা যাক, আনন্দের দিনে সকলে আনন্দ ক'রুক। আমাদের সিংহলের যে এমন সুদিন ঘট্‌বে, তা ত কা'র মনে ছিল না, যুদ্ধের যে ঘোর সঙ্কট-কাল উপস্থিত হ'য়েছিল, আর কণ্ঠরুদ্রকে যে রকম

বেড়াপাকে বেড়ে ছিল, কেউ ত তাকে রক্ষা ক'রতে পারত না! সকলই ত ছিলেন, সিংহল-রাজ, সিংহল-সৈন্য, কিরাত-রাণী, কিরাত-সৈন্য; তার উপর সিংহল-রাজের সমুদায় করদ-রাজা, করদরাজ-সৈন্য; সকলেই ত বিমুখ হ'য়ে প'ড়েছিলেন! কণ্ঠরুদ্রের যায় যায় প্রাণ, এমন সময় অবশ্যম্ভাবী পরাজয়-মেঘ ভেদ ক'রে যদি সত্য সত্যই মিহির-বীর-সূর্য্য এসে উদয় না হ'ত, তাহ'লে কি আজ এ আনন্দ হাসির চিহ্ন কেউ দেখতে পেত? না কণ্ঠরুদ্র পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হ'ত? মরি, মরি, রাণী মা, আপনার মিহিরের কি সে অস্ত্র-চালন-কৌশল! কি সে দ্রুতপদের ক্ষিপ্রগতি! যেন একটা কুম্ভকারের চক্র জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল!

ক্ষণা। মা, মা! আমি সে দৃশ্য দেখেছি! সে বড় চমৎকার মা! কিন্তু কর্ণাটের রাজা কি পাষণ্ড মা! হেরে গেল, বন্দী হ'ল, শেষে কি না শিকলবাঁধাহাতদুটো দিয়ে মিহির দাদার মাথায় একটা আঘাত ক'রলে! মিহির দাদা তখন বড় রণশ্রান্ত ছিলেন, তাই; তা না হ'লে তিনি আহত হ'তেন না! যাক, সে আঘাত সামান্য মাত্র!

রাণী। আহা, বেঁচে থাক মিহির আমার, আমি জান্‌তাম, মিহির আমার ননীর পুতুল,—বড় কোমল,—বড় নিরীহ, তার ভিতরে যে ছাই চাপা আগুনের মত মহাবীরত্ব ঢাকা ছিল, তার চিহ্ন ত এতদিন কিছুই দেখতে পাইনি।

গুরুর কাছে ক্ষণা-মিহির অস্ত্রশিক্ষা ক'রত এই মাত্র জানি ; এখন তার বীরত্ব শুনে আমিও স্তম্ভিত হ'চ্চি। এত গুণে গুণবান্ মিহির আমার! মহারাজ যে সত্যবন্দী হ'য়েছেন, তা না হ'লে আমি ক্ষণাকে মিহিরের হাতে সঁপে দিয়ে তাকেই সিংহলের রাজা ক'রতাম।

ক্ষণা। (স্বগত) সত্য প্রতিজ্ঞা কি না, যে একটা বুনো বরা মারবে, তাকে কন্যাদান ক'রব।

সিংহলরাজ ও কণ্ঠরুদ্রের প্রবেশ।

সিংহলরাজ। রাণি, এতদিনে আমার সন্দেহের—সঙ্কোচের অন্ধকার দূর হল। বোধ হয় শুনেছ, এই বর্ত্তমান যুদ্ধে রহস্য ভেদ হ'য়েছে যে, কণ্ঠরুদ্র কিরাত-পালিত-অজ্ঞাত-কুলশীল বালক নয়, কণ্ঠরুদ্র প্রকৃত কর্ণাট-সম্রাট্ শান্তিদেবের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র কর্ণাট সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজরাজেশ্বর! এখন আমি নিশ্চিন্তমনে সগৌরবে সবার সম্মুখে স্ফীতবক্ষে আমার একমাত্র কন্যা ক্ষণাকে সম্রাট্-বৎস কণ্ঠরুদ্রের হস্তে সমর্পণ ক'রে ধন্য হ'তে পারব। আরও সুখের বিষয় এই যে, কুমার কণ্ঠরুদ্র নিজের পদমর্য্যাদানুযায়ী মহাবীর! বর্ত্তমান যুদ্ধে তার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি।

ক্ষণা। (স্বগত) পরিচয় সকলেই পেয়েছে। ভাগ্যে মিহির ছিল! তাই প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছেন।

রাণী। মহারাজ! আমার মিহিরও না কি খুব অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছে। সেই না কি সিংহলের মান রক্ষা ক'রেছে।

সিংহল। সত্যই রাণি, মিহির আমাদের বীরকুল-মিহির! সেই আজ আমাদের রাজগৌরব রক্ষা ক'রেছে। তাকে তার বীরত্বের উপযুক্ত পুরস্কার আমার সিংহলরাজ-সিংহাসন দান ক'র্‌ব।

কণ্ঠরুদ্র। মহারাজ, উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন, তাতে আর কথা কি আছে? কিন্তু মিহিরের বর্ত্তমান রণজয় কাকতালীয়বৎ দৈবলব্ধসুযোগ! তার হঠাৎ প্রবেশে সকলেই স্তম্ভিত হ'য়েছিল, তাই তার প্রশংসা! যুদ্ধ জয় তার কৃতিত্ব নয়।

ক্ষণা। যে বীর, সে বীরের কৃতিত্ব দেখ্‌তে পায়, কাপুরুষে পায় না!

কণ্ঠরুদ্র। সে জগজ্জয়ী মহাবীর, রাজরাজেশ্বরের পুত্র, তার বংশগৌরব ভারতবিখ্যাত! তোমার চোখে ত সে দেবতা!

ক্ষণা। পেচক সূর্য্যের আলো দেখ্‌তে পারে না, তাই ব'লে পেচক সূর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়! প্রকৃত গুণীর গুণ ব্যক্ত ক'র্‌ব, তাতে আমি ভয় করি না!

কণ্ঠরুদ্র। ভয় কেউ কাকে ক'রে না, কিন্তু দাসী তার প্রভুকে ভয় ক'র্‌তে বাধ্য।

ক্ষণা। ও হো, দাসী! নীচ কিরাতসঙ্গ-লব্ধ ভদ্র-ভাষাই এই বটে!

রাণী। চুপ কর মা, ক্ষণা, কেন মিছা মিছি আপনা আপনি ঝগড়া করিস্, তোর কি এখন জ্ঞান হয় নি মা! আজ বাদে যে কাল তোদের দু'জনের বিয়ে হ'বে?

ক্ষণা। বিয়ে! মা, কার সঙ্গে বিয়ে! তার চেয়ে কি আমার মরণ ভাল নয়!

কণ্ঠরুদ্র। মহারাজ! তার চেয়ে আমায় বিদায় দিন্! আপনার কার্য্য সিদ্ধ হ'য়েছে, যুদ্ধে জয় লাভ ক'রেছেন! আমিও ভগবানের কৃপায় আমার পৈতৃক রাজসিংহাসন লাভ ক'রেছি। আপনি আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, তাই যথেষ্ট, তার উপরে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন ক'রে আপনার সংসারের সুখ-শান্তি নষ্ট ক'র্‌তে চাই না। আপনি আশীর্ব্বাদ ক'রুন, সম্ভবতঃ কর্ণাটরাজকুমারের বিবাহের অভাব হ'বে না। (প্রণাম ও গমনোদ্যম)

সিংহলরাজ। বৎস! অভিমান ক'রে আমার সত্য ভঙ্গ ক'র না! ক্ষণা বালিকা, তার কথা কি তোমার কর্ণপাত করা উচিত! কৌতুক ক'রে তোমার সহিত রঙ্গ ক'র্‌ছে। কোন্ বালিকায় নিজের বিবাহপ্রসঙ্গে মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করে? মা, ক্ষণা, তুমি অতি অন্যায় কার্য্য ক'রেছ, কণ্ঠরুদ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

ক্ষণা। বাবা, আমার অপরাধ কি যে, ক্ষমা চাইব! কোন্ কথাটী আমার অন্যায় হ'য়েছে? আজ যার যুদ্ধ-কৌশল প্রশংসা সকলেই ক'র্‌ছে, উনি ঈর্ষায় অন্ধ হ'য়ে তার নিন্দা ক'র্‌ছেন, তাই আমি তার প্রতিবাদ ক'রেছি মাত্র, এতে আমি ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌ব কেন? দেখ্‌তে পাচ্চি, আপনিও অন্যায় পক্ষপাত ক'র্‌ছেন।

সিংহলরাজ। ক্ষণা, অত প্রগল্‌ভতা ভাল নয়, আমার কন্যা বিদ্যাবতী ক্ষণা যে এত মুখরা, তা আমি জান্‌তাম না। ক্ষণা, আমি স্পষ্ট কথায় তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি, তুমিও স্পষ্ট উত্তর দাও। আমি আমার সত্যধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌বার জন্য কণ্ঠরুদ্রের হস্তে তোমায় দান ক'র্‌তে প্রস্তুত, তোমার তাতে কোন আপত্তি আছে কি?

ক্ষণা। আছে।

সিংহলরাজ। কি আপত্তি আমি শুন্‌তে চাই।

ক্ষণা। কিরাতপালিত যুবক সঙ্গদোষে মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। যে মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত, সেই ঘৃণিত পশুকে আমি আত্মদান ক'র্‌তে পার্‌ব না।

সিংহলরাজ। ক্ষণা, এই কথা শুন্‌বার জন্যই কি আমি তোমায় সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিতা ক'রেছিলাম! তুমি পিতার সত্যধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌তে চাও? পিতার অপমান ক'র্‌তে চাও?

ক্ষণা। পিতা, পিতা, আমি আদৌ বিবাহ ক'র্‌ব না, আজ হ'তে আপনি মনে ক'রুন, আপনার ক্ষণার মৃত্যু হ'য়েছে।

[প্রস্থান।

সিংহলরাজ। দেখ্‌লে রাণি, তোমার গুণবতী কন্যার ব্যবহার!

রাণী। মহারাজ, ক্ষণাকে ক্ষমা ক'রুন! ক্ষণা অবোধিনী! আমি জানি, ক্ষণা কোন দিন কার' কোন অন্যায় কথা শুন্‌তে পারেনি। বাবা কণ্ঠরুদ্র! তুমি একটু অন্যায় ক'রেছ, অযথা মিহিরের নিন্দা করা কর্ত্তব্য হয়নি। সে যে আজ সকলেরই প্রশংসার পাত্র।

কণ্ঠরুদ্র। মা, আপনি বিশেষ বিবরণ জানেন না, ক্ষণা কেন যে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট. কেন যে মিহিরের নিন্দা শুন্‌তে পারে না, তার প্রকৃত কারণ বলি শুনুন; ক্ষণা মিহিরকে ভালবাসে।

রাণী। এ যে বাছা, তোমার অন্যায় কথা! দুজনের সমান বয়স, চিরদিন একসঙ্গে একত্রে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত, একসঙ্গে বিদ্যাভ্যাস, এক গুরুর নিকট শিক্ষা, এক পিতা-মাতার স্নেহ সমান অংশে ভোগ ক'রেছে! দুটীতে ভাই বোনের মত একসঙ্গে আছে, তার মিহিরকে না ভালবাসাই অসম্ভব। সে ভালবাসাতে তুমি ঈর্ষা ক'র' না বাবা!

কণ্ঠরুদ্র। মা, আপনি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, ভাই বোন্‌ এ সংসারে কার নাই মা! আমি ভাই বোনের ভালবাসার কথা ব'ল্‌ছি না। মিহিরের প্রতি ক্ষণার সে ভালবাসা নয়, ক্ষণা মিহিরের প্রেমের অনুরাগিণী।

রাণী। এ অতি অসম্ভব, তবে তাও যদি সম্ভব হয়, তাতে এমন কি দোষ হ'য়েছে যে, ক্ষণা একটা বিশেষ অন্যায় কাজ ক'রেছে। মিহির পবিত্র বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছে! শুনেছি, মিহির অদ্বিতীয় জ্যোতিষী পণ্ডিত, নিজেও প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্বান, মিহিরের মত রূপবান্‌ বালক এ সিংহলে ক'জন আছে? তারপর যা নিয়ে তোমরা বিশেষ গৌরব কর, আজ জান্‌লাম, সে সকলের অপেক্ষা বীর। সমুদায় সৈন্য ও কর্ণাটরাজকে সে সম্পূর্ণ পরাজিত ক'রেছে। নারীর মন আমি তোমাদের অপেক্ষা ভাল জানি, ঐ সকল কারণে ক্ষণা মিহিরের অনুরাগিণী।

সিংহলরাজ। রাণি, তুমি যাই বল, কুমারী কন্যা পরপুরুষের অনুরাগিণী, এটা গৌরবের কথা নয়, এটা তার পিতৃকুলের মহাকলঙ্ক! তোমারই স্পর্দ্ধায় তার এত দূর সাহস বৃদ্ধি হ'য়েছে যে, পিতার অসন্তোষ উপেক্ষা ক'রে স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় পরপুরুষের অনুরাগিণী! ক্ষণার কথায় বুঝ্‌লাম, সে তার পিতার সত্যভঙ্গে কৃতসঙ্কল্প! ক্ষণা হ'তে যদি আমি সত্যভ্রষ্ট হই, তাহ'লে ক্ষণা আমার কে? সে

যদি পিতৃভক্তি বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাহ'লে আমিও কন্যা-স্নেহ বিসর্জ্জন দিলাম। রাণি! আমি তোমাকে শেষ কথা ব'লছি শোন, তোমার স্পর্দ্ধায় সে স্পর্দ্ধিতা! আজ হ'তে সপ্তাহ মধ্যে যদি তাকে কণ্ঠরুদ্রের সহিত বিবাহে সম্মতা ক'রতে না পার, তাহ'লে ক্ষণা আমার ত্যাজ্য সন্তান! তাকে আমি চিরনির্ব্বাসিত ক'রব। আর মিহিরকেও তুমি সাবধান ক'রে দিও, সে যেন কখনও কোন দিন কোন প্রয়োজনে ক্ষণার সহিত আর সাক্ষাৎ না করে।

[প্রস্থান।

রাহুদেব। মহারাজ চলে গেলেন ত! জামাই বাবাজী রাগ ক'র না, আমি একটা ন্যায্য কথা বলি, মিহিরও মানুষ, তুমিও মানুষ! তুমি বরং রাজরাজেশ্বরের পুত্র! ক্ষণা তোমার অনুরাগিণী না হ'য়ে মিহিরের অনুরাগিণী হয় কেন? তুমিও ত ছেলেবেলা থেকে ক্ষণার নিকটে আছ, বাবাজী, রাগ ক'রো না, ভালবাস্‌তে একটু জানা চাই, সর্ব্বদা হেঁই-তেরিয়া মেজাজ হ'লে লোকে সহজে এগোয় না! আমাদেরই ভয় হয়, তা ওতো একটা খুদে মেয়ে! আমার একটা পরামর্শ শোন, ও বেদে পাড়ায় আর যেয়ো না! আর প্রতিদিন দু'টো চারটে মিষ্টি সন্দেশ খেও! হ'ল বা দুটো বোম্বাই আম খেলে, একটা আধটা

ডাবের জল খেলে, পেটটাও ঠাণ্ডা হ'ল', মাথাও ঠাণ্ডা হ'ল', আর কথাগুলোও মিষ্টি হ'ল' !

কণ্ঠরুদ্র। ব্রাহ্মণ, পরিহাসের কি সময়-অসময় নেই ?

রাহুদেব। ঐ—ঐ ত বাবা,দোষ ! আমি হেন একটা শুকো মিন্‌সে আমার একটা পরিহাস সৈতে পার্‌লে না, আর মেয়েরা যে কথায় কথায় পরিহাস করে ! তাহ'লে ঘর সংসার কেমন ক'রে ক'র্‌বে বাবাজী ! আমরা না হয় আজ ব'লে ক'য়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে ধরে বেঁধে ক্ষণাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম, কিন্তু তারপর যে সে ছুটে পালাবে, না হয় গলায় দড়ি দিবে, বিষ খাবে, মেয়েদের পক্ষে সেটা বড় অসম্ভবও নয় ! তাই বলি বাবাজী, ঐ তিরিক্ষি ভাবটা ছেড়ে দাও।

রাণী। বাবা কণ্ঠরুদ্র ! আমার অনুরোধে বাবা, ক্ষণার দোষ ভুলে যাও, আমিও ক্ষণাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে দেখ্‌ছি, তুমিও তার সকল কথায় রাগ ক'র না ! এস যাই, ক্ষণা কোথায় গেল দেখিগে।

[কণ্ঠরুদ্র সহ প্রস্থান।

রাহুদেব। তাহ'লেই সাতদিন বাদে যা হয় একটা কিছু হবেই ! মহারাজ ব'লেছেন, বিবাহের দিন স্থির ক'রে রাখ্‌তে, আমি সেটা স্থির ক'রে রাখি। ভগবান যা ঘটান, তা ত ঘট্‌বেই ! যাক্‌ দিনটা আজ ফাঁকেই গেল ! রাণী-

মার পুরী থেকে মোণ্ডা পুরি দর্শন না ক'রে শুধু মুখেই ফিরে যেতে হ'ল! একেই বলে দুর্দ্দিন!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শৃঙ্গমালীর গৃহ-প্রাঙ্গণ।

আরাধিতা, চন্দ্রালোক ও পল্লীবালকগণের প্রবেশ।

চন্দ্রালোক ও পল্লীবালকগণ। গীত

ডাকার মত ডাকতে তোমায় পারি না ব'লে কি পাই না।
ডাকতে কেন শিখাও না গো, আমি ধন রত্ন কিছু চাই না॥
কোন্ নামে তুমি সুখী হও, কেমন ধারা নামটি চাও.
সেই নামটী শিখায়ে দাও,
(ও কাঙালের সখা ও দয়াল, দয়াল হরি, তোমার ভালবাসা
বড়ই মধুর) আমি অন্য নাম ত গাই না॥
শুনি তোমায় হৃদ্‌কমলে, তোমার রাঙা চরণ পায় সকলে,
(ও প্রেমময় হরি, তুমি প্রেমের হৃদয় ভালবাস,
তুমি প্রেমের বাঁধন আপনি পর)
আমার সে ভরসা আছে ব'লে, আমি অন্য কোথায় যাই না॥

আরাধিতা। সব ভুলিয়েছ বাবা, আমায় তোমরা সব ভুলিয়েছ, শোক, তাপ, দুঃখ, দারিদ্র সব ভুলিয়েছ! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমাদের এইভাবে এই হরিভক্তি

চিরদিন সমান থাকে। দয়াময় হরি, বালকসঙ্গ বড় ভাল-বাসেন! তোমরাই যেন বালকবেশে তাঁর সেই ব্রজের রাখাল। এস বাছারা, মাঝে মাঝে এসে আমাকে এরূপ তৃপ্তি দান ক'রে যাবে। লও মিষ্টান্ন ধর, খেতে খেতে শ্রীভগবানের নামমাহাত্ম্য গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাও।

[বালকগণ মিষ্টান্ন লইয়া প্রস্থান।

চন্দ্রালোক। মা, আজ কেন এখনও শ্রীধর দাদা এল' না?

আরাধিতা। সে যে বাবা, সকলেরই প্রিয়; হয় ত কার' ভালবাসায় বাঁধা প'ড়েছে, তাই দেরী হ'চ্চে! তবে আসবেই, সে কখন মিথ্যা কথা ব'লে না। তার মিষ্টান্নের ভাগ রৈল, এসে খাবে এখন।

চন্দ্রালোক। হাঁ মা, আমাকে তুমি আর ভিক্ষা ক'র্‌তে যেতে বল না কেন?

আরাধিতা। এখন ত আর অভাব হয় না বাবা, বাবা শ্রীধর নিজের ব্যবস্থা নিজে ক'রে নিয়ে আমাদেরও ভার গ্রহণ ক'রেছেন।

চন্দ্রালোক। কি ব্যবস্থা ক'রেছেন মা! খুলে বল না?

আরাধিতা। বাবা, সে কথা শুনলে তুমি আশ্চর্য্য হ'বে, আমি সব কথা তোমাকে ব'লছি; কিন্তু সাবধান, এ কথা

যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়। বাবা, আমি প্রতিদিন প্রাতে শ্রীধর দর্শন ক'র্‌তে যখন শ্রীধরের ঘরে যাই, গিয়ে দেখি, আমাদের দৈনিক ভোজ্য, প্রচুর পরিমাণে পাত্রপূর্ণ হ'য়ে আছে, কোন দিকে কোন অভাব বোধ ক'র্‌তে পারি না। তবে কেন তোমায় ভিক্ষায় পাঠাব বাবা!

চন্দ্রলোক। মা, আমাদের শ্রীধর দাদা কে! তাঁর বাড়ী কোথা? আমি মনে করি, এলেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, কিন্তু তাঁকে দেখ্‌লেই সব ভুলে যাই, আর পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয় না।

আরাধিতা। বাবা রে, আমারও সেই দশা! আমিও ভুলে যাই। সে যে ভুলিয়ে দেয়! সে যখন মা ব'লে সম্মুখে দাঁড়ায়, তখন যে আমি এ সংসারে সব কথা ভুলে যাই, এমন কি তোমাদের কথাও ভুলে যাই।

চন্দ্রালোক। আজ মা, শ্রীধর দাদার কথায় কিছু ভুল' না, আমিও ভুল্‌ব না। আজ শ্রীধর দাদার পরিচয় নোবই নোব। এই তোমার কাপড়ে গের দিয়ে দিচ্ছি, আর আমিও গের বাঁধ্‌ছি।

(আরাধিতার বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিদান ও নিজের বস্ত্রে গ্রন্থিদান)

হাসিতে হাসিতে শ্রীধরের প্রবেশ।

শ্রীধর। ওকি কাপড়ে গের বাঁধ্‌ছিস্‌ কেন ভাই!

একি মাঁর কাপড়েও বেঁধেছিস্ যে! (গ্রন্থি মোচন) ভাই, আমার কথা শোন, কোথাও কোন গের দিস্‌নি। আমি গের দেওয়া ভালবাসিনি। কৈ মা, আমায় মিষ্টি দিলে না? আমার জন্যে যে তুমি তুলে রেখেছ!

আরাধিতা। হাঁ বাবা, হাঁ বাবা, ভুলে গেছ্‌লাম, এই নাও, খাও।　(অধরে মিষ্টদ্রব্য প্রদান)

শ্রীধর। হাঁ মা, আমার চেয়ে চন্দ্রালোককে বেশী দাওনি ত?

চন্দ্রালোক। হাঁ, আমাকে বেশী দিয়েছে শ্রীধর দাদা! মা এমনি মাই বটে! হাঁ মা, তুই আমায় ফাঁকি দিয়ে দাদার জন্যে এত রেখেছিলি? তা হবে না, তা হবে না, শ্রীধর দাদা! আমাকে বেশীর ভাগ দিতেই হবে।

(মিষ্টদ্রব্য লইয়া কাড়াকাড়ি)

আরাধিতা। একেই বলে ছেলে? স্নেহ-ভালবাসার সবি মধুর, মিলনও মধুর, বিবাদও মধুর। চন্দ্রালোক, ব'সে পড়' বাবা! বাবা শ্রীধর, তুমি আমার কোলে এস, আজ তোমায় একটা নূতন জিনিষ দেখাব।

(শ্রীধরকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

শ্রীধর। মা, তুমি আমায় ভুল'চ্চ; তা আমি ভুল্‌ছি না।

[শ্রীধরকে লইয়া আরাধিতার প্রস্থান।

চন্দ্রালোক। মা, আমাকে পড়্‌তে ব'লে শ্রীধর দাদাকে নিয়ে চ'লে গেল! আমার কি আর পড়া হয়! শ্রীধর দাদার সঙ্গে আমারও মন যেন সেই দিকে চ'লে যাচ্চে!

দশচক্রের প্রবেশ।

দশচক্র। এই যে চন্দ্রালোক, একা! আজ ধ'রেছি, বাবা, আমি রোজই আসি, একদিনও নিরিবিলি পাইনে যে, একটা তোমার উপকারের কথা বলি! আজ বড় সুযোগ, কেউ নেই! এস দেখি, ঠাণ্ডা হ'য়ে দাঁড়াও, আমার এতে কোন স্বার্থ নেই, তোমাদেরই ভাল কথা!

চন্দ্রালোক। কি কথা ব'ল্‌বেন বলুন, আপনাকে দেখ্‌লেই আমার বড় ভয় করে।

দশচক্র। ভয় কি, আমি ত আর বাঘভাল্লুক নই! ওহে' আমি বড় ঠাণ্ডা মানুষ! কার' সঙ্গে আমার ঝগড়া বিবাদ নেই। ছেলেবেলা, সকলে আমাকে সুবোধ সুশীল বালক বল্‌ত।

চন্দ্রালোক। কি ব'ল্‌বেন শীগ্‌গির ব'লুন, আমার শ্রীধর দাদার জন্যে বড় মন কেমন ক'র্‌ছে।

দশচক্র। ঐ—ঐ, ঐ শ্রীধর দাদার কথাই! ঐ তোমাদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ব'সেছে।

চন্দ্রালোক। অমন কথা ব'ল্‌বেন না।

দশচক্র। শোন ভাই, আমার কথাটা আগে শোন, ঐ যে তাকে দাদা ব'লে ডাক, সে তোমার মাকে মা ব'লে ডাকে, একসঙ্গে খেলা কর, বলি, তার কি পরিচয় নিয়েছ? বলি, এই যে তুমি তার উচ্ছিষ্ট খাও, এমন কি তোমার মাও তার ছোঁয়া খায়, তার জাত কি জান?

চন্দ্রালোক। না, তা ত জানি নি! তাকে ত সে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

দশচক্র। তা'হ'লে আমার কাছে সত্যি কথা শোন; তাহ'লেই বুঝ্‌বে, আমি তোমাদের উপকার ক'র্‌তে এসেছি কিনা?

চন্দ্রালোক। শ্রীধর দাদা অজাত নাকি? না, তা হ'তে পারে না! অমন মিষ্টি চেহারা, অতো মিষ্টি কথা; তাও কি অজাত হয়?

দশচক্র। এই পাগল আর কি! কথাগুলো শোন; টোকো আমমাত্রেই সিঁদুরে রাঙা টুকটুকে হয়। তার জেতের কথা শুন্‌বে? খাঁটি ধেমো গয়লার ছেলে! তার বাবা বাঁক ঘাড়ে ক'রে পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়, মা বেটী দুধ ঘোল বেচে! ছোঁড়া গোরু চরাত, ক্রমে হাতটান স্বভাব হ'ল, পরের জিনিষ আস্‌টা সরাতে আরম্ভ করলে! আবার দাঁও পেলে পরের হাঁড়িও মারত, দেখে শুনে

মা বাপে ত্যজ্যপুত্র ক'রেছে, শেষে পাড়ার লোকে তাড়িয়েছে! তোমরা নেহাৎ নিরীহ ভাল মানুষ, তোমার বাপ ঘরে নেই! সুযোগ পেয়ে এসে তোমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। সাবধান, সাবধান, আর কখন ছোঁড়াকে বাড়ী আস্‌তে দিও না; জাত যাবে, শেষে একঘরে হবে, আমি এখনি কাণাঘোষা শুনে এলাম। সাবধান! সাবধান!

চন্দ্রালোক। তাই ত, তাই ত, সে যে আমাদিগে বড় ভালবাসে, আমাদের অসময়ের বন্ধু।

দশচক্র। কিসের অসময়ের বন্ধু! পাড়া থেকে চাল ডাল এনে দেয় ব'লে? তার আর হ'য়েছে কি, সে সব আমিই ব্যবস্থা ক'রে দিচ্চি!

চন্দ্রালোক। কি ব্যবস্থা ক'র্‌বেন?

দশচক্র। তুমি কি ব্যবস্থা চাও? কি ক'রে দিন ... ত হবে, তাই চাও, না বাপকে চাও? আমাকে বড় কেউকেটা মনে ক'র না! আমি দৈববলে সব ক'র্‌তে পারি। বল কি চাও?

চন্দ্রালোক। আমাদের সবই অভাব, সবই চাই! আপনি কি ব'ল্লেন, বাবাকে এনে দিতে পার্‌বেন?

দশচক্র। এখন পথে এস, বাপ এনে দিতে পার্‌লে আমার সব কথা যে সত্যি, তখন বিশ্বাস ক'র্‌বে ত?

চন্দ্রালোক। হাঁ, নিশ্চয় বিশ্বাস ক'র্‌ব।

দশচক্র। বেশ, তাহ'লে আমি যা বলি, তাই কর। এ সংসারে ঠাকুরঠুকুর কিছুই নয়, প্রত্যক্ষ দেবতা আজ তোমায় দেখাব! প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পাবে।

চন্দ্রালোক। আমায় কি ক'র্‌তে হবে ব'লুন!

দশচক্র। পূজার আয়োজন ক'র্‌তে হবে।

চন্দ্রালোক। এইত পূজার আয়োজন আছেই।

দশচক্র। বেশ, আমি সূর্য্যদেবতার পূজায় বসি, তুমি চক্ষু মুদ্রিত ক'রে সেই সূর্য্যদেবতাকে মনে মনে স্মরণ ক'রে আমার মুখোচ্চারিত মন্ত্র মনে মনে জপ কর। তাহ'লেই দেখ্‌বে, প্রত্যক্ষ দেবতার দর্শন পাবে। আর তার পরে তোমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা ফিরে আস্‌বেন। ব'স, আমার পাশে ব'স। (চন্দ্রালোকের তথাকরণ)

দশচক্র। জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং, ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং। ভো সবিতৃদেব! ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ!

সূর্য্য মূর্ত্তি লইয়া ধীরে ধীরে শ্রীধরের প্রবেশ।

দশচক্র। একি, একি, সত্যই কি সূর্য্যদেব আবির্ভূত হ'লেন! এও কি সম্ভব? সম্ভব না হ'লেই বা এ কি? একি, এ যে সত্যই সূর্য্য মূর্ত্তি! বোধ হয়, আমার ভক্তির আহ্বান শুনে সূর্য্যদেব আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না! অহো, কি

তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি! বালক, বালক, চেয়ে দেখ, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা কিনা, ভক্তিভরে প্রণাম কর, আমিও প্রণাম করি। (প্রণাম)

চন্দ্রালোক। ওকি, ওকি,একি ভয়ানক মূর্ত্তি! মাগো, মাগো, আগুণ আগুণ! চোক্ ঝল্‌সে গেল! ঝল্‌সে গেল!

[বেগে প্রস্থান।

(দশচক্রের নয়নবন্ধনপূর্ব্বক শ্রীধরের তাহার স্কন্ধে আরোহণ)

শ্রীধর। (বিকৃত স্বরে) ভক্ত, ভক্ত, আমি এসেছি! বরং বৃণু!

দশচক্র। কেরে কেরে ঘাড় গেল,ঘাড় গেল! দেখ ত দেখ ত বাবা চন্দ্রালোক, কে আমার ঘাড়ে চাপ্‌ল?

শ্রীধর। দশচক্র! তোমার ঘাড়ে, ভগবান ভূত! এ ভূত তোমার ঘাড় থেকে এজন্মে আর নাম্‌বে না। এখন দশচক্রে ভগবান ভূতের সাক্ষী হ'য়ে যতদিন পার বেঁচে থাক।

দশচক্র। ডিংরে,তুই! ওরে বাবা—বেটা কি ভারিরে! নাম্ নাম্ বাবা, আর ও কথা ব'ল্‌বো না! ঘাট মান্‌ছি, হাতে ধর্‌ছি, পায় পড়্‌ছি, দোহাই বাবা, নেমে এস!

শ্রীধর। (নামিয়া) তার পর—আমার বাঁধন খুল্‌তে পার্‌বে?

দশচক্র। (চক্ষুর বন্ধন নিজে চেষ্টা করিয়া খুলিতে না পারিয়া) চোখের বাঁধন খুলে দাও বাবা, আমি যে অন্ধকার দেখ্‌ছি।

শ্রীধর। তোমার এ অন্ধকার যাবার নয়, লোকে চোখ মুদ্‌লে অন্ধকার দেখে, তুমি যে খোলাচোখে চিরদিনই অন্ধকার দেখে আস্‌ছ !

গীত

রাতকানা পায় দিনে পার দিনকানা পার পাবে কোথায়।
সে যে অন্ধকারে ঘুরে মরে হোঁচট্ খায় গো পায় পায়॥

দশচক্র। আমার আক্কেল হ'য়েছে, আর কেন লজ্জা দিস্ ভাই!

শ্রীধর। গীত

শ্মশান বৈরাগ্য যেমন, এ আক্কেলটী লোকের তেমন,
প্রতিপদের চাঁদের মতন, দেখা দিয়েই ডুবে যায়॥

দশচক্র। আর যাবে না দাদা, যাবে না। তুই এবারটী পরখ ক'রে দেখ্।

শ্রীধর। গীত

তোমার মত দেখ্‌লাম কত, কাজ ত হয়না কথার মত,
সভায় বক্তৃতা যত, ছাড়্‌লে সভা সব ফুরায়॥

দশচক্র। আর ফুরাবে না, আর ফুরাবে না, আজ থেকে দেখে নিস্ ভাই।

শ্রীধর। তা হ'চ্চে না, এখন তুমি আমার সঙ্গে এস দেখি, আঁধারে কেমন চ'ল্‌তে পার, দেখি চলি, চলি পা-পা—চলি পা-পা—

দশচক্র। মানুষকে কায়দায় পেলে অনেক বেটা-বেটী এমন ক'র্‌তে পারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পবাটিকা।

লিপিলিখনরতা ক্ষণা আসীনা।

পশ্চাৎ হইতে অলক্ষ্যে কণ্ঠরুদ্রের প্রবেশ।

[লিপি দর্শন ও ক্রোধবিরক্তি প্রতিহিংসা প্রকাশ করিয়া প্রস্থান।

ক্ষণা। পত্রের প্রতি ছত্র যেন বেঁকে গেছে! অক্ষরগুলি বিশ্রী হ'য়েছে! পত্রখানা লিখ্‌তে গিয়েই হাত

কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। ভগবান্ একি বিধান তোমার! একদিনেই কি অবস্থান্তর! আমি মিহিরকে পত্র লিখ্‌ছি, যেন চোর হ'য়ে চুরি ক'র্‌ছি! তা যাহ'ক—লেখাটা যেমন তেমন হ'ক, কিন্তু অস্পষ্ট ত হয়নি! এখন দেখা যাক, লেখার ভাষাটা কেমন হ'ল! (পত্র পাঠ)

মিহির!

পিতার আদেশে আর তোমার সহিত আমার দেখা হ'বার কোন সম্ভাবনা নাই! তবুও আশা—একবার দেখা ক'র্‌বো! অনেক কথা আছে! আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে বিন্দু পাহাড়ের সানুদেশে আম্রোদ্যানে উপস্থিত থাক্‌বে।

দাসী—ক্ষণা।

চুনিমালিনীকে আসতে ব'লেছিলাম, এখনও আসছে না কেন! সেই আমার অকূল পাথারের আশ্রয়-তরণী! আস্‌বার সময় কি গেছে--না—ঐ যে আসছে! আয়, আয় চুনি! তোর জন্যে ভাব্‌ছিলাম।

চুনিমালিনীর প্রবেশ।

চুনিমালিনী। গীত

এই যে আমি, ভাবনা কিলো রাজ-নন্দিনি।
কেন শুকিয়ে গেছে বদনখানি, (আমি যে) জেগে বাঁচিনি।

উতলা কিসের তরে, বল না প্রকাশ ক'রে,
আনব কি বঁধুরে ধ'রে, ওলো বঁধুবিরহিণি ॥

ক্ষণা। চুনি দি, ঠাট্টা তামাসা রাখ বোন, আজ একটা কাজ ক'র্‌তেই হবে।

চুনি। রাজনন্দিনি! জান ত তুমি, আমি চিরদিনই তোমার ব্যথায় ব্যথী। কি ক'র্‌তে হবে, এখনি বল, আমি প্রাণপাত ক'রে, এখনি তা ক'র্‌ছি।

ক্ষণা। তাই জন্যে ত তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম বোন! (স্বগত) তাই ত কি ক'রেই বা বলি! চুনি দি, তা কি মনে ক'র্‌বে? কি বা মনে ক'র্‌বে, আমরা ত চিরদিনই ভাই বোনের মত একসঙ্গে থাক্‌তাম। আমি মনে ক'র্‌তে পারি ব'লে, চুনি কি তা মনে ক'র্‌বে। সঙ্কোচ দেখাব না, তাহ'লে আপনা হ'তেই ধরা দেওয়া হবে। (প্রকাশ্যে) চুনি দি, এই চিঠিখানা মিহিরের কাছে দিয়ে আস্‌তে হবে।

চুনি। কেন, দাদামণি কোথা যে, তাকে চিঠি লেখা।

ক্ষণা। সে অস্ত্রশিক্ষালয়ে গুরুদেবের কাছে আছে। আজকে আর আসবে না ব'লে শুনেছি, তাই চিঠি লিখ্‌ছি।

চুনি। তা চিঠি লেখা কেন? কি ব'ল্‌তে হবে বল না, ব'লে আস্‌ছি। আজ তাকে দেখা ক'র্‌তে ব'ল্‌ব, এখানে আস্‌তে ব'ল্‌ব?

ক্ষণা। না, না, চুনিদি, তা নয়, তা নয়; সে মুখে ব'ল্‌লে হবে না।

চুনি। মুখে ব'ল্‌লে হবে না? তোমাদের এমন কি কথা? ভাই বোন তার আবার ঢাকাঢাকি কি? ওকি, ওকি, মুখ লুক'চ্চ কেন? দেখি, দেখি, মুখখানা দেখি! এই যে গালদুটী লাল হ'য়েছে, চোখ দুটী ছল ছল ক'র্‌ছে, ঠোঁটে চাপা হাসি খেলা ক'র্‌ছে! ক্ষণা, সত্যি বল্, মরেছিস্ নাকি?

ক্ষণা। (হাত ধরিয়া) চুনিদি, চুনিদি, তুমি নারী, নারীর কাছে নারীর হৃদয় লুকান যায় না! আমি অনেক দিন মরেছি! মা বাবা জান্‌তে পেরেছেন, আমাদের দুজনের প্রতি স্বতন্ত্র বাসের আদেশ দিয়েছেন, সেই বেদের ছেলে গোঁয়ারটার সঙ্গে জোর ক'রে বিয়ে দিবেন। আজ তিন দিন তাঁকে দেখ্‌তে পাইনি। চুনিদি, আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বল্‌ছে, আমায় বাঁচাও।

চুনি। এর মধ্যে এতদূর হ'য়ে গেছে, তা আমার কাছে তা বল্‌তে লজ্জা কি বোন! দাও, আমায় চিঠি দাও, আমি দিয়ে আস্‌ছি! তোমাদের গুরুদেব কি সেখানে আছেন? তাঁর অসাক্ষাতে দিতে হবে ত? (স্বগত) এত সহজে যে এমন কঠিন কাজ স্বীকার ক'র্‌লাম, ক্ষণা তা কিছুই বুঝ্‌তে পারে না, যখন [illegible]তে পারেনি, তখন তাকে বোঝানাও উচিত নয়।

ক্ষণা। সম্ভবতঃ গুরুদেব সেখানেই আছেন, তাঁর সাক্ষাতে দিবে, তাঁকে দেখে সঙ্কোচ ক'র না।

চুনি। তা যাই, আসিগে, (স্বগত) কাকে দেখে সঙ্কোচ ক'র্‌ব, সেই তাকে! যাকে দেখে—আমার বুকে অনন্ত তরঙ্গ খেল্‌তে থাকে, তরঙ্গে তরঙ্গে প্রাণ নাচতে থাকে, তাকে দেখে সঙ্কোচ হবে! পিপাসার জল, ক্ষুধার অন্ন দেখে কে সঙ্কোচ হয় রে পাগ্‌লি।

[প্রস্থান।

ক্ষণা। পত্র পেয়ে মিহির বিরক্ত হবে না ত! আমায় চপলা ব'লে মনে মনে দুঃখিত হবে না ত! কিন্তু আমি যে আর সৈতে পারিনি! আজ পঞ্চদশ বৎসর একদিনও, তাঁর বিরহ ভোগ করিনি! উঃ আজ তিন দিন দেখিনি! যেন যুগযুগান্তর! ঐ যে সঙ্গিনীরা আস্‌ছে।

সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ। গীত

কেন আঁখিনীর ঝরে, মলিন অধরে, শুকায়েছে সুধাহাসি।
কেন এলায়েছে কেশ, বিমলিন বেশ, বাসি যেন ফুলরাশি॥
অশোকপল্লব নব মুকুলিত [illegible]ন তাপে বল আজি গো তাপিত,
হাসির হিল্লোলে কেন নাহি দোলে,বাসন্তীকুসুম লাবণ্যবিকাশি;—

উষায় মিহির নীরদে ঢেকেছে, নলিন-বদন মলিন হ'য়েছে,
কোকিলকূজন, ভ্রমরগুঞ্জন, নীরব হ'য়েছে নিরানন্দে ভাসি॥

ক্ষণা। আবার সব হ'বে, আবার বসন্ত আস্‌বে, কোকিল গান ক'র্‌বে, ভ্রমর গুন্ গুন্ ক'র্‌বে, ফুল ফুটবে, যখন মেঘ সরে গিয়ে তরুণ তপন দেখা দিবে।

১ম সখী। সে দিন কবে হবে ক্ষণা! তোর অবস্থা দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়! হায় ভগবান্! নারীজাতিকে সৃষ্টি ক'রেছিলে কেন? পরের মুখের দিকে চেয়ে যাদের দিন কাটাতে হয়, তাদের মত হতভাগ্য আর কে আছে! হায়, ভালবাস্‌তে হবে, তাও পরের মুখ চেয়ে।

কণ্ঠরুদ্রের প্রবেশ।

কণ্ঠরুদ্র। ক্ষণা, ক্ষণা, আমায় ক্ষমা কর।

ক্ষণা। আবার এসেছ, এখনও কি তোমার মনের মত হয় নি? ক্ষণাকে বন্দিনী ক'রেছ, ক্ষণার জীবন-সর্ব্বস্বকে তাড়িত ক'রেছ, পিতামাতার স্নেহরাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত ক'রেছ, তাঁদের প্রাণে গরল ঢেলে দিয়েছ, তবু কি তোমার মনের মত হয়নি? অন্যের অনুরাগিণী কলঙ্কিনীর কাছে কেন এসেছ! তুমি রাজরাজেশ্বর, আমি অনাথিনী ব্রাহ্মণ-পত্নী—আমার কাছে কেন? কেন তুমি আমার কাছে এসে দৈন্য দেখাচ্ছ! তুমি ইচ্ছা ক'র্‌লে

আমার মত শত শত ক্ষণাকে এনে ভোগ্য-দাসী ক'রতে পার, তবে কেন এসেছ? ক্ষণাকে বিদ্রূপ ক'র্তে? তার ক্ষত স্থানে লবণ মার্জ্জনা ক'র্তে?

কণ্ঠরুদ্র। না ক্ষণা, আমি অপরাধ স্বীকার ক'রতে এসেছি। অপরাধের ক্ষমা চাইতে এসেছি। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর! আমি তখন বুঝ্‌তে পারিনি—ক্ষণা, তুমি কত সুন্দর!

ক্ষণা। দেখ যুবক! তুমি কি নিজের মত সকলকে চরিত্রহীন দেখ? তুমি জান্‌তে পেরেছ যে, আমি মিহিরের অনুরাগিণী, মিহির আমার স্বামী! তবে কেন তুমি পরস্ত্রীকে পরিহাস ক'রতে এসেছ! কোন্ সাহসে এসেছ, আমি বিপন্ন ব'লে? নয়, কেমন? আমি বিপদে পড়ে মিহিরের মত স্বামী ত্যাগ ক'রে তোমার সেবা কর্‌ব? কেমন, নয়! তুমি ব্যাধচরিত্র ব'লে তোমার এই দুরাশা!

কণ্ঠরুদ্র। ক্ষণা, তুমি কি জান না, মানুষ প্রেমের প্রতিহিংসা সাধনের জন্য এ জগতে কি না ভয়ঙ্কর কার্য্য ক'রেছে! পুরাণে ইতিহাসে দেখ্‌তে পাবে—এই কারণে শত সমরক্ষেত্র কোটী নররক্তে রঞ্জিত হ'য়েছে।

ক্ষণা। তা হ'তে পারে, এ ক্ষেত্রেও তা হ'তে পারে! তা ব'লে সতী স্বামী ত্যাগ ক'রেছে—এ দৃষ্টান্ত পুরাণে ইতিহাসে কোথাও দেখেছ কি?

কণ্ঠরুদ্র। তুমি ত এখন বিবাহ করনি, তবে মিহিরকে স্বামী সম্ভাষণ ক'রছ কেন? তবে কি তুমি তাকে দেহদান ক'রেছ?

ক্ষণা। দেখ, নীচ, আমি ব্যাধবালিকা নই, প্রেমে দেহদান ক'রতে হয় না, হৃদয়দান ক'রতে হয়। সে আদান-প্রদান বহুপূর্ব্বেই হ'য়ে গেছে। সেই হ'তেই আমরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী!

কণ্ঠরুদ্র। ক্ষণা, আমি করযোড়ে বিনয় ক'রে ব'লছি, তুমি মিহিরকে ভুলে যাও, বিবাহ যখন শাস্ত্রসম্মত হয় নি, তখন সে বিবাহ বিবাহই নয়। মনে মনে কত লোক কত-বার স্বামী স্ত্রী হয়—তা ব'লে কি সে সম্বন্ধ চিরদিন থাকে! যার সঙ্গে বিবাহ হয়, সেই তার স্বামী।

ক্ষণা। তুমি না ক্ষত্রিয়! নীচসংসর্গে কি তোমার এতদূর অধঃপতন হ'য়েছে? ব্যাধরমণীর সংসর্গে থেকে কোনও ভদ্ররমণীচরিত্রমাহাত্ম্য বুঝতে পার না?

কণ্ঠরুদ্র। ক্ষণা, ক্ষণা, তুমি যতই বল, আমি কিছুতেই আত্ম সম্বরণ ক'রতে পারব না। আমি কিছুতেই তোমায় ভুলতে পারব না! (ক্ষণার হস্ত ধারণোদ্যত)। ক্ষণা, ক্ষণা, তুমি আমার হও।

ক্ষণা। সাবধান, আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'র না। পরনারীর অপমান ক'রলে তার ফল হাতে হাতে পাবে। সতী

প্রাণের বিনিময়ে নিজের সতীত্ব রক্ষা করে! দূর হও, দূর হও! কামান্ধ কুক্কুর! বিনা পদাঘাতে বিমুখ হবে না? (অস্ত্র বাহির করণ) যা সখি, পিতার নিকট যা, গিয়ে সংবাদ দে যে, তাঁর অসহায়া কন্যার সম্মান রক্ষা কিরূপে হ'চ্চে—একবার এসে দেখে যেতে বল্‌গে। (প্রথমসখী গমনোদ্যত)

কণ্ঠরুদ্র। ক্ষণা, নিরস্ত হও, মহারাজকে সংবাদ দিতে হবেনা। আমি এ স্থান ত্যাগ ক'রছি। (স্বগত) এখন ব্যস্ত হব না। ক্ষণার পত্রের বিষয় ত জেনেছি! রাত্রিতে উভয়ের মিলন স্থানে উপস্থিত হ'য়ে—এ অপমানের প্রতিদান অনায়াসেই দান ক'রতে পারব।

[প্রস্থান।

ক্ষণা। আয় সঙ্গিনীগণ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অস্ত্র-শিক্ষালয়।

শৃঙ্গমালী ও মিহিরের প্রবেশ।

শৃঙ্গমালী। আমি পূর্ব্ব হ'তেই জানি বৎস! এ সিংহল বর্ব্বর দেশ! এখানে গুণের আদর নেই। তোমার প্রতি মহারাজ সিংহলেশ্বর যেরূপ দুর্ব্যবহার ক'রেছেন, তাতে যে এদেশে কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম আছে, তা ত আমার কিছুতেই বোধ হয় না। সুতরাং আমার মতে তোমার এ স্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য! এ সিংহল তোমার মত পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র নয়।

মিহির। গুরুদেব! সিংহলরাজের বিশেষ কোন দোষ নাই, তিনি সত্যধর্ম্মে বাধ্য। অথচ কন্যা তাঁর অবাধ্য! তিনি যদি কণ্ঠরুদ্রকে কন্যাদান ক'রতে না পারেন, তাহ'লে তাঁর পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা। বিশেষতঃ কণ্ঠরুদ্রের বর্ত্তমান যে অবস্থা, তাতে কোন্ কন্যার পিতা ওরূপ জামাতা লাভে লালায়িত না হন!

শৃঙ্গমালী। মিহির! সত্য কি ক্ষণা তোমার অনুরাগিণী? সত্যইকি ক্ষণা তোমায় স্বামীভাবে ভালবেসেছে? সত্য-ব'ল, লজ্জিত হওনা!

মিহির। হাঁ গুরুদেব, ক্ষণার কথায় তাই বুঝি।

শৃঙ্গমালী। মিহির, ক্ষণা অস্বাভাবিক অন্যায়কর্ম্ম কিছুই করে নাই! আজ পঞ্চদশ বর্ষ তোমরা একত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে বাস ক'র্‌ছ, তাতে তোমার মত সর্ব্বগুণবান্ পুরুষের পক্ষপাতিনী না হওয়া বালিকার পক্ষে অসম্ভব। এ পক্ষে সিংহলরাজেরই সত্য পণে বদ্ধ হওয়া, একটা পাগলামীর মতই বোধ হয়। কেননা একটা বন্য বরাহহন্তাকে কন্যাদান ক'র্‌ব এ একটা অস্বাভাবিক প্রতিজ্ঞা! আচ্ছা, সেই বন্য বরাহহন্তাই যদি একটা চণ্ডাল সন্তান হ'ত, কিম্বা মানুষ না হ'য়ে একটা সিংহ ব্যাঘ্র হ'ত! তাহ'লে—তাহ'লে তিনি কি তাদের কন্যাদান ক'র্‌তেন! কথা কি জান মিহির। আজ কণ্ঠরুদ্র ঘটনাচক্রে কর্ণাটরাজ! তাই রাজজামাতা লাভের জন্য সিংহলরাজের সত্য রক্ষা একটা ভাণ মাত্র! যাই হ'ক, তুমি অতি সাবধানে থাক্‌বে! কেননা উগ্রপ্রকৃতি কণ্ঠরুদ্রকে আমি বিশেষ জানি! সেই ব্যাধস্বভাবপ্রাপ্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবকের হিতাহিত জ্ঞান বিন্দুমাত্র নাই। প্রতিহিংসাবশতঃ হয় ত তোমাকে সে আক্রমণ ক'র্‌তে পারে, তবে প্রকাশ্য আক্রমণে সে সাহসী হবে না। যাই হ'ক—তুমি সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাক্‌বে! এখন আর একটী কথা সত্য ব'ল্‌বে মিহির। তার পর আমি তোমার পরিণাম চিন্তা ক'র্‌ব! ব'লতে কুণ্ঠা-

বোধ ক'র না, আমি তোমার শুধু অস্ত্র-গুরু নই, আমাকে তোমার একজন হিতৈষী বন্ধু ব'লে জান্‌বে।

মিহির। গুরুদেব! এই প্রবাসে আপনি ভিন্ন আর আমার অন্য আত্মীয় কে আছে যে, তাকে আত্মবিশ্বাস ক'র্‌তে পারি। যাঁর আশ্রয়ে—যাঁদের স্নেহের মুখাপেক্ষী হ'য়ে এতদিন এই সিংহলে বাস ক'রেছি, লালিত পালিত বর্দ্ধিত হ'য়েছি, আজ তাঁরা আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ! পিতৃস্বরূপ মহারাজ আর আমার সহিত কথা কন্ না, মাতৃস্বরূপা মহারাণী যেন আমাকে কণ্টক ব'লে জ্ঞান ক'রছেন, রাজপরিবার-বর্গ সকলেই যেন একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখ্‌ছে! গুরুদেব! এখন আমি নিরাশ্রয়—নিরবলম্ব! এ অবস্থায় আপনি ভিন্ন আর আমার অন্য বন্ধু কে আছে? উপরে ধর্ম্ম, সম্মুখে আপনি ইষ্টদেবরূপী অস্ত্রশিক্ষাগুরু। আপনি যা ব'ল্‌বেন, আমি সরল সত্য ভাষায় তারি প্রকৃত উত্তর প্রদান ক'রব।

শৃঙ্গমালী। তাহ'লে মিহির! সত্য বল দেখি—ক্ষণা যেমন তোমায় ভালবাসে, তুমি তেমনি ক্ষণাকে ভালবাস কিনা! তুমি তাকে তোমার আত্মজীবন দান ক'রেছ কিনা?

মিহির। (নীরব)

শৃঙ্গমালী। বুঝ্‌লাম, তাহ'লে তুমি ক্ষণাকে ত্যাগ ক'রতে পার্‌বে না? কি পার্‌বে?

মিহির। (নীরব)

শৃঙ্গমালী। উঃ নারায়ণ, বুঝ্‌লাম, তাহ'লে এখনও আমার কর্ম্মপ্রাঙ্গণ অনন্ত বিস্তৃত ভাবে প'ড়ে র'য়েছে। মিহির! তুমি যে আমায় ভক্তিঋণে ঋণী ক'রেছ! সে ঋণ পরিশোধ ক'র্‌ব কিরূপে! ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার! নারায়ণ! আলোক দাও, যেন সেই আলোকে বালকের অন্ধকারময় ভবিষ্যজীবন সব দেখ্‌তে পাই। কে একটী স্ত্রীলোক আসে!

চুনিমালিনীর প্রবেশ।

চুনিমালিনী। (সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) দাদা-ঠাকুর। প্রণাম করি! আশীর্ব্বাদ ক'রুন।

শৃঙ্গমালী। কে তুমি?

চুনিমালিনী। কেন আমি মালিনী, আমাকে চিন না, আমি যে আপনার দাসী।

শৃঙ্গমালী। কি প্রয়োজন?

চুনিমালিনী। এই—এসেছি, এই দিকেই যাচ্ছিলাম, দাদামণিকে অনেক দিন দেখিনি, আপনারও চরণ দেখ্‌বার আমার বড় সাধ! তা তাই, দাদাঠাকুর—তোমায় দেখ্‌তে এসেছি! তোমার মত মানুষ কি এ রাজবাড়ীতে আর কেউ আছে! তোমায় দেখ্‌লে বুক জুড়িয়ে যায়। বাগানে ব'সে যখন ফুল তুলি, তখন মনে মনে সাধ হয় যে, এই সব

ফুলগুলি দিয়ে দাদাঠাকুরকে সাজিয়ে দেখি। দাদাঠাকুর, আমার মনে হয়, দাদামণি আর তুমি তোমরা একদেশের লোক! মরি, মরি, চাঁদের দেশ গো—চাঁদের দেশ! আমাদের দেশ যেন চোয়াড়ের দেশ, একটাও মনের মত মানুষ খুঁজে পাইনি!

শৃঙ্গমালী। দেখ, মালী বৌ, তোমার ত অতি সরল স্বভাব, তুমি মনে মনে আমাকে এত শ্রদ্ধা কর! তা বেশ, বেশ, আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক।

চুনিমালিনী। তুমি দয়া ক'রলেই সুখে থাকব বৈকি দাদাঠাকুর! ভাল কথা, দাদাঠাকুর, তোমার জন্যে একছড়া মালা গেঁথে আঁচলে বেঁধে এনেছি, দয়া করে একবার গলায় পর, আমি চোখদু'টো সার্থক করি।

(মালা প্রদান ও প্রণাম)

শৃঙ্গমালী। (মালাগ্রহণ পূর্ব্বক) শ্রদ্ধার দান অবশ্য আদরের বস্তু, তা তুমি তোমার দাদামণির সঙ্গে কথা কও, আমার একটু অন্য কাজ আছে, সেরে আসি।

[প্রস্থান।

মিহির। মালী বৌ, তুমি কেন এসেছ? শুধু কি আমাদের দেখ্‌তে এসেছ, তা ত মনে হয় না।

চুনিমালিনী। না দাদামণি, দিদিমণির একখানা

চিঠি আছে! এই নাও। (পত্রদান) দিদিমণি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে আধখানা হ'য়ে গেছে। এমনি ক'রে কি দিদিমণিকে ছেড়ে থাকতে হয়!

মিহির। তা মালী বৌ, তুমি এস, আমি চিঠি পড়িগে।

[প্রস্থান।

চুনিমালিনী। একেই বলে, রথ দেখা আর কলা বেচা! কি ভাগ্যে দিদিমণি পাঠালে, তা না হ'লে ত মনের মানুষ দেখ্‌তে পেতাম না, এত কথা হ'ত না। আহা, কাণ যেন জুড়িয়ে গেল! চোক যেন সার্থক হ'ল! এরেই বলি মানুষ বটে!

গীত

আমার মনের মতন মনের মানুষ আজকে পেয়েছি।
তাই আপন মনে মনে মনোমালা বদল ক'রেছি।
সে যে আমার আপন হয়েছে, চেয়ে হেসে চ'লে গিয়েছে,
এতদিনের প্রেম পিয়াসা
আজকে মিটেছে, আমি আপন হারিয়েছি॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বরাহের বাটী।

বরাহের প্রবেশ।

বরাহ। আবার বিবাহ! কেন, রেবার কি অপরাধ! সে ত পূর্ণষোলকলা শশধরের ন্যায় পুত্র প্রসব ক'রেছিল। তবে শিশু যে অল্পায়ু ছিল, সে ত তার অপরাধ নয়, সে অপরাধ আমার। আমি ত তাকে স্বহস্তে বিসর্জ্জন দিয়েছি! আমিই ত বংশের জলপিণ্ডস্থল কুল-তিলক বংশদুলালকে স্বহস্তে বধ ক'রেছি! আর অপরাধী হ'ল রেবা! রেবার নিকট যে, শত অপরাধে অপরাধী আমি। আমি সেই রেবার প্রাণে আঘাত দোব! স্বয়ং অপরাধী হ'য়ে নিরপরাধীর দণ্ডবিধাতা হব'! মানুষের এমনি বিচারই বটে! যাদের এমন বিচার-বিবেচনা, তাদের আবার অল্পায়ু পুত্র না হবে কেন? তারা অনুতাপের আগুনে দিবারাত্রি দগ্ধ হবে না কেন? জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সবিতৃদেব! অক্ষরে অক্ষরে জ্যোতিষশাস্ত্র যে তোমারই মহিমা ব্যক্ত ক'রছে! আমি সেই মহিমাগৌরব রক্ষার জন্য প্রাণের পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়েছি! তবে আমি জ্বলে মরি কেন! সবিতৃদেব! এ বিধান কি তোমার? রেবা, পুণ্যময়ী রেবা, তুমি জান না যে, তুমি কি রত্নের অধিকারিণী

হ'য়েছিলে! আর আমি তোমার কি অবস্থা ক'রেছি! রাজরাণী তুমি, আমি তোমায় কাঙ্গালিনী ক'রেছি!

সুবেদিতার প্রবেশ।

সুবেদিতা। মত ক'রলি! আমি ত ক'নের স্থির ক'রেছি। বেশ বয়স্থা মেয়ে, বেশ সুন্দর গোলগাল গড়ন, তোর সাজন্তও বেশ হবে! কি মত হয়? হয় ত বল্, বাপের বংশটা রক্ষা হ'ক।

বরাহ। দিদি, দিদি, একটু অপেক্ষা কর, দিন কতক—দিন কতক! রেবা অতি অপরাধিনী, সে শত অপরাধিনীকে দূর ক'রতে হবে! কুৎসিতা কুরূপা রেবাকে পর্ব্বতগুহায়, অতি অন্ধকার কণ্টকময় গুহায় আগে নিক্ষেপ ক'রে আসি। দুর্ভাগ্যবতী বন্ধ্যা রেবাকে আগে বনবাসিনী—মরুবাসিনী—শ্মশানবাসিনী ক'রে আসি। ফিরে এসে—আহা, কত সুখেই সুখী হব'! সাধের সংসার আমার আনন্দবাজার হবে! সুন্দর বরবেশে সেজে আমি বিবাহ যাত্রা ক'রব'! বরযাত্রিগণ আনন্দোৎসবে মত্ত হ'য়ে শতমুখে আমার গুণকীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে আমার অনুগমন ক'রবে! আহা, আহা, কি আনন্দ! কি আনন্দ!

সুবেদিতা। হাঁরে কি ব'লিস, আপনা আপনি কি ব'কছিস্?

বরাহ। দিদি, দিদি, তোমার পিতৃভক্ত ধার্ম্মিক ভ্রাতা

পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড দিবার ব্যবস্থা ক'রছে! বিয়ে ক'র্‌তে হবে ত? রেবাকে দূর ক'রে দাও, রেবাকে হত্যা কর, সংসারের অলক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দাও! তা না হ'লে যে বাপের বংশরক্ষা হবে না! দিদি, তোমার মতেই আমি মত দিচ্চি, তোমার আজ্ঞাই ত আমি পালন ক'রছি! স্বার্থপর জগৎ! তুমি স্বার্থের জন্য সব পার! পুত্রহত্যা ক'র্‌তে পার, পত্নী বিসর্জ্জন দিতে পার, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব জলাঞ্জলি দিতে পার, হাস্‌তে হাস্‌তে শত শত অধর্ম্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'র্‌তে পার, স্বহস্তে চৌরাশি নরক সাজাতে পার, সেই সজ্জিত নরাকানলে আত্মাহুতি দান ক'র্‌তে পার! স্বার্থপর মানব! স্বার্থের জন্য তুমি না পার কি? ভগবানকে পর্য্যন্ত বঞ্চনা ক'র্‌তে পার। জন্মার্জ্জিত পুণ্যরাশিকে মহাপাপে পরিণত ক'রতে পার। মহাপাপরাশিকে পুণ্যের সাজে সাজিয়ে সংসারের চক্ষে ধূলি দিতে পার? স্বার্থপর মানব কর্ম্মক্ষেত্র ভেদে তোমার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি! বলবানের কাছে দুর্ব্বল মূর্ত্তি, দুর্ব্বলের কাছে তুমি নিরাকার! তোমায় নমস্কার!

তৈলপাত্র, গাত্রমার্জ্জনী ও তালবৃন্ত হস্তে রেবার প্রবেশ।

রেবা। (ব্যজন করিতে করিতে) অনেক বেলা

হ'য়েছে! এখন' অস্নাত উপবাসে, এমন ক'র্‌লে শরীর থাক্‌বে কেন!

বরাহ। কে রেবা। স্বামিসেবা ক'র্‌তে এসেছ? এস এস, স্বামিসেবা কর! সতীর মনোমত স্বামী! তৈল এনেছ, হরিদ্রা আননি? আমার গাত্রহরিদ্রা হবে না! আমি যে বিবাহের বর! দিদি যে অনেক কষ্টে আমার জন্ম একটী সুন্দরী পাত্রী স্থির ক'রেছেন! সে বিবাহ আমায় ক'র্‌তেই হবে! পিতৃবংশ রক্ষা পাবে, শিশুর আনন্দ-কোলাহলে গৃহ মুখরিত হবে! আমার পিতৃপুরুষেরা আমার কীর্ত্তি দেখে স্বর্গলোকে উৰ্দ্ধবাহু হ'য়ে আনন্দে নৃত্য ক'র্‌বেন! আমি মহানরক হ'তে ত্রাণ পাব, চারিদিকে বাদ্যধ্বনি হবে, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি ক'র্‌বেন, দেববালাগণ শঙ্খধ্বনি ক'র্‌বেন! আহা হা, কি আনন্দ! কি আনন্দ!

রেবা। দিদি! একি হ'ল, আমার যে বড় ভয় হ'চ্চে। পণ্ডিতের অবস্থা ত ভাল বুঝ্‌ছি না। সব উন্মাদের লক্ষণ! দিদি, কি হবে! পণ্ডিতের এমন হ'লে—আমরা কি ক'র্‌ব! কোথায় যাব।

সুবেদিতা। নারায়ণ যা ক'র্‌বেন, তাই হবে বৌ! ভাবিস্‌নে। গরম হ'য়ে গেছে, তুই এক কাজ কর, একটু সরবৎ ক'র্‌গে যা, আমি বরাহকে নাইয়ে নিয়ে যাচ্চি।

রেবা। যা হয় কর দিদি, আমার কিন্তু ভাল বোধ

হ'চ্চে না! হা মধুসূদন! আমি কি তোমার কাছে এত অপরাধ ক'রেছিলাম।

[প্রস্থান।

বরাহ। অ্যাঁ, রেবা, চ'লে গেছে! বেশ হ'য়েছে! দিদি, তুমিও একটু সরে যাও, আমায় একটু ভাব্‌তে দাও! আমি বুঝ্‌ছি, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'চ্চে! তোমার পায়ে ধরি—আমাকে নির্জ্জনে থাক্‌তে দাও!

সুবেদিতা। এখন ত বেশ ভাল মানুষ! বৌ আমাদের অবাক্ ক'রেছে, এরা জলজ্যান্ত লোককে কোয়োয় চাপাতে পারে, ঠাকুরকে কুকুর ক'রতে পারে! বরাহ, তবে তুই আয় ভাই, অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, না খেয়ে না দেয়ে পিত্তি প'ড়্‌বে!

[প্রস্থান।

বরাহ। সত্য সত্যই কি আমি উন্মাদ হ'ব! কিছুতেই ত মন স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছি না! সর্ব্বদা যেন মাথা ঘুর্‌ছে! মন হু হু ক'র্‌ছে—অতীত বিষয় ভাব্‌তে গেলে অমনি যেন বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে অন্ধকারময় দেখি! আচ্ছা, ভগবান্ কি নাই! দশচক্র সেদিন ব'ল্‌ছিল ভগবান নাই! কথা সত্য আমিও বুঝ্‌ছি ভগবান নাই—

দশচক্র, নাস্তিক ও নাস্তিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

নাস্তিকগণ। যত স্বার্থপরে জাহির হবার তরে গড়েছে এক উৎকট ভগবান্।
নাস্তিকাগণ। ও তার কথন নাই দেখা, সে লম্বা কি চওড়া কিম্বা টাকার-
মত গোলাকার মূর্ত্তিখান্॥
নাস্তিকগণ। তারে কেউ ব'লে মৎস্য, কেউ ব'লে কচ্ছপ, কেউ বা ব'লে শূয়ার,
নাস্তিকাগণ। তারে কেউ ব'লে সিংহী বেয়াড়ার ধিঙ্গি, ভগাবেটা আচ্ছা
চমৎকার,
সকলে। তারে কেউ ব'লছে সাকার, কেউ ব'লছে নিরাকার, বেওয়ারিস্
মালে যেমন অধিকার সমান॥
নাস্তিকগণ। ওগো শুন সব সভ্য, নাহি কেউ ভব্য, মনের মত কর সব কাজ,
নাস্তিকাগণ। হয় ঋণ হ'ক, ঘৃত কর ভোগ ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু নয় সমাজ,
সকলে। পাপপুণ্য ভুলে যাও, বাহু তুলে নাচ গাও, এসে আমাদের দলে
কর যোগদান॥

দশচক্র। ভগবান নেই, ভুল, ভুল! বন্ধন খুলে দাও, সব স্বাধীনভাবে ঘোর ফের, শ্রাদ্ধ, শান্তি, দান, ধ্যান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সব স্বার্থপর ভেড়ার দলের সৃষ্টি! টান দিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দাও, সুখ যাতে পাবে, তাই ক'রবে—শান্তি চাই! শান্তি পাও—মদ খাও, ভাঙ্ খাও, গাঁজা খাও, কোন আপত্তি নেই! নাস্তিক ধর্ম্ম উদার ধর্ম্ম, তোমার মাকে আমি মা ব'লব, আমার মাকে তুমি মা ব'লবে! আমার

স্ত্রী তোমার, তোমার স্ত্রী আমার ! মরি মরি—কা'র কিছু-তেই স্বার্থ নেই !

বেতাল ও শ্রীধরের প্রবেশ।

বেতাল।　গীত

কিসে রবে স্বার্থ, সংসার অনর্থ, মা যে আমার সর্ব্বার্থসাধিনী।

শ্রীধর। তাই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে, সাজায়ে রেখেছেন কল্যাণ—দায়িনী॥

বেতাল। যাঁর আজ্ঞায় বায়ু সহস্রকিরণ, প্রাণশক্তি জীবে করে বিতরণ,

শ্রীধর। ঐ দেখ্ মূঢ় মিলিয়ে নয়ন, সেই কি না অই তেজঃ স্বরূপিণী॥

(দশচক্রকে ধারণ)

দশচক্র। ও বাবা, এ আবার কোথা থেকে এলো রে ! ছোঁড়া কি বহুরূপী নাকি ? আমি নয়—আমি নয় বাবা, এই সব শালাশালীতে আমাকে ধ'রে এনেছে !

গীত

বেতাল। যে দিন জনম করিলে গ্রহণ, কোন ভাষা আগে হ'ল উচ্চারণ,
সেই"মা মা"বুলি বল জীবগণ, মা যে সর্ব্বজীবের জননীরূপিণী॥

(গীতে দশচক্র ভিন্ন সকলের যোগদান)

[দশচক্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দশচক্র। সব শালাশালী দলে মিশে গেল ! আমি

শালা—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিয়ে রাত্তির থেটে খুটে একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ক'র্‌লুম—সে সব এক ফুঁকে ভুয়! যা হ'ক্ কিন্তু ছোঁড়া বটে! আজ আর আমার সঙ্গে বিশেষ আলাপ ক'র্‌লে না! কি ভাব্‌লে, হয় ত বা আমার এ সম্প্রদায় সৃষ্টি দেখে একটু মনে মনে ভয় পেয়েছে! যাক্, কিন্তু এ সব শালাশালীতে ক'র্‌লে কি!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সিংহলরাজবাটীর উপকণ্ঠস্থ পর্ব্বতের নিভৃত সানুদেশ।

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। (স্বগত) এই শ্যামশোভাসম্পদশালী পর্ব্বতের সানুদেশে কতদিন ক্ষণার সঙ্গে নির্ম্মল সুখে ভ্রমণ ক'রেছি, তখন ত মনে কোন প্রকার সংকোচ-সংশয়-ভয় উদয় হয়নি! কিন্তু আজ হৃদয় সঙ্কুচিত-ভীত হ'চ্চে কেন? নৈশবায়ু শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দে ব'ল্‌ছে যেন—সর্, সর্ সর্! নিশাচর পেচক তার স্বভাবতীব্রস্বরে ব'ল্‌ছে যেন—যা—যা—যা! আকাশজোড়া কাল অন্ধকার ব'ল্‌ছে, যেন লুকাও—লুকাও—লুকাও! এ ভাবান্তর কেন? আমি এখানে এসে কি কোন

অন্যায় কাজ ক'রেছি? ক্ষণা আমায় আস্‌তে ব'লেছে বলে, তাই আমি এসেছি। ক্ষণা বোধ হয়, বিপন্না, তা না হ'লে সে পিতামাতার অবাধ্য হ'য়ে এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হবে কেন! তাই ত ক্ষণা এখনও আস্‌ছে না কেন? এখনও কি রজনী দ্বিপ্রহর হয়নি? না, এইবার বোধ হয়, আস্‌বে। ঐ যে যেন কার সতর্ক মৃদু পদশব্দ পাচ্চি। (গমন) কৈ—না, কেউ ত নয়! (মৃদুস্বরে) ক্ষণা এসেছ কি? না, এখনও আসেনি! ঐ যে আবার পদশব্দ শুন্‌ছি, ঐ যে শুষ্কপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি! কেন ক্ষণা, স্বেচ্ছায় বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছ? কেন হেলায় এ রাজসুখভোগত্যাগিনী হ'তে চাচ্চ! কে তুচ্ছ মিহির আমি যে, আমার জন্য এত আত্মত্যাগ! আমি তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রতে পারি! কেন না তুমি যে দেবতারও বাঞ্ছিত বস্তু! তুমি জান না ক্ষণা, আমি বাল্যে, কৈশোরে, প্রথম যৌবনসঞ্চারে কি উন্মাদ ভালবাসায় তোমায় ভালবেসেছি। আমি চিরদিনই তোমার রূপগুণের পূজা ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু তোমাকে জান্‌তে দিইনি কেন, আমি তোমার যোগ্য নই ব'লে।

পশ্চাৎ দিক্ হইতে ক্ষণার প্রবেশ।

(অদূরে চুনিমালিনী দণ্ডায়মান।)

ক্ষণা। কে যোগ্য নয় মিহির, তুমি? তোমার চরণের

আত্মবিক্রেতা দাসী ক্ষণার? শাপভ্রষ্ট দেবকুমার তুমি, তুমি ক্ষণার অযোগ্য?

মিহির। এসেছ ক্ষণা, এসেছ? এ দুঃসাহসিক কার্য্য, তুমি কেন ক'রেছ? এই অন্ধকারময়ী দ্বিযামা নিশিথিনী, আর তুমি একাকিনী কুলরমণী, কেন এই বিপদসঙ্কুল পথে এসেছ?

ক্ষণা। মিহির, মিহির! আমার হৃদয়ের কৃষ্ণ অন্ধকার অপেক্ষা কি এই রজনীর অন্ধকার - গাঢ়তর? আমি সেই অন্ধকারে পথহারা হ'য়ে মিহির-কিরণের আলোক পাবার জন্য তোমার কাছে এসেছি! মিহির, আমার একটা উপায় কর।

মিহির। তাই আমার কাছে এসেছ, তা ক্ষণা, আমি তোমার উপায় কি ক'র্‌ব!

ক্ষণা। তাহ'লে তোমার ক্ষণা কি নিরাশ্রয়ে ভেসে যাবে! আমার বর্ত্তমান অবস্থা যে কি, তা কি অনুমান ক'র্‌তে পার্‌ছ না? আমায় দস্যুর হস্তে সমর্পণ ক'র্‌বার জন্য পিতার কঠোর নির্য্যাতন, মায়ের হতাদর, আর তোমার বিরহ, কত সহ্য ক'র্‌ব মিহির! আমি ত আর তোমার মত বীরপুরুষ নই, আমার যে নারীর প্রাণ!

অদূরে সশস্ত্র কণ্ঠরুদ্রের প্রবেশ।

কণ্ঠরুদ্র। (স্বগত) এই যে যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হ'য়েছে।

চুনিমালিনী। ওমা, ও কে গো! অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কণ্ঠরুদ্র যে! ক্ষণা মিহির ত জান্‌তে পারেনি! ছোঁড়া কিছু ক'র্‌বে নাকি! ক্ষণা-মিহিরকে জানিয়ে দোব নাকি; না পালিয়ে গিয়ে রাজারাণীকে খবর দোব, আজ এদের মধ্যে একটা রক্তারক্তি ঘ'ট্‌বেই। (প্রস্থানোদ্যত)

শৃঙ্গমালীর প্রবেশ।

শৃঙ্গমালী। (চুনির প্রতি) চুপ!

চুনিমালিনী। এ কে দাদাঠাকুর, তবে আর ভয় নেই! কি হবে দাদাঠাকুর!

শৃঙ্গমালী। কি হবে, তা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ। কথা ক'ও না।

চুনিমালিনী। তবে আমি তোমার পিছুনে দাঁড়িয়ে থাকি। (তথাকরণ)

কণ্ঠরুদ্র। ঐ যে রাধাবিনোদিনী শ্যামের অভিসারে এসেছেন। উঃ, কি দৃষ্টির কণ্টক! আজ হয় আমার, নয় মিহিরের শেষ দিন। এ জ্বালাময় জীবন অতি অসহ্য!

ক্ষণা। নীরবে কেন মিহির! আমার কোন কথার উত্তর দিলে না?

মিহির। কি উত্তর দিব ক্ষণা, ভাব্‌ছি, আমা হ'তে তোমার কি উপকার হ'বে। ক্ষণা, একটী কথা ব'ল্‌ব, রাখ্‌বে?

ক্ষণা। বল, কেন রাখ্‌ব না।

মিহির। তুমি এ সংকল্প ত্যাগ কর। তাহ'লে সব দিক্‌ই রক্ষা হয়! তুমি কণ্ঠরুদ্রকে বিবাহ কর।

কণ্ঠরুদ্র। (স্বগত) না, মিহিরের ত কোন দোষ নয়, ছুঁড়িই যত রঙ্গের রঙ্গিণী।

ক্ষণা। তার পর মিহির!

মিহির। তুমি ভেবে দেখ ক্ষণা, তোমাকে পিতামাতার স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'তে হবে না, তাঁরাও কন্যার অবাধ্যতায় মনে কোন বেদনা পাবেন না। আমাকেও কৃতঘ্নতা মহাপাপে ডুব্‌তে হবেনা!

কণ্ঠরুদ্র। (স্বগত) অতি সরল কথা, মিহির বুদ্ধিমান্।

ক্ষণা। তারপর মিহির।

কণ্ঠরুদ্র। (স্বগত) ছুঁড়ি যেন ভাব চাচ্চেন।

মিহির। তারপর কি ক্ষণা, তুমি কর্ণাটরাজরাজেশ্বরী হবে, শতরাজানুচরও লক্ষ লক্ষ কর্ণাটপ্রজার স্নেহময়ী রাণীমাতা হবে। শত কর্ত্তব্য পালনে রত থেকে কৈশোরের এই ভ্রম হ'তে মুক্তি পাবে। ভালবাসা মনে মনে রাখ!

কণ্ঠরুদ্র। (স্বগত) ঐ ত গোল ক'র্‌লে! মনে মনে ভালবাসা রাখ্‌বে কেন! মন থেকে একেবারে ধুয়ে ফেল।

ক্ষণা। কি ব'ল্‌লে মিহির! কণ্ঠরুদ্রকে স্বামী ব'লে গ্রহণ ক'র্‌ব এ দৃষ্টান্ত তুমি অন্য কোথাও কি দেখেছ? ভগিনী হ'য়ে অন্যকে ভ্রাতা বলা যায়, পিতার পুত্র হ'য়ে অন্যকে পিতৃসম্ভাষণ করা যায়, কিন্তু স্বামীর ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে অন্যকে কি স্বামীসম্ভাষণ করা যায় মিহির! তাহ'লে সমাজে ব্যভিচারিণী কিম্বা বেশ্যা এত ঘৃণিতা কেন? তুমি উপায় ক'র্‌তে পার্‌বে না? ক্ষণাকে চরণে স্থান দিতে পার্‌বে না, নিজের ধর্ম্মপত্নীকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না? বেশ— আমার উপায় আমি ক'র্‌ছি দেখ। আমি তোমার মুখে এই শেষ কথা শুন্‌বার জন্যই তোমায় ডাকিয়ে এনেছি। আজ তোমার সঙ্গে আমার শেষ কথা হ'য়ে গেল! স্বামী ধর্ম্মপত্নীকে রক্ষা ক'রতে পার্‌লে না, কিন্তু আমি আমার নিজধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌ছি এই দেখ! এই দেখ মিহির! ধর্ম্ম-রক্ষার আয়োজন! তুমি রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু আমার আসন্ন ধর্ম্মবন্ধু এই তরবারি আজ আমায় রক্ষা ক'রবে ব'লে এসেছে। মিহির, আমাকে ক্ষমা কর। কৈশোরের চাঞ্চল্যে তোমায় কত অন্যায় অসঙ্গত কথা ব'লেছি, মার্জ্জনা কর'! ক্ষণা ব'লে একটী অসহায়া রমণীকে মনে রেখ'! (আত্মহননোদ্যত)

মিহির। (ক্ষণার অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক) ক্ষণা, ক্ষণা, আমার পরীক্ষা শেষ হ'য়েছে! ক্ষণা, আজ আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, "ক্ষণা, তুমি আমার, তুমি আমার"! ভগবান, তুমি তোমার সর্ব্বদর্শী নয়নে দর্শন কর, তোমার সর্ব্বশব্দগ্রাহী কর্ণে শ্রবণ কর,—"ক্ষণা আমার" "ক্ষণা আমার ধর্ম্মপত্নী"! আমি যদি আমার ধর্ম্মপত্নীকে রক্ষা ক'রতে না পারি, তা হ'লে সে ত্রুটী, সে দোষ, সে অধর্ম্ম আমার! ক্ষণা, নিশ্চিন্ত হও! এখন সহস্র কণ্ঠরুদ্র এলেও তোমার ছায়া স্পর্শ ক'রতে পারবে না! শত সিংহলরাজ লক্ষ সৈন্য পশ্চাতে ক'রে এলেও আমার ক্ষণাকে আমার হৃদয়চ্যুত ক'রতে পারবে না। (আলিঙ্গন)

ক্ষণা। আজ এই আমাদের বিবাহ! (মাল্য দান ও মিহিরের প্রতিদান)

শৃঙ্গমালী। (স্বগত) আজ জান্‌লাম, ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-আশ্রিত, আর ব্রাহ্মণও ধর্ম্মাশ্রিত!

কণ্ঠরুদ্র। (স্বগত) এই সুযোগ! এই বিষকুম্ভ পয়োমুখ; মহাপাপীর দণ্ডদানের এই প্রধান সুযোগ! (আক্রমণ) ব্যভিচারিণি, আজ তোর বড় সাধের বিবাহ-বাসর! এই নে—আমি তোর বিবাহের যৌতুক—তোর প্রণয়ীর ছিন্ন মুণ্ড দিচ্ছি, গ্রহণ কর্‌। (মিহিরকে আঘাতোদ্যত)

মিহির। (আত্মরক্ষা করিয়া) নিরস্ত হও কণ্ঠরুদ্র! পারবে না, আজ তোমার মত শত সহস্র কণ্ঠরুদ্রের সাধ্য নাই যে, আততায়ীভাবে আমার সম্মুখে অগ্রসর হয়।

কণ্ঠরুদ্র। আত্মরক্ষা কর্। (যুদ্ধ)

চুনিমালিনী। দাদাঠাকুর, আমার যে বড় ভয় হ'চ্চে! তুমি আমাকে ঝাপ্‌টে ধর। (তথাকরণ)

শৃঙ্গমালী। ভয় কি, তুমি আমার কাছে থাক।

মিহির। কণ্ঠরুদ্র! এখনও পরাভব স্বীকারে অস্ত্র ত্যাগ কর, নতুবা তোমার মৃত্যু নিশ্চিত! তোমার হস্ত দুর্ব্বল হ'য়ে আস্‌ছে।

কণ্ঠরুদ্র। ব্রাহ্মণ! তুমি ক্ষত্রিয়-বিক্রমের মর্য্যাদা বোঝ না। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর।

(উভয়ের যুদ্ধ কণ্ঠরুদ্রের পতন)

মিহির। ক্ষত্রিয়! ব্রাহ্মণ বিক্রম বুঝ্‌লে ত! চল ক্ষণা, আমরা এখন এ স্থান ত্যাগ করি! কণ্ঠরুদ্রকে মৃতের ন্যায় বোধ হচ্চে!

শৃঙ্গমালী। (বাহির হইয়া) না বৎস! আহত ব্যক্তিকে বিপন্নাবস্থায় ত্যাগ ক'রে যাওয়া বীরোচিত ধর্ম্ম নয়।

মিহির। একি, গুরুদেব আপনি?

শৃঙ্গমালী। হাঁ মিহির, আমি অলক্ষ্যে তোমাদের

সমুদায় কর্ম্ম দর্শন ক'রেছি। লজ্জা কি, ভয় কি, ধর্ম্মপত্নীকে রক্ষা ক'রে স্বামীর কর্ত্তব্য পালন ক'রেছ। ভয় কি (কণ্ঠরুদ্রকে দেখিয়া) কণ্ঠরুদ্র ক্ষত্রিয়, মৃত ব'লে বোধ হচ্চে, এ অবস্থায় এ স্থান ত্যাগ ক'রে গেলে মৃতের দেহ বন্য জন্তুতে অপবিত্র ক'র্‌তে পারে, অতএব এই আহত দেহকে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে আসিগে চল।

ক্ষণা। রেখে আবার আস্‌ব কোথা গুরুদেব! পূর্ব্বে এ পরিণাম চিন্তা ক'র্‌তে পারিনি! বর্ত্তমানে আমাদের দাঁড়াবার স্থান কোথায়?

মিহির। কণ্ঠরুদ্রের মৃত্যুর সংবাদ প্রভাতের পূর্ব্বেই রাজ্যে রাষ্ট্র হবে, আমাকেই অপরাধী ব'লে সকলে স্থির ক'র্‌বে! তখন কি হবে গুরুদেব!

শৃঙ্গমালী। বৎস মিহির, মা ক্ষণা, আমি সে বিষয় পূর্ব্বেই চিন্তা ক'রে স্থির ক'রেছি! তোমাদের পরিণাম-চিন্তার ভার আমার প্রতি অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হও। কিন্তু এটী জেনে রাখ', এ সিংহলে আর তোমাদের স্থান হবে না, এই মুহূর্ত্তে সিংহল ত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত হও। অনতি-দূরেই তরণী বাঁধা, যাত্রার উপযোগী উপকরণে তরণী সজ্জিত, আর চিন্তার সময় নাই। এস, মৃতদেহ ধর; আমার অনুসরণ কর। (মৃতদেহ ধারণ)

মিহির। ক'র্‌ছি, ক'র্‌ছি গুরুদেব! সিংহল ত্যাগ

ক'র্‌তে হবে, কিন্তু আমার জ্যোতিষের গ্রন্থগুলি! সেই গুলি যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর! ক্ষণা, উপায় কর, উপায় কর, আমার জ্যোতিষের গ্রন্থগুলি আন্‌বার উপায় কর। বুঝ্‌ছি, বুঝ্‌ছি, রাত্রি প্রভাত হ'লে আর কোন উপায় থাকবে না।

ক্ষণা। মিহির, তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি সব ক'রছি। ক্ষণার দেহে এখন শতহস্তিনীর শক্তি! তোমরা যা ক'রবে কর। গুরুদেব! গুরুদেব! আমাদিগে কোথায় গিয়ে মিশ্‌তে হবে ব'লুন! সেই খানেই গিয়ে উপস্থিত হ'ব।

শৃঙ্গমালী। লক্ষ্মীতলায় অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকট তরণী বাঁধা আছে, সেইখানে!

ক্ষণা। বেশ, বেশ, আপনারা যান্, আপনারা যান, আয় চুনি! এ বিপদে—তুই আমার একমাত্রসঙ্গিনী।

[চুনি সহ প্রস্থান।

[শৃঙ্গমালী ও মিহির আহত কণ্ঠরুদ্রকে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

বেতাল ও ভিখারিগণের প্রবেশ।

গীত

বেতাল। সবি ফক্কিকার।

ভিখারী। নিশ্বাসটী নিঃশেষ হ'লেই কি ভাই থাকে আর॥

বেতাল। যত্নঢাকা রত্নমোড়া যে শিশু বুকে তোমার,
যে আধ বোলে লহর তুলে ভুলিয়ে দেয় এ ত্রিসংসার,

ভিখারী। নিশ্বাসটী নিঃশেষ হ'লেই কি ভাই থাকে আর॥

বেতাল। যে যুবতী রূপবতী রূপে ভুলায় প্রাণ তোমার,
এই বিশ্বে কোন দৃশ্যে তুলনা মিলে না যার,

ভিখারী। নিশ্বাসটী নিঃশেষ হ'লেই কি ভাই থাকে আর॥

বেতাল। যার বীরত্বে স্বর্গে মর্ত্ত্যে কাঁপে সবে অনিবার,
যার ভয়ে নীরব হ'য়ে সৈত সবাই অত্যাচার,

ভিখারী। নিশ্বাসটী নিঃশেষ হ'লেই কি ভাই থাকে আর॥

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

সিংহলের সমুদ্রতট।

দ্রুতপদে মিহির, ক্ষণা, চুনিমালিনী ও শৃঙ্গমালীর প্রবেশ।

ক্ষণা। গুরুদেব! সর্ব্বনাশ! আর রাত্রি নেই, পূর্ব্বদিক আলোকময় হ'য়ে উঠ্‌ছে! ঐ দেখুন, ঐ দেখুন-সূর্য্যোদয় হ'চ্ছে!

শৃঙ্গমালী। না মা, ভীতা হও না, পূর্ব্বদিক আলোকিত হ'লেই কি রাত্রি প্রভাত হয়! আজ কৃষ্ণানবমী! নবমীর চন্দ্র উদয় হ'চ্ছে! রাত্রি ত্রিযামা অতীত হয়নি! ঐ শোন চতুর্দ্দিকে নিশীথ-সুলভ-ঝিল্লিরব শোনা যাচ্ছে! ভয় নাই, দ্রুতপদে এস।

মিহির। ক্ষণা, আমার জ্যোতিষ গ্রন্থগুলি আন্‌তে ভুল নাই ত, তোমার নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র-অলঙ্কারগুলি এনেছ ত?

ক্ষণা। সব এনেছি, সব এনেছি, আমরা দুইটি স্ত্রীলোকে যা আনা সম্ভব, তার কিছুই ত্রুটী হয়নি! এখন নিরাপদে সিংহল ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌লে হয়।

মিহির। ক্ষণা, ক্ষণা, এই গুরুভার তুমি বহন ক'রে আস্‌ছ, আমায় দাও, আমায় দাও।

ক্ষণা। মিহির, আমি যে দাসী, দাসীকে দাসীর

কার্য্য ক'র্‌তে দাও! চল, চল, এর পর কথা কইবার অনেক সময় আছে!

মিহির। তা আছে, কিন্তু ক্ষণা, আজ হ'তে তোমার দুঃখ-দারিদ্র্যের সূত্রপাত হ'ল!

ক্ষণা। মিহির! মিহির! ঐ যেন কার পদশব্দ শোনা যাচ্চে! কি হ'বে! কি হবে!

শৃঙ্গমালী। ভয় কি, আজ আমাদের সিংহলত্যাগে কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না। নিশ্চিন্তে এস।

চুনিমালিনী। দিদিমণি, দাদাঠাকুর যা বলে শোন, ভয় খেও না! দাও, আমাকে তোমার হাতের পুঁটলিটা-দাও। (গ্রহণ)

ক্ষণা। মা সিংহল-জন্মভূমি! আজ তোমাদের সকল অপরাধে অপরাধিনী ক্ষণা জন্মের মত বিদায় হ'ল! আজ হ'তে শান্তিতে থাক মা! আমায় মার্জ্জনা ক'র।

মিহির। মা সিন্ধুমেখলা সিংহলভূমি! আজ হ'তে অষ্টাদশ বর্ষ আমায় কোলে ক'রে প্রতিপালন ক'রেছ, মা, তোমায় উদ্দেশে নমস্কার ক'রে বিদায় হ'লাম! মা, তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ ক'র না।

ক্ষণা। গীত

জননী-জনমভূমি তনয়ারে রেখ মনে।
অভাগী বিদায় মাগে আজি তব শ্রীচরণে॥

তব স্নেহছায়াতলে, অনুদিন কুতূহলে,
ছিলাম মা সব ভুলে, দেখিনি দুঃখ স্বপনে ॥
আজি মা আপন দোষে, পড়িয়ে তোমার রোষে,
অকূলে যেতেছি ভেসে, চেয়ে দেখ' মা নয়নে ॥

নেপথ্যে—জন কোলাহল—ওরে ওরে আর রাত নেই, রাত নেই, জালদাঁড়া গুজিয়ে নে! ওরে—কাকে, গাকিল, আদ্যো ধেয়ে-আয় রে আয়।

শঙ্খমালী। কিসের কোলাহল! মা ক্ষণা, চ'লে এস!

চুনিমালিনী। ভয় কি দাদাঠাকুর, জেলে মিন্‌সেরা, জালদাঁড়া নিয়ে মাছ-ধ'র্‌তে যাচ্চে!

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।
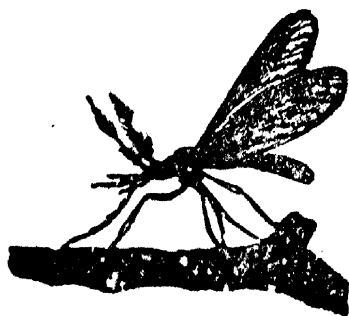
চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিংহলরাজসভা।

সখীগণকে নির্য্যাতন করিতে করিতে
প্রহরীগণের প্রবেশ।

গীত

প্রহরীগণ। মার সপাসপ্‌, বল্‌ ছুঁড়ি সব, রাজকন্যে কোথা বল্‌।

সখীগণ। আমরা সত্য বিনা, কিছুই জানি না জানি না কোন ছল।

প্রহরীগণ। মার সপাসপ্‌, থাকতিস একসঙ্গে, তোরা রঙ্গী এই রঙ্গে,

সখীগণ। ওরে মারিস না ক্ষত অঙ্গে সবি অদৃষ্টফল।

প্রহরীগণ। মার সপাসপ্‌—ছল চাতুরী ছেড়ে দে রাজকন্যাকে এনে দে,

সখীগণ। ওরে ভাই দে ক্ষমা দে—চল্‌ রাজার কাছে চল।

দোহাই, মহারাজ! দোহাই মহারাজ, রক্ষা করুন।

সিংহলরাজরাণী পারিষদগণ, নগররক্ষক-
গণ, রাহুদেব ও সখীগণের প্রবেশ।

সিংহলরাজ। আমি সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পাচ্চি—তোরাও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলি? তা না হ'লে নীরিহ মিহির আমার কন্যা ক্ষণাকে সঙ্গে ক'রে, একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা মহাবীর কণ্ঠরুদ্রকে মৃত্যুকল্প আহত ক'রে একরাত্রি মধ্যে সিংহল ত্যাগ ক'র্‌তে কথনই সক্ষম হ'ত না! হায়, হায়, সব গেল, মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি, সম্মান, জাতি-গৌরব, কুলগৌরব, সব গেল! কৈ পার্‌লে না! কৈ, তাদিগে অনুসন্ধান ক'রে কেউ ধৃত ক'র্‌তে পার্‌লে না। আরে, আরে, দুগ্ধপুষ্টা কালনাগিনীগণ, তোরা নয় ক্ষণার সঙ্গিনী হ'য়ে ক্ষণার বাসগৃহে একত্রে অবস্থান ক'র্‌তিস্! আমি নয় তোদিগে ক্ষণার প্রহরিণীরূপে ক্ষণার নিকট রেখেছিলাম! তার বুঝি এই পরিণাম! বুঝেছি, রাক্ষসীসকল, তোরাই এ কার্য্যের মন্ত্রিণী! তোদেরই মন্ত্রণা-কৌশলে ক্ষণা এই দুঃসাহসিক কার্য্য ক'র্‌তে অগ্রবর্ত্তিনী হ'য়েছে! আচ্ছা, আচ্ছা, এর প্রতিবিধান এখনি হবে। এখনি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত দান ক'র্‌ছি। যাও প্রহরি! পাপিনী-গণকে কারাগারে লয়ে যাও; যে কোন প্রকারে পার এদের মুখে ক্ষণার বৃত্তান্ত অবগত হও! প্রধান প্রধান

নগররক্ষকগণকে কারাগারে আবদ্ধ করগে! আমি ক্ষণামিহিরের সংবাদ অবগত হ'তে চাই। রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দাও, যে ব্যক্তি মিহিরের ছিন্নমুণ্ড আন্‌তে পারবে, সিংহলরাজ তাকে দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দানে পুরস্কৃত ক'র্‌বে।

[রক্ষীসহ সখীগণ ও নগররক্ষকদ্বয়ের প্রস্থান।

রাণী। এত কঠোর আদেশ দান ক'র না মহারাজ! ঐ কঠোরতার ফলেই এই বর্ত্তমান ঘটনা ঘটেছে। আমার প্রাণের ক্ষণাকে আমি হারিয়েছি, দুর্ল্লভ রত্ন মিহিরকে হারিয়েছি! এ জন্মের মত আমার নারী জীবনে মা ডাক শোনা ফুরিয়ে গেছে। কি কুক্ষণে রাজ্যে বরাহ প্রবেশ করেছিল! আমার চাঁদের হাট, সোনার সংসার ছারখার ক'রে দিয়ে চলে গেল! ক্ষণা মিহিরকে যখন অবরুদ্ধ ক'রেছিলে, তখন যদি তাদের সাধারণ দোষী বিবেচনা না ক'রে পুত্র, কন্যা ব'লে বিবেচনা ক'র্‌তে, তাহ'লে এমন দুর্ঘটনা ঘট্‌ত না, কোন্ পিতামাতার অপরাধী সন্তান না থাকে? কিন্তু এমন সর্ব্বনাশ কার ঘটে! কেন মহারাজ, এদের বৃথা শাস্তি দিচ্ছ, বৃথা অনুসন্ধান ক'রছ, আমার মন ডেকে ব'ল্‌ছে, আর তাদের পাওয়া যাবে না! তারা বড় অভিমানে চলে

গেছে! অনেক দুঃখে—অনেক যন্ত্রণা বুকে নিয়ে—আমাদের সব স্নেহমমতা বিসর্জ্জন দিয়েছে!

সিংহলরাজ। রাণি, কেন তুমি রাজকার্য্যে বাধা দিতে এসেছ?

রাণী। মহারাজ! পুত্রকন্যার দোষগুণ বিচার সাধারণ রাজসভার কার্য্য নয়! নিজের দোষে যে বিষের অনলের জ্বালা জ্বালিয়েছ, সে জ্বালা ভোগ কর্‌বার ক্ষেত্র রাজসভা নয়! এখনও কি হ'য়েছে মহারাজ! এ জ্বালা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ ক'র্‌তে হবে! অহো, ভাব্‌তে গেলেও বুক যে ফেটে যায় মহারাজ! তুমি যে তাদের আমাকে পর্য্যন্ত দেখ্‌তে দাওনি!

সিংহলরাজ। রাণি! তুমি বৃথা অনুযোগ ক'রছ! আমি রাজার কর্ত্তব্য ধর্ম্মপালন ক'রেছি।

রাণী। মহারাজ! অসন্তুষ্ট হ'ও না, এক ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছ, অন্য ধর্ম্ম নষ্ট ক'রেছ। রাজার ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে পিতার ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়েছ।

সিংহলরাজ। রাণি, সে সমালোচনা পরে ক'র, কিন্তু রাজসিংহাসনে যতক্ষণ উপবিষ্ট থাক্‌ব, ততক্ষণ মুক্ত-কণ্ঠে ব'ল্‌ব যে, মিহিরের ছিন্নমুণ্ড চাই। রাণি, আমি স্নেহমমতা বিসর্জ্জন দিয়েছি।

রাহুদেব। (স্বগত) স্নেহমমতা থাক্‌লে ত বিসর্জ্জন

দিবেন! নিজের হাতে আগুন জেলেছেন, নিজে জ্বলে পুড়ে ম'রুন। বরাহমুণ্ড দিয়ে যে যজ্ঞের আয়োজন ক'রেছিলেন, এখন ব্রাহ্মণপুত্রের ছিন্নমুণ্ড দিয়ে সে যজ্ঞের উদ্‌যাপন ক'রুন।

রাণী। তোমার পুরুষের প্রাণ, তুমি সহজে স্নেহ-মমতা জলাঞ্জলি দিতে পার। কিন্তু আমি নারী, আমার মায়ের প্রাণ! যখন তাদের মুখ মনে হ'চ্চে, তখনি বুকের মধ্যে কি যেন জ্বলে উঠ্‌ছে! সে জ্বালা তুমি কি বুঝ্‌বে মহারাজ! এ জ্বালা ভুল্‌বার নয়, এ জ্বালার নিবৃত্তি নাই, কেবল দিবা-নিশি জ্বলে ম'র্‌ছি! হা ভগবান, যাদের রাজত্ব দিয়েছ, তাদের সন্তান দিয়েছ কেন?

সিংহলরাজ। রাণি, ক্ষমা কর, অন্তঃপুরে যাও, "আগুন আগুন জ্বালা, জ্বালা" করো না! তুমি নারী, পুরুষের হৃদয় জান না! তুমি নারী, তোমার জ্বালা সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমার এ জ্বালা সিংহলময় জ্বল্‌ছে! অপমানের জ্বালা, কলঙ্কের জ্বালা, অধর্ম্মের জ্বালা! আমি কার' কথা শুন্‌তে চাই না! যাও, রক্ষীগণ, মিহিরের ছিন্নমুণ্ড চাই! সিংহলের প্রতি গৃহে, প্রতিকুটীরে, বনদেশের প্রতি নিভৃতস্থানে—প্রতিপর্ব্বতের প্রতিগুহায়—এমন কি প্রতি পর্ব্বতস্থ প্রতি প্রস্তর খণ্ডটী—প্রত্যেক বৃক্ষপত্রটী পর্য্যন্ত ওলটপালট ক'রে দেখ্‌বে! মিহিরকে ধৃত করা চাই, মিহিরের ছিন্নমুণ্ড চাই!

সে ছিন্ন মুণ্ডের মূল্য দশ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা, আবশ্যক হ'লে সিংহলরাজ স্বয়ং! আরও আবশ্যক হ'লে—আমার প্রাণ! যাও, শুন্‌ছ কি, যাও—

কিরাতরাণীর প্রবেশ।

কিরাত। কোথা কে যাবে রেজা! রেজা, হামরার বাচ্ছা কণ্ঠকা এখন' হুঁস্ হ'ল না! মুরদার মাফিক পড়িয়ে আছে! একবার বি আঁখো মেল্‌ল না! কি হ'বে রেজা! হামরার বাচ্ছার দুষমণকো শির—হাঁ হামি চাহি রেজা! হামি বি হাজার আশরফী ঐহি দুষমণের শিরলাগি বক্‌সিস্ করেগা। ওঃ ওঃ—কিয়া আপশোষ—কিয়া আপশোষ! একদফে দুষমণক্যা লাগাল পায়ি হাম, তো উস্‌কো শির শির—পাথর পর রাখ্‌কে পাথরসে হামি গুঁড়া করে। ওঃ—ওঃ, হামরা বাচ্ছা কি জান লিয়া!

সিংহলরাজ। কিরাতরাণি! স্থির হও, তাকে ধ'র্‌তে আমি যে ব্যবস্থা ক'রেছি, তাতে যদি তার অনুসন্ধান না পাই, তা'হলে বুঝ্‌বো, সে দৈববলে বলী হ'য়েছে! চল কিরাতরাণি, কণ্ঠরুদ্রকে দেখে আসি! যাও রাণি, অন্তঃপুরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করগে, আমি যত সত্বর সম্ভব গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব, দেখা ক'রে উভয়ে উভয়ের জ্বালার পরিমাণ স্থির ক'র্‌ব!

কিরাতরাণী। চল্ রেজা, হামার বাচ্ছাকে দেখ্‌বি চল্! তুই দেখিয়ে কাঁদিয়ে ফেল্‌বি! অহো হো, কিয়া আপশোষ! কিয়া আপশোষ!

রাহুদেব। হায় হায়—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ এবং শিশুপালের পতন হ'য়ে গেল!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মালবোপকূল।

অবীক্ষিত সাধুর প্রবেশ।

গীত

আমি ভাবি ভাবি এত ভাবি কিছু না ভাবিয়ে পাই।
ভাবনার ভাবে মিশে অকূলে ভাসিয়ে যাই॥
কেন জীব আসে, কেন যায় ভেসে, কর্ম্মস্রোত কিবা তার,
যা হবার হবে, কেন বল তবে, ডুবি স্রোতে ভাবনার,
জীব কে তিনি কে সংসারে যাঁহার নাম শোনা, দেখা নাই;

সাধুগণের প্রবেশ।

গীত

সাধুগণ। সে মনের মত মানুষটী কে, বুকের রক্তে মিশে রয়েচে যে।
সে যখন তখন কয়গো কথা, কথায় কাজে ঘুরায় সে॥
(সে মনের মানুষ কোথায় সে)
তারে ধ'র্‌তে গেলে যায় না ধরা, ধরায় মিশে কেমন ধারা,
যার ধরা গো সৃষ্টি করা, তারেই মিথ্যা বলে সে॥
(সে মনের মানুষ মনেই থাকে)
সে নিজের ঘরে নিজে একা, নিজেকে বলে নিজের সখা,
কখন হয় জগৎসখা, তার সোজা বাঁকা বুঝ্‌বে কে।
সে মনের মানুষ চিনবে কে॥

[সকলের প্রস্থান।

চুনিমালিনী, মিহির, শৃঙ্গমালীর প্রবেশ।

চুনিমালিনী। ওগো দাদাঠাকুর, দিদিমণিকে কি সত্যি সত্যি হারালুম! নৌক'ত আর বেশী জলে ডুবেনে! আমরা ত যা হয় ক'রে উঠ্‌লুম, কিন্তু দিদিমণি কম্‌নে গেল?

মিহির। আমি ত পাতি পাতি ক'রে সমুদায় উপকূল খুঁজে এলুম, কত উচ্চৈস্বরে "ক্ষণা, ক্ষণা" ব'লে ডাক্‌লুম, কোথাও ত কোন চিহ্ন পেলাম না! গুরুদেব! বোধ হয় ক্ষণা স্রোতে প'ড়ে উঠ্‌তে পারেনি, সিন্ধুর গভীর তলে প'ড়ে প্রাণ হারিয়েছে।

শৃঙ্গমালী। হায় ভগবান, কূলে এসে তরী ডুব্‌ল, একি পরীক্ষা তোমার!

মিহির। গুরুদেব! ক্ষণা কি এতই ভাগ্যহীনা! আহা—অভাগিনী যে আমাকে আশ্রয় ক'রে পিতামাতা—আত্মীয়স্বজন, রাজসুখসম্পদভোগ সবি হেলায় ত্যাগ ক'রে আস্‌ছিল, তার যে সব সাধে বাদ প'ড়্‌ল! কি হ'বে গুরুদেব! এখন কোথায় যাই!

চুনিমালিনী। দাদামণি, বল কি—তবে কি দিদিমণিকে আমরা সত্যি সত্যি হারালুম! কি হল দাদামণি! আহা, ভাবনায়, চিন্তায়, জ্বালা-যন্ত্রণায় দিদিমণি যে আমার আধখানা হ'য়ে গেছ্‌ল, একটুকু কি গায়ে বল ছিল, হয় ত একটু কষ্টেই দিদিমণি আমার মারা গেছে! ওগো, কি হ'ল গো!

মিহির। মালিবৌ, কেঁদে কি ক'র্‌বে? সে তার ভালবাসা—যতদূর তার ছিল, সে সমুদায়ই আমাকে দিয়ে চ'লে গেছে। কিন্তু আমি কি ক'র্‌লুম! এই সমুদ্রকূলে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ ক'র্‌লেই কি তার ভালবাসার প্রতিশোধ হ'বে! গুরুদেব! আমি আর একবার যাই, অনুমতি ক'রুন, আমি আর একবার সেই তরণীমগ্নস্থানে নিমজ্জিত হ'য়ে দেখিগে! আমি সন্তরণে অপটু নই, আমার জন্য কোন চিন্তা ক'র্‌বেন না।

শৃঙ্গমালী। মিহির! স্থির হও, আমার মনে স্থির বিশ্বাস দয়াময় ভগবান্ কখন এমন নিষ্ঠুর নন যে, ক্ষণা—হেন বিপদভাগিনীকে মৃত্যুপথে নিয়ে যাবেন! বোধ হয়, অভাগিনী স্রোতের বেগে কোন সুদূর উপকূলে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে! এখন সে পথহারা, বিপন্না এবং ভীতা! হয় ত আমাদেরই জন্য পথ চেয়ে ব'সে আছে! তরণীমগ্ন স্থানে নিমজ্জিত হ'য়ে তুমি কি ক'রবে মিহির? জলমগ্ন জীবদেহ কি এক স্থানে স্থির থাকে? স্রোতের সঙ্গে চ'লে যায়।

মিহির। গুরুদেব! আমিও সেই স্রোতের সঙ্গে চ'লে যাব! আমি ক্ষণার পথ অনুসরণ না ক'রে অন্য কোন পথে যেতে পারব না। ক্ষমা ক'রুন, আজ আপনার আজ্ঞা পালন ক'রতে পারব না। হে তরঙ্গমালী রত্নাকর তুমি তোমার রত্নভাণ্ডারের গৌরব বৃদ্ধি ক'রতে নিশ্চয়ই আমার ক্ষণারত্নকে অপহরণ ক'রেছ! সে রত্ন আমি উদ্ধার ক'রবই ক'রব! যে একবার সে রত্নের অধিকারী হ'য়েছে, সে কখনই সে রত্নহারা হ'য়ে জীবিত থাকতে পারে না! গুরুদেব, আমি যাই, আমায় বাধা দিবেন না। যদি ক্ষণাকে পাই, তবে ফিরে এসে আপনার চরণ দর্শন ক'রব, নতুবা আমার এই শেষ সাক্ষাৎ—শেষ বিদায়।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

চুনিমালিনী। দাদাঠাকুর, এ আবার কি হ'ল! দাদা-

মণিকে যে পাগলের মত দেখ্‌ছি। হয় ত জলে ঝাঁপ দিয়ে আমাদের শেষ ভরসাটুকুও শেষ ক'র্‌বে। যাই চল, যাই চল, দাদামণি, যেও না—যেও না, আমার পোড়া অদৃষ্ট না হ'লে এমন সব বিপদ ঘট্‌বে কেন!

[বেগে প্রস্থান।

শৃঙ্গমালী। ভগবান্, এ কি ক'র্‌লে? এক বিপদের উপসংহারে আমার নূতন বিপদের সূচনা ক'র্‌লে?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শৃঙ্গমালীর গৃহ।

নীলাম্বর ও দশচক্রের প্রবেশ।

নীলাম্বর। শ্রীধর—ও শ্রীধর, কৈ ভাই! তুমি যে বল্লে বেশ কালকোলো নধর নধর শ্রীধর নামে একটী ছেলে এদের বাড়ীতেই থাকে, কৈ, এত ডাক্‌ছি, উত্তর পাচ্চি না কেন? তুমি মিথ্যা ব'লে আমায় কষ্ট দিচ্চনা ত?

দশচক্র। রাম বল, তোমাকে কষ্ট দোব কেন! তুমি আমার কি অনিষ্ট ক'রেছ? ছেলে আছড়ে মেরেছ, না

কোলের ভাতের থাল কেড়ে খেয়েছ যে কষ্ট দোব! একটু ভাল ক'রে ডাক, জোর ক'রে ডাক। আমার বিশ্বাস যে, বেটী ছেলে লুকিয়েছে, তাকে সাড়া দিতে বারণ ক'রে দিয়েছে।

নীলাম্বর। শ্রীধর, শ্রীধর ও শ্রীধর! বলি, বাড়ীতে কে আছ, উত্তর দাও? আমাদের শ্রীধর কোথা? এখনও ব'লছি, যদি ভাল চাও, তাহ'লে ছেলে বার কর। এত স্পর্দ্ধা কম নয়! পরের ছেলে নিয়ে ঘরের ছেলে ক'রে রাখা হ'য়েছে। ভাই দশচাকী, তুমি ত এ গাঁয়ের লোক, বাড়ীতে গিয়ে দুকথা শুনিয়ে দাও না।

দশচক্র। না ভাই, তা আমি পারব না, মাপ কর দাদা! কাকে তুমি ছেলে ব'লছ, সে ছেলে নয় দাদা; সাতশো ছেলের বাপ, জেঠার অগ্রগণ্য, মহা ডিংরে! এখনি একটা হুজুগ বাঁধিয়ে দেশের লোককে এক জায়গায় জড় ক'রবে। তার অসাধ্য কিছুই নেই, আমি এত বড় একটা খেড়ে মিন্‌সে, আমারই এসে কানে ধরে। বলে, আমি সব জানোয়ারেরই কানে ধরি! হয় কে নয় করে, আর নয় কে হয় করে! এই দেখ্‌ছ এখানে আছে, আর একটু বাদে দেখ, পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গেছে।

নীলাম্বর। তুমি ব'লছ কি, সে যে আমার ছোট ভাই, তুমি তাকে এত ভয় কর?

দশচক্র। ভয় কি সাধে করি, একবার তার পাল্লায় পড়্‌লে আমি ত আমি, আমার চোদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত ভয় করে। তুমি কি ব'ল্‌লে, সে তোমার ছোট ভাই, তবে সে এ নয়, এ নয়! তুমি এমন লক্ষ্মী ছেলেটী, এমন তোমার চেহারা, তোমায় দেখ্‌লেই মন ভুলে যায়, আর সে একটা বিশ্ববখাট পাপ্পাবাজ, ভবঘুরে! সে তোমার ভাই? তা হবে, এক ঝাড়ের বাঁশেই কোনটায় বা ঠাকরুণপূজার কাঠামো হয়, আর কোনটায় বা ডোমের ধুচনী-চুপ্‌ড়ী হয়! আমি ভাবি, এ বেটী সেই ফুদ্‌কে ছেলেটাকে কেমন ক'রে বাধ্য ক'র্‌লে? ঠিক সে এই থানেই আছে—তুমি একবার এ পাশ থেকে ডাক দেখি?

নীলাম্বর। ভাই শ্রীধর, শ্রীধর!

আরাধিতা ও চন্দ্রালোকের প্রবেশ।

আরাধিতা। কে বাবা, আমার শ্রীধরকে ডাক্‌ছ? সে ত এখন এখানে নাই।

দশচক্র। শুন্‌ছ, বেটীর উক্তি—আমার শ্রীধর, এতেই বলে, মা বিয়োলে না বিয়োলে মাসী—ভায়া বুঝ্‌লে, ত?

নীলাম্বর। তাই ত এ ত বড় আশ্চর্য্য! বলি হাঁগা বাছা, তোমার শ্রীধর হ'ল কিরূপে?

আরাধিতা। ভালবাসায় বাবা, সে যে আমায় বড় ভালবাসে।

নীলাম্বর। তা সে ছেলে মানুষ, সে অমন যাকে তাকে ভালবেসে থাকে। তা ব'লে তুমি ছেলের মা হ'য়ে—পরের ছেলেকে কেড়ে রাখ্‌তে চাও কেন বাছা! আমার মা যে শ্রীধরের জন্য অস্থির! আর আমরাও পাগল হ'য়ে বেড়াচ্চি। এ ত ভারি অন্যায়। তুমি তাকে স্থান দিয়েছ কেন? সে নয় ছেলেমানুষ হিতাহিত জ্ঞান নেই, তা ব'লে তুমি তোমার এমন বুদ্ধি ক'র্‌লে কেন? পরের ছেলেকে কি এমন ক'রে ভুলিয়ে রাখ্‌তে হয়? যাক্‌, বোঝা গেছে; তুমি এখন শ্রীধরকে বার ক'রে দাও।

দশচক্র। আমি বেটীকে উনপঞ্চাশ দিন ব'লেছি, যে, রে বেটি, এমন কাজ ক'রিস্‌নি! পরের ছেলে ঘরে রাখ্‌লেই তার একটা ফ্যাসাদ আছে! তা বেটী কি শুন্‌লে?

চন্দ্রালোক। এঁ, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্য এলেন না কি? যাও, মাকে, "বেটী বেটী" ব'ল না ব'ল্‌ছি! শ্রীধর দাদকে ডাক্‌ব, মজা দেখ্‌বে?

দশচক্র। শুন্‌লে—শুন্‌লে! এরি একটু আগে ব'ল্‌ছিল যে, শ্রীধর বাড়ীতে নেই, এখন আবার শ্রীধর কোন্‌ বন থেকে টিয়া বেরোবে রে ছোঁড়া!

চন্দ্রালোক। ছোঁড়া, ছোঁড়া ব'ল্‌ছ কেন? ভদ্দর লোকের মুখে কি ছোঁড়া কথা বেরয়। হাঁ দাদা, শ্রীধরদাদা কি তোমার ছোট ভাই?

দশচক্র। এই গো, আবার তোমার সঙ্গে দাদা পাতাচ্চে, এবার তোমারও কাঁচা মাথা খাবার যোগাড়ে আছে। এখন যাও, তুমিও লোকের বাড়ী থেকে চাল ডাল মাথায় ক'রে এনে ওঁদের ঘরে পঁহুছে দাও।

নীলাম্বর। কথাটা কি, কথাটা কি ব'ল্লে দশ-চাক্রী দাদা, মাথায় করে চাল ডাল আনার কথাটী কি? তবে বুঝি শ্রীধর এখানে এই ক'রে! তাই বুঝি মা যখন তখন বলেন, যে, আজ কাল আমাদের চাল ডাল এত শীগ্গীর ফুরোয় কেন?

আরাধিতা। শ্রীধর কি তার বাড়ী থেকে চাল ডাল চুরি ক'রে এনে দেয়! তা ত জানি না!

দশচক্র। জান না, তবে তোমাদের চ'লে কিসে?

আরাধিতা। চ'লে কিসে, সে অনেক কথা! সে কথা শুন্‌লে তোমরা অবাক হবে।

নীলাম্বর। এতেই ত অবাক্ হ'য়েছি! এর পর তুমি আর একটা গল্প সাজিয়ে ব'ল্‌বে যে, শুনে আরও অবাক্ হ'য়ে যাব। যাই কেন ব'ল না মা, একটা ছেলেকে ভুলিয়ে এ রকম ক'রে রাখা তোমাদের উচিত হয়নি। এ ত সোজা কথা মা, একটা বালককে ভুলিয়ে না রাখ্‌লে— সে তার নিজের বাড়ী বই চাল্ ডাল অন্য কোথায় পাবে?

আরাধিতা। বাবা শ্রীধর, তুমি চোর? প্রাণে

যে বড় কষ্ট হয় বাবা! বাবা শ্রীধর! তুমি কেন আজ চোর সাজ্‌চ? সে যে আমার বড় শান্ত, বড় শিষ্ট, বড় মধুর স্বরে মা ব'লে ডাকে। অমন ছেলে কি চোর হ'তে পারে?

নীলাম্বর। তা বাপু, যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন হ'তে সাবধান হও, আর তাকে আজ হ'তে বাড়ীতে স্থান দিও না। তাকে তোমরা পাঁচজনে নাই দিয়েই ত এত বাড়িয়ে তুলেছ।

আরাধিতা। সে যে বাড়বার বস্তু বাবা! তাকে তোমরা কেউ চিননি; সে নিজের গুণে সকলের কাছে বড়। তুমি ব'ল্‌ছ, তুমি তার বড় ভাই, কিন্তু আমি বুঝ্‌ছি, সে তোমার চেয়েও বড়।

নীলাম্বর। তা ত বড় হবেই, আমি ত আর চাল ডাল চুরি ক'রে এনে দিতে পারিনি! কাজেই—সে আমা অপেক্ষা বড়।

চন্দ্রালোক। তোমরা কি ব'ল্‌চ, সে কেন চুরি ক'র্‌তে যাবে! আমাদের ঘরে যে শ্রীধর ঠাকুর আছেন, তিনিই চুরি ক'রে এনে আমাদিগে দেন। শ্রীধর দাদাকে ত মাথায় করে কিছু আন্‌তে কখন দেখেনি!

দশচক্র। বেশ বুজ্‌রুকি দেখাচ্ছ! ঘরের ঠাকুর পাথরের নুড়ি, তিনি পায়ে হেঁটে মাথায় ক'রে চাল ডাল এনে দেন, আর ওঁরা মায়ে-বেটায় মজা ক'রে ঘরে ব'সে

চোবা চোষ্য লোসেন। যত বেটা—গোঁড়া, ছেলেগুলোরও মাথা খাচ্চে না! কি বোকা বুঝাবার কায়দা! আরে ছোঁড়া, তবে তাকে তোরা ঘরে জায়গা দিস কেন? না, না ভাই, আমি যাই, তোমার ভাইকে নিয়ে তুমি যা ইচ্ছা হয়, ক'রতে পার; আমি কেন দোষের ভাগী হ'তে যাই! এরা ভাবছে, আমি যত নষ্টের গোড়া! (গমনোদ্যত)

শ্রীধরের প্রবেশ।

শ্রীধর। কে বলে তুমি যত নষ্টের গোড়া দশচাকী দাদা! যাবে কোথা ভাই!

গীত

এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বোস,
নয়ন ভ'রিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥
তুমি মণি নও, মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ, (আমায়) নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।
তোমায় যখন পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবনপানে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি,
রন্ধনশালায় যাই, তুয়া বঁধুগুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা ক'রে কাঁদি॥ (হস্তধারণ)

দশচক্র। দেখ্‌ছ, দেখ্‌ছ, আমি কি সাধে বলি—

শ্রীধর। হাঁ হে বঁধু, আমি না বিশ্ববকাট, ভবঘুরে, মহা ডিংরে!

দশচক্র। শুন্‌ছ—শুন্‌ছ—ও নীলাম্বর ভায়া, আমি সাধে বলি—যে, তুমি এমন শান্ত, শিষ্ট; আর ও তোমার ছোট ভাই, আমার সঙ্গে কি না ক'র্‌ছে বল দেখি?

নীলাম্বর। তুমি ওর হাত ছাড়িয়ে নিতে পারনি, তুমিও দেখ্‌ছি গোবর গণেশ! কেন কাচপোকার কাছে আরসুলা হ'য়ে পড়েছ, হাত ছাড়িয়ে নাও না!

দশচক্র। আরে ও যে ছাড়ে না! দাও, ভাল চাও ত হাত ছেড়ে দাও ব'ল্‌ছি! তোমার দাদাও ব'ল্‌ছে! আমার অনেক কাজ আছে ঐ ভদ্দর লোকের ছেলেটী তোমায় খুঁজ্‌ছিল ব'লেই এসেছি। নৈলে আমি ছেলেমো ক'র্‌তে আসিনি।

শ্রীধর। এই ছেড়ে দিচ্চি, যাও, আমারও অনেক কাজ আছে, আমি তোমার সঙ্গে বুড়োমো ক'র্‌তে চাইনি।

[দশচক্রের প্রস্থান।

নীলাম্বর। চল্ শ্রীধর, ঘরে চল্! তোকে না দেখে মা বড় ব্যস্ত হ'য়েছে!

শ্রীধর। কাদের ঘরে যাব, এই ত আমার ঘর! আমার আবার কে মা—ঐ ত আমার মা দাঁড়িয়ে? কে আমার ভাই, ঐ ত ভাই আমার চন্দ্র! তুমি কে?

নীলাম্বর। কি ব'লছিস্ শ্রীধর! তোর মা ভাই কেউ নাই? আমি দাদা নই?

শ্রীধর। কবে কোন কালে আমার বাবা দাদা মা বাপ আবার কে আছে? আমার সবই ত এরাই।

নীলাম্বর। ব'লিস কি ভাই! এরা তোর সব? আমি তোর দাদা নই? আমার মা তোর মা নয়? ডুদিনের জন্যে ওদের বাড়ী এসে এই তোর ঘরবাড়ী হ'য়েছে?

শ্রীধর। হাঁ ডুদিনের জন্যে বৈ কি। আমার বাবার বাবার আমল থেকে আমি এইখানে র'য়েছি। হয় না হয়, এদের জিজ্ঞাসা কর'।

নীলাম্বর। আর চাতুরীর খেলা খেলিস্নি! চল্, ঘরে চল্! কাল আস্‌বো ব'লে এসে কতদিন কাটালি বল্ দেখি? তোর কি দয়া-মায়া-মমতা কিছুই নেই? তুই কি নিষ্ঠুর বল্ দেখি?

চন্দ্রালোক। দাদা শ্রীধর, তুমি না কি চোর।

শ্রীধর। এ কথা কে বলে? কোন্ লাঙ্গুলে চাষা আমায় চোর বলে ভাই!

নীলম্বর। হাঁরে শ্রীধর, তুই কাকে লাঙ্গুলে চাষা বল্লি?

শ্রীধর। যে আমায় চোর ব'লে ?

নীলাম্বর। আমি বলি, আমি কি লাঙ্গুলে চাষা ?

শ্রীধর। আমি কি চোর ?

নীলাম্বর। চল্, এখন ঘরে চল্।

শ্রীধর। তুমি কি ছেলেধরা না কি। জোর ক'রে নিয়ে যাবে ?

নীলাম্বর। হাঁ, জোর ক'রেই নিয়ে যাব, তা না হ'লে তুই যাবি না দেখ্‌ছি !

[ক্রোড়ে গ্রহণোদ্যত অপর শ্রীধর আসিয়া নীলাম্বরের ক্রোড়ে উত্থান ও উভয়ের প্রস্থান।

আরাধিতা। হাঁ বাবা, শ্রীধর, চ'ল্লি !

শ্রীধর। (আরাধিতার ক্রোড়ে গিয়া) না মা, আমি কোথায় যাব, এই ত আমি তোমার কোলে র'য়েছি ! হাঁ, আমি এখন কোথাও যাব বৈকি ! আজ বাদে কাল বাবা আস্‌বে, আর আমি আজ যাবো !

চন্দ্রালোক। হাঁ দাদা, বাবা আস্‌বে সত্যি কি ?

শ্রীধর। আমি কি কখন মিথ্যে কথা বলি ?

চন্দ্রালোক। আর যদি না আসে ?

শ্রীধর। যদি না আসে, তাহ'লে তুমি আর দাদা ব'লো

ডেক'না, আমিও আর ভাই ব'লে ব'ল্‌ব না, মাকেও আর মা ব'লে ডাক্‌ব' না। যে দিকে প্রাণ যাবে, সেই দিকে চলে যাব।

আরাধিতা। না বাবা, তুমি কোথাও যেও না, যাঁর বাড়ীঘর, তিনি ইচ্ছা হয় আসুন, ইচ্ছা হয় না আসুন, কিন্তু তুমি আমার কোল ছেড়ে কোথাও যেও না। চল বাবা, কিছু খাবে দাবে চল।

চন্দ্রালোক। না দাদা, আমি তোমায় ছাড়্‌ব না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মালবোপকূলস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ।

দ্রুতপদে কণ্ঠরুদ্রের প্রবেশ।

কণ্ঠরুদ্র। আমি পাগল হ'ব, আমি পাগল হ'ব! পাগল হ'লেই—আমি ক্ষণার প্রেম না পাই,তার দয়া পাব। উঃ, ক্ষণা ক'র্‌লে কি, ক'র্‌লে কি, আমার জন্য তুমি দেশ-ত্যাগিনী হ'লে? রাজসুখসম্পদ ফেলে এলে? অহো, আমার অত্যাচার হ'তে আত্মরক্ষা ক'র্‌তে, ক্ষণা সর্ব্বস্বত্যাগিনী

হ'য়েছে। শুধু কি তাই, কত বিপদ ভোগ ক'রেছে! ধীবর-দের মুখে শুন্‌লাম যে, তরী মগ্ন হ'য়ে একটী পরমাসুন্দরী রাজকুমারীর মত স্ত্রীলোক আর দুইটী পুরুষ এই কূলে এসে আশ্রয় পেয়েছে! এ নিশ্চয়ই ক্ষণা—মিহির, আর তাদের-অস্ত্র গুরু শৃঙ্গমালী! তাদের সমুদায় দুঃখের মূল আমি!

দ্রুতপদে রাহুদেবের প্রবেশ।

রাহুদেব। বাবাজী, বাবাজী, কোথা তুমি গো! এই যে এখানে! উঃ, যেন তীরের মত ছুটে এসেছ! বাবাজী, ক'রেছ কি, এখনও যে তোমার কাটাঘা ভাল হয়নি। যদি আবার রক্তস্রাব হয়, তাহ'লে বিঘুরে মারা যাবে!

কণ্ঠরুদ্র। হাঁ, আমিই তার সমুদায় দুঃখের মূল! তবে সে আমায় ভালবাসার চোখে দেখ্‌বে কেন? তার বিপদের পদে পদে যে আমার প্রতি তার ঘৃণা বৃদ্ধি হ'য়েছে! সে ত আমায় সহজে স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে আসেনি, আমি যে তাকে বাধ্য ক'রে ত্যাগ করিয়েছি! সে অপরকে ভাল বেসেছিল,বাসুক না,আমি ত তাকে তবু চোখের দেখা দেখ্‌তাম! কেন আমি তার প্রাণে আঘাত ক'র্‌লাম। অহো হো—ক্ষণা, তুমি আমায় ক্ষমা কর। একবার আমায় তুমি দেখা দাও, আমি আর কিছু চাই না! কেবল চোখের দেখা মাত্র!

রাহুদেব। বাবাজী, ঠাণ্ডা হও, কাল থেকে খাওনি, কিছু খাবার দেবার ব্যবস্থা করিগে চল! প্রেম বল, ভালবাসাবাসি বল, খালি পেটে কিছুই ভাল লাগে না!

কণ্ঠরুদ্র। কেন আমি তাকে দুদিন অবসর দিলাম না! কেন আমি তাকে সর্ব্বস্ব দান ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম না! তাহ'লে যে আমি তার করুণা পেতাম! সে ত রাক্ষসী নয়, সে ত দুষ্টা নয়, সে যে লক্ষ্মী, সে যে সুশীলা! সে অবশ্যই দয়া ক'রত, সে নিশ্চয়ই আমায় ভালবাসার চক্ষে দেখ্‌ত! আরাধনায় ভগবান্ প্রসন্ন হন্, আর ক্ষণা আমায় প্রসন্ন হ'ত না?

রাহুদেব। বলি বাবাজী, আমি যে এত ভ্যানর ভ্যানর ক'রছি, বলি, কানে কি কিছু শুনতে পাও না! চল না, খালি পেট ভর্ত্তি ক'রে দেদার শ্বশুরজামায়ে বসে নির্ভাবনায় পীরিত-প্রণয়ের কথা আলাপ করা যাবে এখন! এই ময়দা আছে, ঘি আছে, চিনি আছে, সুজি আছে; আম-কাঁটাল-কলা-ফলফুলারি আছে; এ সব কি না রৈল পড়ে—কি বাবা! পিরীতি পিপ্‌ড়ে কামড়ে পড়ে—কাটা ঘায়ে নুণের ছিটের মত ছটপট ক'রে মর! বলি বাবাজী, আমাদের কি তোমার মত বয়স ছিলনি, আমরা কি বাবা তোমাদের পীরিতের কুমোর-চাকে ঘুরিনি?

কণ্ঠরুদ্র। এস, এস ক্ষণা, একবার দেখা দাও! আমি

তোমার সকল আশা পূর্ণ ক'রব ; আমি কর্ণাটের রত্নভাণ্ডার শূন্য ক'রে তোমায় রাজরাজেশ্বরী সাজাব। মিহিরকে কর্ণাটের রাজসিংহাসনে রাজেশ্বর সাজিয়ে তোমাকে তার বামে বসাব! আমি তোমাদের আজ্ঞাকারী দাস হ'য়ে সম্মুখে করজোড়ে উপস্থিত থাকব। আমার নয়ন সার্থক হবে। ক্ষণা, এ দয়াটুকুতেও কি আমি, তোমার নিকট হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছি! বল ক্ষণা, একবার এসে বল ক্ষণা, কিসে তুমি সুখী হও! মিহির, মিহির, আমি জানি মিহির, তুমি বড় ধীর! তুমি ক্ষণাকে বুঝিয়ে বল, ক্ষণা আমায় সান্ত্বনা ক'রুক : মিহির—মিহিরের ক্ষণা—

[বেগে প্রস্থান।

রাজদেব। বাবাজী, বাবাজী, দাঁড়িয়ে যাও,—দাঁড়িয়ে যাও, চারদিকেই চর পাঠান হ'য়েছে, চরেদের একটু অপেক্ষা ক'রে যাওয়া যাক! তুমি কেন মিছে ছোটাছুটি ক'রে যাবে ? না, আজ আর ভাগ্যে ভগা কিছু মাপলে না!

[প্রস্থান।

দুইজন কিরাত সৈন্যের প্রবেশ।

১ম কিরাতসৈন্য। ভেক ভেইয়া, তাজ্জব। এই ত দেখ্‌লি সেই রেজঝিয়ারি ক্ষণা, দুটো ছোকরা সাথে ধীরে

ধীরে চলি যাচ্ছে! ঝড়াক্ সে বিজ্‌লি কি মত উধাও হ'য়ে গেল! কি তাজ্জবরে—

২য় কিরাতসৈন্য। না রে না, তুই দোসরা কইকো দেখেছিস!

১ম কিরাতসৈন্য। আরে সেই দোসরাইবা কোথা গেল! আঃ কিয়া হয়রাণি, কিয়া হয়রাণি! চল্ রে, ঐ জঙ্গলপাশটো ঢুঁড়িগে।

২য় কিরাতসৈন্য। কিয়া তাজ্জব! কিয়া তাজ্জব!

[উভয়ের প্রস্থান।

নীলাম্বর ও শ্রীধরের হস্তধারণ পূর্ব্বক
ক্ষণার প্রবেশ।

ক্ষণা। ভাই শ্রীধর, দাদা নীলাম্বর! কি তোমাদের সুধাময় সঙ্গ! প্রাণের এত জ্বালা আমার, সব যেন সুশীতল!

নীলাম্বর। ভগিনি!

শ্রীধর। দিদি!

ক্ষণা। আহা তোমাদের কি মধুর সম্বোধন! আমার যেন বিপদের শেষ না হয়।

শ্রীধর। দিদি, একটু বিশ্রাম কর।

নীলাম্বর। ক্ষণা, অনেকক্ষণ যে কিছু খাও নি! তুই

রেখেছি, ফল রেখেছি, কিছু খাবে? ঠোঁট দুটী শুকিয়ে উঠেছে! অহো—ভগিনি, ভগবান্ তোমায় কত কষ্টই দিয়েছে!

ক্ষণা। তা হ'ক না, কি কষ্ট দাদা! সেই কষ্টে যে তোমাদের মত ভাই পেয়েছি।

শ্রীধর। চল না দিদি, তোমায় সিংহলে রেখে আসি। এমন ক'রে পথে পথে ক'দিন বেড়াবে?

ক্ষণা। আবার সিংহল, শ্রীধর! সিংহলে আমার কে আছে? (রোদন)

নীলাম্বর। শ্রীধর, তোর কি স্বভাব বল দেখি, মানুষকে না কাঁদিয়ে তুই থাক্‌তে পারিস নি? তোর মত নিষ্ঠুর কেউ নেই! ফুটন্ত গোলাপকে তুই ঝরিয়ে ফেলিস! চাঁদের রাজ্যে তুইই বিষাদের অন্ধকার ছড়িয়ে দিস্! হাসির হাট তুইই কান্নার তরঙ্গে ভেঙে চুরে দিস্! না ভগিনি, ও একটু দুষ্টু, ওকে তুমি জান নি, তুমি চুপ কর! আমি কি আগে জান্‌তুম, তাহ'লে ত এতদিন তোমার কোন কষ্টই থাকৃতনা। আমি মিহিরকে, শৃঙ্গমালীকে, আর একটা তাদের সঙ্গে কে মাগী আছে, তাদিগে এই পাহাড়ের একটা নিচু জায়গাতে দেখেছি। আহা, মিহির যেন সীতা-বিয়োগী শ্রীরামচন্দ্র! নারায়ণ যেমন একদিন লক্ষ্মীকে হারিয়ে ছল-নয়নে ব্যাকুল প্রাণে চঞ্চল হ'য়েছিলেন, এও যেন ঠিক

তেমনি! ঠিক যেন সতীহারা মহেশ্বর! ক্ষণা তুমি অতি ভাগ্যবতী! কাঁদ্‌ছ কেন, সিংহলে যাবার কথায়? তোমাকে সেখানে যেতে হবে না! তোমার ব্যথাময় সিংহলে কখন আর তোমায় যেতে হবে না! আমি তোমার বড় ভাই, আমি এই ব'লে তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি।

ক্ষণা। সেই আশীর্ব্বাদই কর দাদা! সিংহলের মায়া যেন ভুল্‌তে পারি।

শ্রীধর। দিদি, আমার একটা আশীর্ব্বাদ নেবে না?

ক্ষণা। তুমি আমায় কি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বে ভাই শ্রীধর!

নীলাম্বর। দেখ্‌, শ্রীধর, সব সময়ে রহস্য ভাল লাগে না! তুই কি—এত ছেলে মানুষ, বড় বোনকে তুই আশী-র্ব্বাদ ক'র্‌বি?

শ্রীধর। কেন ক'র্‌বে না? দেখ, তুমি আমার সঙ্গে বড় লেগেছ? না, আমি তোমার কাছে থাক্‌ব না! আমি যেটা ক'র্‌ব, সেইটাতেই তুমি বাধা দাও! ঐ কে আসছে—

[প্রস্থান।

নীলাম্বর। দেখ্‌লে বোন্‌, শ্রীধর কতদূর ছেলে মানুষ, ওর কথায় রাগ ক'র না, দেখি—সে আবার কোথায় গেল!

[প্রস্থান।

ক্ষণা। কে ওটী ছেলে! আজ কয়েকদিন একবারও আমার সঙ্গ ছাড়া হয় নি! কি মিষ্টি কথা, কি মিষ্টি ব্যবহার! ভাই বোনের সম্বন্ধ কি এত মধুর! আমার মিহির—বাল্যকালে আমার সঙ্গে—ঠিক এই মত ব্যবহার ক'রত! সে ভালবাসায় স্বার্থের নাম গন্ধটুকুও ছিল না! হায়—মিহির! আমি নাগিনী—সে অমৃতে গরল তুলেছি! তখন আমি দুঃখ পাব না ত, আর কে পাবে? কার—পদশব্দ। তবে কি আমার শ্রীধর আসছে! ভাই শ্রীধর—দাদা নীলাম্বর—

মিহির, শৃঙ্গমালী ও চুনিমালিনীর প্রবেশ।

মিহির। কার কণ্ঠস্বর! বামাকণ্ঠ! কে—কে—ক্ষণা, ক্ষণা, আমার ক্ষণা, ঐ যে—ঐ যে গুরুদেব! আমার ক্ষণাকে আমি পেয়েছি! পেয়েছি, হারানিধি পেয়েছি! সত্য, সত্য, সত্য, গুরুদেব! আপনার কথাই সত্য! ক্ষণা আমার জীবিত! নন্দনের পারিজাত অকূল সিন্ধুর স্রোতে ভেসে যাইনি! নিরাশ্রয়া আকুলা ব্রততি আমার আপনারই আশীর্ব্বাদে রক্ষা পেয়েছে! ক্ষণা—ক্ষণা—

ক্ষণা। কে তুমি, মিহির? এসেছ মিহির এই যে গুরুদেব! গুরুদেব! গুরুদেব! তোমার স্নেহের বন্ধন ছিন্ন ক'রে মৃত্যু আমায় নিতে পারেনি! (প্রণাম) চুনিদিদি, চুনিদিদি!

চুনিমালিনী। দিদি, দিদি, দিদি আমার! (আলিঙ্গন)

ক্ষণা। তোমাদের সকলকেই সুস্থ দেহে আবার দেখ্‌তে পাব, এত স্বপ্নেও ভাবিনি। হা ভগবন্! কি লীলা তোমার!

শৃঙ্গমালী। মা, ভগবানের অনুগ্রহে তোমায় যে আবার পাব, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এস মা আমার, তোমার নবীন জীবনে যে এত কঠোর বিপদের পরীক্ষা উপস্থিত হবে, এ কথা একদিনও ভাবিনি।

মিহির। ক্ষণা! বল, কি উপায়ে তোমার জীবন রক্ষা হ'ল?

ক্ষণা। সে অনেক কথা মিহির! কৈ আমার সে রক্ষা-কর্ত্তা ভাই দুটী! কৈ আমার শ্রীধর—কৈ আমার নীলাম্বর-দাদা! সে বিপদের কথা আমার কিছুই মনে নাই মিহির! আমি জলমগ্ন হ'য়ে চৈতন্যহারা হ'য়েছিলাম! ফিরে যখন আবার চৈতন্য পেলাম, তখন দেখি, কোন অজ্ঞাত রাজ্য হ'তে এসে আমার দুটী স্নেহময় ভাই আমায় কোলে ক'রে নিয়ে ব'সে আছে। তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লুম্, বড়টীর নাম নীলাম্বর, আর ছোটটীর নাম শ্রীধর।

শৃঙ্গমালী। শ্রীধর! বাবা শ্রীধর—আমার অভীষ্টদেব শ্রীধর! বাবা, এ লীলা তোমার! মা ক্ষণা, এ প্রসঙ্গে আবশ্যক নেই! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—কে তোমায় রক্ষা ক'রেছে! জেনে রাখ মা, সেই দিন হ'তে তুমি ভাগ্যবতী!

চুনিমালিনী। দাদাঠাকুর! আজ আমি কিন্তু এখন গান ক'রব, আমার আহ্লাদ ধ'রছেনা! তুমি কিন্তু রাগ ক'রতে পারবেনা!

গীত।

বেয়াদবি মাপ কর্গো, আমি আমোদে উথ্‌লে উঠেছি।
বঁধুর আমার হারান হার কদমতলায় কুড়িয়ে পেয়েছি॥
যার হার সে দিয়ে তারে, বুকে নিয়ে বুকের হারে,
চল দেখাই দ্বারে দ্বারে, যার তরে গো দেশ ছেড়েছি॥
(কুলমান ছেড়েছি)
আর মলিন কেন মুখখানি, এখন কুঞ্জে চল কুঞ্জরাণি,
আমি যে চুনিমালিনী, ফুলে সেজে রয়েছি॥
যুগল রূপের পাগল হ'য়ে রয়েছি।

শৃঙ্গমালী। কেমন চুনি, তোমার আহ্লাদের গান শেষ হ'য়েছে ত? এখন শোন মিহির, আজ এ আনন্দের দিনে তোমায় একটী আনন্দের সংবাদ বলি।

মিহির। কি আনন্দের সংবাদ গুরুদেব!

শৃঙ্গমালী। তোমার জন্ম কথা! উজ্জয়িনী তোমার জন্মভূমি। উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত বরাহ তোমার জন্মদাতা পিতা। তিনি তোমার আয়ু-গণনায় ভ্রান্তিবশতঃ অল্পায়ু জেনে

তোমাকে তাম্রপাত্রে রেখে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। সিংহলরাজের অনুচরগণ তোমায় পেয়ে সিংহলরাজকে দান করে।

মিহির। আপনি, আপনি আমার কে গুরুদেব!

শৃঙ্গমালী। আমি তোমার পিতার বন্ধু! আমার নাম শৃঙ্গমালী। আমি রক্ষকস্বরূপ হ'য়ে সেই দিনেই কর্ম্মস্রোতে ভেসে তোমার অনুসরণ ক'রেছিলাম। আজ আমার সব সার্থক। মিহির, মিহির, আমি তোমার জন্য আমার অভীষ্টদেব শ্রীধরকে সর্ব্বস্ব দান ক'রে গৃহত্যাগ ক'রে এসেছিলাম! আজ মা ক্ষণার মুখে সেই শ্রীধরের নাম শুনে বাবাকে দেখ্‌তে আমারও প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠেছে! চল মিহির! আর অপেক্ষা নয়,এই আনন্দের ক্ষণেই আমরা শুভযাত্রা করি এস!

মিহির। বাবা, বাবা, আপনি আমার পিতৃবন্ধু, পিতৃস্থানীয়। আপনাকে আর কি ব'ল্‌ব , আমারও প্রাণ পিতৃপদ দর্শনে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে! চলুন, চলুন, কতক্ষণে তাঁকে দেখ্‌ব! বলুন, বলুন, এখান হ'তে উজ্জয়িনী কতদূর! কোন্ পথে যেতে হবে? আমার মা আছেন ত? ক্ষণা, ক্ষণা, এত বিপদের পর যে এ স্বর্গের আনন্দ পাব', এ ধারণা কি মানুষে ক'র্‌তে পারে? এ দান কার? হে মহিমময় বিভু, তুমি সব পার! চলুন, চলুন বাবা —

শৃঙ্গমালী। ব্যস্ত হওনা মিহির! আমার একটী কথা আছে শোন! আনন্দোচ্ছ্বাসে ভবিষ্যৎ চিন্তা বিস্মৃত হওনা। তোমার পিতার চরিত্র আমি বিশেষরূপে জানি। তিনি ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি তাঁর জ্যোতিষী গণনায় তোমাকে অল্পায়ু জেনে সমুদ্রে বিসর্জ্জন ক'রেছিলেন, সে গণনা যে অভ্রান্ত—এই তাঁর স্থির বিশ্বাস। তুমি যদি সহসা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে পিতৃসম্ভাষণ কর, তাহ'লে সেই আত্মাভিমানী অভ্রান্ত জ্যোতিষী কখন নিজ গণনা ভ্রান্ত ব'লে তোমায় পুত্ররূপে গ্রহণ করবেন না; এমন কি আমার সাক্ষ্যেও বিশ্বাস ক'রবেন না।

মিহির। তাহ'লে কি হবে গুরুদেব! তাহ'লে কি আমি স্নেহময় পিতামাতাকে "পিতামাতা" সম্বোধন ক'রতে পাব না? তাঁদের স্নেহের ক্রোড়ে স্থান পাব না?

শৃঙ্গমালী। কাল প্রতীক্ষা ক'রতে হবে। প্রথম রাজ-সভায় উপস্থিত হ'য়ে তোমরা জ্যোতিষশাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-দম্পতি ব'লে পরিচয় দিবে। গুণগ্রাহী রাজা তোমাদের দুর্ল্লভ প্রতিভা দর্শনে নিশ্চয়ই তোমাদের গুণের পুরস্কার দিবেন। কালে নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রবে। তখন সুযোগানুসারে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

মিহির। তাই, তাই, গুরুদেব! আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।

ক্ষণা। ভাই শ্রীধর, তুমি এ সময় কোথা, যাবার সময় একবার তোমায় দেখ্‌তে পেলাম না!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

সন্ন্যাসীবেশে সিংহলরাজের প্রবেশ।

সিংহলরাজ। ক্ষণা, অভিমানিনী মা আমার! একবার এসে দেখে যা, আজ তোর প্রতি নিষ্ঠুরতা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমি সন্ন্যাস-গ্রহণ ক'রে তোর উদ্দেশে সিংহল ত্যাগ ক'রে যাচ্চি। তুই যতক্ষণ সিংহলে ছিলি, ততক্ষণ আমি বুঝ্‌তে পারিনি যে, তোর প্রতি আমি কি নিষ্ঠুরাচরণ ক'রেছি। ঘোর পাপে আচ্ছন্ন হ'য়ে জ্ঞান-দৃষ্টিহীন অন্ধ হ'য়েছিলাম। মিহির, এতদিন কি আমি দুগ্ধ-দানে কাল সর্প পোষণ ক'রেছিলাম! তাই কি যাবার সময় আমায় এমন ভাবে দংশন ক'র্‌লি যে, সে বিষের জ্বালায় সিংহল পর্য্যন্ত পুড়ে শ্মশান হ'য়ে গেল!

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। একি রাজা, এ বেশ কেন? এই না তুমি আমায় ব'লে এলে, আমি স্বয়ং আজ ক্ষণায় খুঁজতে বাহির হ'ব? তাই কি এ বেশ! তাই কি তুমি সন্ন্যাসী হবে রাজা! ক্ষণা যেমন ভাবে সর্ব্বস্ব ছেড়েছে, তেমনি ভাবে কি তুমি আমাদিগকেও ছাড়বে? তাহ'লে আমরা কি নিয়ে থাকব! ক্ষণা গেছে, মিহির গেছে, তুমিও যাচ্ছ, তবে আর কেন এ রাজসংসার—এ সংসারে আগুন জালিয়ে দিয়ে যাও। জ্বালা যে আর সৈতে পারি না! সব সয়েছি—তোমার মুখ চেয়ে সব ভুলেছিলাম, কিন্তু আজ সব দুঃখ—সব যন্ত্রণা যেন একেবারে উদয় হ'চ্চে! হা মা ক্ষণা—

সিংহলরাজ। মহিষি! যাবার সময় আর বাধা দিও না। এ বেশে না গেলে যে আমি মা ক্ষণাকে পাব না। সিংহলরাজবেশে আমি সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম, আবার সে বেশে বোধনসংকল্প ক'রে সে করুণাময়ীকে আবাহন ক'র্‌লে সে আস্‌বে কেন? তাই আমার এ দীন বেশ! এ দীন বেশ দেখে যদি মা আমার প্রতি করুণা-পরবশ হ'য়ে আবার ফিরে আসে? নতুবা কোন্ মুখে আমি মায়ের কাছে যাবো, গিয়ে কি ব'ল্‌ব! হায়, হায়, রাণি! নিজকর্ম্মের ফলে সব হারিয়েছি! সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছি! নিজে নরকে যেতে ব'সেছি একটী রাজপুত্রকে

পথে বসিয়েছি! দুইটী রাজ্য রাজাশূন্য ক'রেছি! নারীহত্যার মহাপাতক নিতে ব'সেছি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সন্ন্যাসীবেশেই কি শেষ হবে?

রাণী। মহারাজ! তবে আমাকেও সঙ্গিনী ক'রুন। ক্ষণা আমায় দেখ্‌লে কখনই আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। দেখা হ'লে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আস্‌বে।

সিংহলরাজ। রাণি, তুমি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী; তুমি কি জান না যে, এ সিংহল হ'তে সিংহলের রাজারাণী শূন্য হ'লে সিংহলরাজ্যের অবস্থা কি হবে! রাণি! অধীর হ'ও না, আমি যে কোনরূপে পারি, মা ক্ষণাকে সিংহলে নিয়ে আস্‌ব'।

রাণী। এ কথার আর প্রতিবাদ কি ক'র্‌ব মহারাজ! ক্ষণা আমার একার নয়! তোমারও স্নেহ-রাজ্যের সে রাজরাণী! আমি আর কি ব'ল্‌ব মহারাজ, আমিও সিংহলের সিন্ধুকূলে তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব—এটী যেন তুমি মনে রেখ', এই আমার শেষ অনুরোধ!

রাহুদেব ও কিরাতরাণীর প্রবেশ।

কিরাতরাণী। ওরে রেজা, ওরে রেজা শোন্ রেজা, শোন্ রেজা, তোর সেঙাৎ রাহুদেব কি ব'লে রেজা! মার বাচ্চা কণ্ঠরুদ্দর সে আর ঘরে আস্‌বেকনি! তোর

ঝিয়ারি লাগিয়ে রেজ্ঞা মোর বাচ্চা মুলুক ছাড়ি উধাও হইয়ে চলিয়ে গেল রেজ্ঞা ; কি হবে রেজ্ঞা !

সিংহলরাজ। কিরাতেশ্বরি ! আমি মাত্র ক্ষণার উদ্দেশে আজ সিংহল ছেড়ে যাচ্ছি না। কঙ্ককেরও উদ্দেশ নিতে যাচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক। আমি দুই-জনকেই নিয়ে আসব। তুমি বীরাঙ্গনা, আমি আজ তোমার হাতে আমার সিংহাসন, রাণী, রাজ্য, সব সমর্পণ ক'রে যাচ্ছি।

কিরাতরাণী। উত্তম রেজ্ঞা, যা তু চলি যা, শীগ্‌গির শীগ্‌গির নিয়ে আসবি, হামার কলিজাটা সব খালি হ'য়ে গেছেরে রেজ্ঞা, সব খালি হ'য়ে গেছে ! হামার মগজের মাঝে যেন আগ জ্বল্‌ছে রে—আগ জ্বল্‌ছে। হামার আঁখমে আর লো নেইরে—লো নেই ! সব শুকিয়ে গেছে রেজ্ঞা, সব শুক্‌না হ'য়ে গেছে ! হা হা রেজ্ঞা, এমন কপাল করেছিনুরে !

সিংহলরাজ। কিরাতেশ্বরি ! সব অ—ষ্টের একত্র সমবায় হ'য়েছে ! সব কর্ম্মের আগুন, তাই একত্র জ্বলেচে ! সকলেই একত্রে পুড়্‌ছি, আর পুড়্‌বো। তার জন্য দুঃখিত হ'চ্চ কেন ? সমুদ্রে ঝড় উঠ্‌লে সব তরণী যেমন একত্রে মিলিত হয়, তেমনি তোমরা এই সিংহলে তেমনি ভাবে থাক ! আমি চল্লুম, যদি বাছাদিগে কোন দিন আনতে পারি, তাহ'লে

আমার সব সার্থক হবে ; নতুবা আমার সাধের যজ্ঞের এই শেষ আহুতি হ'য়ে গেল।

[বেগে প্রস্থান।

রাণী। রাজবয়স্য ! এখনও দাঁড়িয়ে চিন্তা ক'রছ কি ? নিজের কর্ত্তব্য দেখ্‌তে পাচ্চনা ! ঐ কর্ত্তব্য তোমার রাজমূর্ত্তি ধারণ ক'রে রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাচ্চেন ! তুমি কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্মের মূর্ত্তিতে তাঁর অনুসরণ কর' ! প্রতি দণ্ডে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর জীবনের প্রহরী হ'য়ে যাও। অপেক্ষা ক'রছ কি ? দেখ্‌ছ কি, যাও রাজবয়স্য ! জীবনে একবার অনেক অবসর পাবে।

রাচদেব। মা, আমি এতক্ষণ অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলেম ! এখন মা কর্ত্তব্যরূপিণী তুমি, আমার সংজ্ঞা দান ক'র্‌লে ! তুমি আমার কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিলে। নিশ্চিন্ত থাক মা, আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাক্‌তে মহারাজের কোন অনিষ্ট হবেনা।

[প্রস্থান।

রাণী। এস ভগিনি, আমরা এখন যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনীর পথ।

বাজার হস্তে বরাহের প্রবেশ।

বরাহ। উঃ, আজ সেই বিংশতিবর্ষের কথা! সে মুহূর্ত্তের ইতিহাস আর মন হ'তে গেল না। যত মনে করি, নিজের অপরাধের কথা, ত্রুটী-ভ্রান্তির কথা ভুলে যাব, তা আর কিছুতেই পারলাম না! এত চেষ্টা ক'রছি, এত মনকে বুঝাচ্চি, পৃথিবীর যত নীতি এনে সাম্‌নে ধ'রছি, কিন্তু সে কিছুতেই কিছু নয়! যেন রাবণের চিতা দিন রাত্রিই সমভাবে জ্ব'লছে। এই বল্‌ছি ভুলছি, আবার পরক্ষণে যদি একটী বিংশতিবর্ষের যুবকমূর্ত্তি দেখি, অমনি সব ভুল্‌ হ'য়ে যায়! সুপ্ত স্মৃতি জাগ্রত হ'য়ে উঠে। অমনি মনে হয়, আমার যদি সে থাক্‌ত, তাহ'লে সেও এরূপটী হ'ত— অমনি ভাব্‌তে ভাব্‌তে পাগলের মত চিত্তহারা হ'য়ে পড়ি! ঐ যে কে একটী যুবক যাচ্চে—অহো আবার— আবার পাগল হ'লুম! উঃ বুক ফেটে যায়! (রোদন)

সাধু বালকবেশে শ্রীধরের প্রবেশ।

শ্রীধর। একি পণ্ডিত মহাশয়, বাজার হাতে ক'রে কাঁদ্‌ছেন যে!

বরাহ। অ্যাঁ কাঁদ্‌ছি! না—না বালক, কাঁদ্‌ব কেন?

শ্রীধর। বুকের আগুন চোখ দিয়ে জল হ'য়ে বেরয়, তার নাম ত কান্না?

বরাহ। হুঁ, সেই কান্না, সেই কথা, সেই যন্ত্রণা, সেই প্রাণের ভাব—উচ্ছ্বাস।

শ্রীধর। পণ্ডিত মহাশয়!

বরাহ। বাবা!

শ্রীধর। সত্য কথা বল, পুত্রহারা পিতা তুমি দুর্ভাগ্য কিনা?

বরাহ। বাবা, বাবা, কে তুমি?

শ্রীধর। কৃতকার্য্যের অনুতাপ বাবা, ঘরে যাও, ভগবানের কৃপা তোমার সম্মুখীন হ'য়েছে। আর কাঁদতে হবেনা।

[প্রস্থান।

বরাহ। কিছুই ভাবার্থ বুঝ্‌তে পারলাম না। বালক তড়িতের মত চলে এল, আর চলে গেল! কিন্তু একটা উজ্জ্বল আশা যেন জাগিয়ে দিয়ে গেল! না, না, ভুলে যাব, ভুলে যাব,—স্মৃতি আর এসনা।

[প্রস্থান।

অবীক্ষিত সাধু ও অন্যান্য সাধুগণের প্রবেশ।

গীত

সাধুগণ। "আমি তুমি" কর কেন, কোন্‌টা "আমি তুমি" বল।
অবীক্ষিত। সবি তিনি, তিনিই তিনি, তিনি শূন্য জল স্থল॥
এ বিশ্ব যাঁর অধিকার, কে আছে তার অধিক আর,
তবে "আমি তুমি" কার, ভেদ-অন্ধকারে চল॥
উপাধি বিভেদ মাত্র, কেন তার পাত্রাপাত্র,
প্রপঞ্চ পঞ্চতন্মাত্র, এক ব্রহ্মই কেবল॥

[সকলের প্রস্থান।

বেতালের প্রবেশ।

গীত

বেতাল। মা তুই একা কোথা একলা বসে',কেন বুনেছিস্ বিশ্ববসন।
কালের তাঁতে মায়ার সূতে দারাসুতের দিয়ে বাঁধন॥
যত জীবে মাকু ক'রে, ঘুরাও যাতায়াত-ঘোরে,
ছিঁড়্‌লে সূতো আবার ধরে', দাও মা গেরো মনের মতন॥

কৃষকবেশে বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রমাদিত্য। আবার গাও, আবার গাও বেতাল! বড় মধুর, বড় মধুর, মায়ের লীলাতত্ত্ব বড় মধুর! তোমার

কণ্ঠে আরও মধুর! সত্যই মা মায়াসূত্রে বিশ্ববসন বয়ন ক'রেছেন!

বেতাল। একি মহারাজ! অর্দ্ধ রাজবেশ, অর্দ্ধ কৃষক বেশ! আপনার এ মূর্ত্তি ত কখনও দেখি না মহারাজ! ধূলিকর্দ্দমাক্ত হস্ত—সেই হস্তে ভূমিখননের অস্ত্র! ঘর্ম্মাক্ত শ্রান্তদেহ! মহারাজ আপনি কি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন?

বিক্রমাদিত্য। প্রভু, তুমি আমার জীবনের দৈনিক কার্য্য সমুদায়ই জান, কিন্তু এই কার্য্যটী আমি লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে সাধন করি। আমি প্রত্যহ একপ্রহর পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্য করি।

বেতাল। এ কৃষিকর্ম্মের উদ্দেশ্য কি মহারাজ?

বিক্রমাদিত্য। উদ্দেশ্য - শরীরের শ্রমপটুতার অভ্যাস! যদি কর্ম্মবশে আমাকে কোন দিন রাজকার্য্য—রাজ-সিংহাসন ত্যাগ ক'রতে হয়, তাহ'লে আমি শ্রমসাধ্য উপজীবিকা অবলম্বন ক'রে জীবন ধারণ ক'রতে পারব। আমার কৃষিলব্ধ ফলশস্যে অন্ততঃ দুই তিনটী মানুষের উদর পোষণ হ'তে পারে। একদিন আমি তোমাকে আমার কৃষিক্ষেত্র দেখাব। সেই বিস্তীর্ণ রাজোদ্যান আমার স্বহস্তরোপিত বৃক্ষলতায় সজ্জিত।

বেতাল। মহারাজ! রাজার পক্ষে এ শ্রমপটুতার অভ্যাসের ত কোন কারণ নাই। রাজা নিশ্চিন্ত মনে

প্রজার সুখসাধনে রত থাক্‌বেন, সেই জন্যই ভগবান্ রাজার নিমিত্ত রাজসুখভোগবিলাসের ব্যবস্থা ক'রেছেন।

বিক্রমাদিত্য। ভগবান্ ব্যবস্থা ক'র্‌বেন কেন প্রভো! মানুষ সহস্র গুণবান্ হ'লেও স্বার্থপরতা ত্যাগ ক'র্‌তে পারে না। মানুষে রাজসিংহাসন, রাজসম্পৎ লাভ ক'রে মনে ভাবে, এ আমার সোপার্জ্জিত সম্পদ্! বিলাসের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে রাজভাণ্ডারের সঞ্চিত অর্থ নিজের ইচ্ছামত অকাতরে ব্যয় করে। কিন্তু সে মূঢ় জানেনা যে, রাজভাণ্ডারের সঞ্চিত অর্থ কার? রাজসিংহাসন কার? রাজা কে?

বেতাল। আপনি মনে কি করেন, রাজা কেহ নয়, রাজসম্পৎ ও রাজভাণ্ডার কি রাজার নয়?

বিক্রমাদিত্য। নিশ্চয় নয়, রাজা কে? রাজা প্রজাগণের নির্ব্বাচিত একজন সুযোগ্য উপযুক্ত রাজ্যের প্রহরী মাত্র! রাজভাণ্ডারের অর্থ প্রজার সঞ্চিত অর্থ, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য প্রজাগণ রাজার হস্তে ন্যস্ত রাখে। সে অর্থ রাজার সুখভোগবিলাসের জন্য নয়, প্রজার মঙ্গলের জন্য। তবে এ কথা স্বীকার করি যে, রাজা একজন ভগবানের আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত যোগী—রাজ্যরক্ষার যোগ্য পাত্র! ভগবান্ রাজাকে সুখভোগবিলাসের জন্য সৃষ্টি করেন নাই! রাজার প্রাণ প্রজার জাতিকুলমানরক্ষার জন্য, তাঁর নিজের সুখ-

ভোগের জন্য নয়! প্রভু, রাজা, রাজ্য ও ধনসম্পৎ, এ সকল অসার প্রসঙ্গ কেন? তুমি মায়ের নাম কর, মায়ের রাজত্বে মার নামই সম্বল!

বেতাল। ধন্য মহারাজ, তুমিই ধন্য! ওকি কিসের কোলাহল!

নেপথ্যে নাগরিকগণ। কি অদ্ভুত গণৎকার! আশ্চর্য্য! চমৎকার! চ রে চ রে, গণৎকার দেখিগে চ রে।

নগররক্ষকের প্রবেশ।

নগররক্ষক। মহারাজের জয় হ'ক।

বিক্রমাদিত্য। কি নগররক্ষক! কিসের কোলাহল হ'চ্চে!

নগররক্ষক। মহারাজ! আশ্চর্য্য ঘটনা! দুইটী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী নগরে এসেছেন! তাঁদের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তাঁদের অদ্ভূত জ্যোতিষ-গণনা। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যে কথা যে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছে, তাঁরা তা হাসি মুখে তখনি তার উত্তর দিচ্চেন! আর মহারাজ! সেই দুটী ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর কি সুন্দর শ্রী, যেন স্বর্গ থেকে দেবদেবী দুটী নেমে এসেছেন! এমন কখন দেখিনি, এমন কখন শুনিনি। সমুদায় নগরবাসী তাঁদের ক্ষমতা দেখে তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। তাই এত কোলাহল!

বিক্রমাদিত্য। তাঁরা ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী! যাও নগররক্ষক, তাঁরা যখন আমার রাজধানীতে উপস্থিত হ'য়েছেন, তখন আমার অতিথি। অতিথিকে সসম্ভ্রমে রাজসভায় ল'য়ে যাও, আমি শীঘ্রই রাজসভায় উপস্থিত হ'চ্চি! এস বেতাল!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

মিহির ও ক্ষণার প্রবেশ।

ক্ষণা। কি ক'রলে মিহির! সামান্য গোবৎসের বর্ণ-পরীক্ষায় একটু ধৈর্য্য রক্ষা ক'রতে না পেরে, দুর্ল্লভ পাতাল-জ্যোতিষগ্রন্থটী একেবারে নষ্ট ক'রলে! আর যে তার প্রাপ্তির সম্ভাবনা কিছুই নাই মিহির!

মিহির। ক্ষণা, চঞ্চলতাই আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে। আমি মনে ক'রলাম—গোবৎস যখন আমার গণনার বহির্ভূত শ্বেত বর্ণের হ'ল, তখন ভবিষ্যৎ গণনার গ্রন্থ পাতাল—জ্যোতিষটী ভ্রান্তিপূর্ণ জ্যোতিষগ্রন্থ! এই বিবেচনা ক'রে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিলাম। হায়, হায়, ক'রলাম কি

ক্ষণা ! এ উদাসীন কার্য্যের পরিণামের দায়ী আমি ? আমিই তার নিমিত্ত !

ক্ষণা। এখন সে আলোচনা থাক, আমরা রাজসভার নিকটবর্ত্তী হ'য়েছি ব'লে বোধ হ'চ্চে। এখন আমরা নীরবে যাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

নাগরিকগণ, নাগরিকাগণ, দশচক্র, মিহির
ও ক্ষণার প্রবেশ।

গীত

নাগরিকগণ। ওগো গণৎকার ! তোমার গণায় সব জানা যায়
কিবা চমৎকার।

নাগরিকাগণ। বল দেখি গো বিদ্যাবতি, কে আমাদের সেরা সতী
পরপুরুষে মন নাইক কার।

নাগরিকগণ। হবে কিনা অর্থ ধন, না দুঃখে যাবে এ জীবন,

নাগরিকাগণ। বুঝ্‌ব তোমার বিদ্যে কেমন, (বল)
পাব কিনা অলঙ্কার।

নাগরিকগণ। আমার বল ক'টা বিয়ে, এর বা কটা ছেলে মেয়ে,

নাগরিকাগণ। জামাই কেন মেয়ে নিয়ে, ঘর করে না কারণ কি তার।

দশচক্র। গোল ক'র না, গোল ক'র না, এ আর তোমাদের টহলদার আচার্য্যি ঠাকুর নয় যে, একটা পয়সা

আর একমুঠো চাল দিয়ে—সাত পুরুষের খপর জেনে নিবে। ও ঠাকুর, তুমি যার তার কথার উত্তর দিওনা, সকল বিদ্যার একটা মর্য্যাদা-জ্ঞান থাকা চাই। নৈলে ভিকে ফকির হ'তে হবে। সরে যাও, সরে যাও, তফাৎ যাও, যার যা টাকা আছে, নিয়ে এস! পঁচিশ টাকার কমে এক একটা কথার উত্তর হবে না। ঠাকুর, এর কমে তুমি রাজী হওনা, আমাকে কিন্তু অর্দ্ধেক দিতে হবে।

মিহির। একি ব'ল্‌ছেন মহাশয়! অর্থ গ্রহণ ক'র্‌তে ত পারব না, সে: যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আপনি একটু স্থির হ'ন, এরা সকলেই আশান্বিত হ'য়ে এসেছেন, আমি ওঁদের দুএকটী কথার উত্তর দি।

দশচক্র। তবেই হ'য়েছে! আমার কথা শুন্‌লে না, এদের কাছে আমাকে অপমান ক'র্‌লে, এর ফল তোমার হাতে হাতে পেতে হবে! কি—একি কম স্পর্দ্ধা! এখনি এত! গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি! বটে, দশচক্রকে চিননি! তবেরে বেটা, চেনাচ্চি! আমাকে বাদ দিয়ে উনি উজ্জয়িনীতে আবার উড়বেন!

নাগরিকগণ। ওরে ও গাঁয়ে মানে না আপনি মড়োল' এ বেটা থাক্‌তে এখানে কিছু হবে না! চল্ চল্, রাজ-সভাতে যাই। মহারাজের কাছে থাক্‌লে আর কেউ গোল ক'র্‌তে পার্‌বে না।

দশচক্র। কি—আমার অপমান!

মিহির। মহাশয়! কেন আপনি বিরক্ত হ'চ্চেন!

দশচক্র। কি, বিরক্ত হব না! আমি তোমাকে নগরে আন্‌লুম, আর আমি কিনা পর হ'লুম! যে দেখালে ভূ, তাকে দেখাও ভূ! (স্বগত) আচ্ছা, আমিও দশচক্র, আমিও তোমার পশার জমাচ্চি!

নগররক্ষকের প্রবেশ।

নগররক্ষক। আসুন মহাশয়! রাজসভায় চলুন, মহারাজের আদেশ।

মিহির। চলুন।

সকলে। ওরে, ওরে! চল্, চল্, সেই খানেই সব কথা হবে।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

বিক্রমাদিত্য, ধন্বন্তরি, পারিষদ্‌গণ, ছত্র-চামরধারীগণ ও বরাহের প্রবেশ।

বিক্রমাদিত্য। একজন অদ্ভুত জ্যোতিষী সস্ত্রীক আমার রাজ্যে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। পণ্ডিতপ্রবর মহাত্মা বরাহ, আপনি বোধ হয়, এ সংবাদ অবগত আছেন? জনশ্রুতি যে, তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছেন, কেননা প্রথম দর্শনেই লোকের জীবনের পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বিশেষরূপে প্রকাশ ক'র্‌ছেন। এ জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহ'লে অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বটে!

বরাহ। মহারাজ, জ্যোতিষবিদ্যা অনন্ত সমুদ্রবিশেষ! যিনি যতই প্রতিভাবান্ হ'ন না কেন, জীবনব্যাপী সাধনায়ও সে বিদ্যায় সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ অসম্ভব! সেই অনন্ত সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী বালুকারাশির ক্ষুদ্র কণিকার পরিচয়ও আমরা এখন অজ্ঞাত।

নেপথ্যে নাগরিকগণ—চুপ কর্, চুপ কর্! রাজসভায় এসেছি—গোল ক'রনা।

বরাহ। (স্বগত) কে এ যুবক—কেন হৃদয় এত

চঞ্চল হ'ল! উঃ, উঃ, আমারও যদি সে থাক্‌ত—অহো—আর না! আমার দুর্ব্বোধ মন! আবার—

মিহির, ক্ষণা, দশচক্র ও নাগরিক-গণের প্রবেশ।

মিহির। মহারাজের জয় হ'ক। মহারাজ! আমরা সুদূর প্রদেশবাসী জ্যোতিষব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ দম্পতি।

দশচক্র। মহারাজ! ঐ সঙ্গে আমার কয়েকটা বক্তব্য আছে, যদি মহারাজ আদেশ করেন, তাহ'লে আমি প্রকাশ ক'রে বলি।

বিক্রমাদিত্য। কে তুমি, তোমার নাম দশচক্র নয়? আচ্ছা, তোমার কি বক্তব্য বল?

দশচক্র। মহারাজ! যজ্ঞোপবীত থাক্‌লেই ব্রাহ্মণ হয় না, দুই একখানা জ্যোতিষের পুঁথি তল্পীতে বইলেই জ্যোতিষী হওয়া যায় না, আর দৈবাৎ দুই একটা কথা গণনায় সত্য হ'লে, তাকে অদ্ভুত জ্যোতিষী বলা যায় না! তাই ব'ল্‌ছিলাম, একবার আপনার সর্ব্বদর্শিনী প্রতিভায় পরীক্ষা ক'রে দেখুন।

বিক্রমাদিত্য। তোমার এ অযাচিত উপদেশের উদ্দেশ্য কি?

দশচক্র। যদি ক্রোধ না করেন, তাহ'লে আমি

ব'ল্‌তে ইচ্ছা করি যে, সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়, তাই দেখে মহারাজ যেন কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হ'ন।

বিক্রমাদিত্য। দশচক্র, তুমি অনধিকার চর্চ্চা ক'রে নিজে কর্ত্তব্যচ্যুত হ'চ্চ! সাবধান দশচক্র! তুমি জেন যে, এটা বিক্রমাদিত্যের রাজসভা!

দশচক্র। অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন মহারাজ! (একপার্শ্বে দণ্ডায়মান, স্বগত) তাইত গা, বেটার জন্ত মহারাজের কাছে তাড়া খেলুম!

বিক্রমাদিত্য। আপনারা ঐ অর্ব্বাচীনের অনধিকার চর্চ্চায় অসন্তুষ্ট হবেন না। আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি?

মিহির। মহারাজ! উজ্জয়িনী-রাজসভা সর্ব্ববিধ জ্ঞান-বিদ্যারত্নের আকর। উজ্জয়িনী মহারাজ-বিক্রমাদিত্য একজন বিদ্যোৎসাহী, উদারপ্রকৃতি, বিদ্বজ্জনগণের আশ্রয়-দাতা ও প্রতিপালক। এই দশদিগ্‌ব্যাপিনী লোকশ্রুতি শ্রবণ ক'রে আমরা আপনার আশ্রয়ার্থী হ'য়েছি।

বিক্রমাদিত্য। (স্বগত) এই ব্রাহ্মণ যুবকের লোক-দুর্লভ প্রতিভাব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য দেখে আমার মনে সত্যই একটা শ্রদ্ধার উদয় হ'চ্চে! আর এই অলোকসামান্যা সৌন্দর্য্যবতী ব্রাহ্মণ-পত্নী যেন কোন দেবীর নারী মূর্ত্তি! এই অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্মণ যুবক যদি প্রকৃতই একজন

অভিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদবিশারদ ব'লে প্রতিপন্ন হন, তা হ'লে নিশ্চয়ই ইনি আমার নবরত্নসভার একটী যোগ্য রত্ন। ভাল, পরীক্ষা ক'রেই দেখি না কেন! (প্রকাশ্যে) হে জ্যোতিষ-কুলরত্ন পণ্ডিত বরাহ, আপনি এই নবাগত ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত একবার জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা ক'রুন।

বরাহ। মহারাজ! আগন্তুক ব্রাহ্মণকুমার পথশ্রান্ত, বিশেষতঃ এখনও তিনি অতিথিরূপে গণ্য, অতএব অতিথিসৎকারের পূর্ব্বে তাঁর বিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষা গ্রহণ করা যেন একটু ভদ্রতানীতি বিরুদ্ধ ব'লে বোধ হ'চ্চে।

মিহির। (স্বগত) এই সেই নবরত্নের উজ্জ্বলতম-রত্ন জ্যোতির্ব্বিদ্যার অবতারস্বরূপ আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব! আহা কি প্রশান্ত মূর্ত্তি! চক্ষুদৃষ্টিতে যেন স্নেহের তরঙ্গ খেলা ক'র্‌ছে। আজ আমার জীবনের প্রধান সৌভাগ্যের দিন। (প্রকাশ্যে) কেন আপনি কুণ্ঠিত হ'চ্চেন পণ্ডিতপ্রবর! যে কোন অবস্থায় বিদ্যার আলোচনা হ'তে পারে। আপনি সরল চিত্তে প্রশ্ন ক'রুন, আমি উত্তর দানে আনন্দ বোধ ক'র্‌ব।

ধন্বন্তরি। মহারাজ! পরম জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহ পণ্ডিতের সহিত এই ব্রাহ্মণ যুবকের জটিল জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা দীর্ঘকাল সাপেক্ষ, বরং যদি আমাকে অনুমতি দান করেন, তাহ'লে আমি একটী সরল ক্ষুদ্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করি ; আর উনিও প্রশ্নোত্তর দান ক'রে উজ্জয়িনী চমৎকৃত ক'রুন।

বিক্রমাদিত্য। বেশ ত, জিজ্ঞাসা কর'! তাহ'লে প্রতিভার কতকটা পরিচয়ও পাওয়া যাবে।

নাগরিকগণ। মহারাজ! যদি অনুমতি দেন, তাহ'লে তারপর আমরাও দু একটা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব।

ধন্বন্তরি। স্থির হও, স্থির হও। ব্রাহ্মণ যুবক! ব'লুন দেখি, আজ এই রাজসভায় বর্ত্তমান সময় কতগুলি চক্ষু উপস্থিত আছে?

দশচক্র। এই ত, সুযোগ! বেটা কেমন জ্যোতিষীর ছেলে, এইবার বোঝাপোড়া! ঐ বেটা হ'তেই আমাকে আজ নানা দিক্ হ'তে অপমানিত হ'তে হ'য়েছে! এইবার মোস্‌ড়াচ্চি! ফুকুড়ীর জ্যোতিষীর বুজ্‌রুকি ভেঙে দিচ্চি।

[প্রস্থান।

বরাহ। ধন্বন্তরি, এ যে ফলিত জ্যোতিষের প্রশ্ন। ফলিত জ্যোতিষ ভারতবর্ষে কোথাও অধীত হয় না। এ প্রশ্ন সঙ্গত হয়নি।

মিহির। অসঙ্গত প্রশ্ন কেন হবে পণ্ডিতরত্ন! আমি ফলিত জ্যোতিষ অধ্যয়ন ক'রেছি। একটু অবসর দিন, আমি এই ক্ষণেই এর প্রকৃত উত্তর দান ক'র্‌ছি।

(অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান)

বিক্রমাদিত্য। প্রতিহারি! তুমি ঘোষণা ক'রে দাও, এখন হ'তে দুই দণ্ডকাল পর্য্যন্ত কেউ যেন এ রাজসভায় প্রবেশ ও প্রস্থান না করে।

ধন্বন্তরি। মহাশয়! স্থির হ'য়ে চিন্তা ক'রে উত্তর দিবেন। ব্যস্ত বা চঞ্চল হবেন না। কারণ এই গণনার উপর আপনার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সকলই নির্ভর ক'র্‌ছে।

মিহির। এ অতি সহজ প্রশ্ন, বিশেষ কিছু চিন্তা বা গবেষণার প্রয়োজন হবে না। একটু অপেক্ষা ক'রুন। (গণনা)

বরাহ। (স্বগত) এই যুবকের কমনীয় মুখকান্তির প্রতি আমার নয়নের দৃষ্টি যেন আমার অজ্ঞাতসারেই আকৃষ্ট হ'চ্চে। আহা কি সুন্দর মুখখানি! যেন জ্ঞান-প্রতিভার লীলাক্ষেত্র! আহা, এর কি পিতা নাই! যদি থাকেন, তাহ'লে তিনি নিশ্চিতই ভাগ্যবান্! এর বয়ঃক্রম কত হবে? সম্ভবতঃ বিংশতি অতিক্রম করে নাই! আঃ, আবার সেই পূর্ব্বস্মৃতি! সেও ত সেই আজ বিংশতি বৎসরের ঘটনা। অহো হো—যদি সে অল্পায়ু না হ'ত!

মিহির। এই ত গণনা স্থির হ'ল। মহারাজ, আপনার রাজসভায় পঞ্চশতবিংশতি চক্ষু বর্ত্তমান! এখন পরীক্ষা ক'রে দেখুন।

বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিতরত্ন ধন্বন্তরি, আপনি রাজ-সভার বর্ত্তমান লোক সংখ্যা গণনা ক'রুন।

ধন্বন্তরি। মহারাজ আমি প্রশ্নের অব্যবহিত পরেই লোকসংখ্যা গণনা ক'রেছি। কিন্তু সে লোক সংখ্যার সঙ্গে গণনার ফল মিল্‌ছেনা। রাজসভায় বর্ত্তমান লোক সংখ্যা দুইশত একুশটি। সুতরাং চক্ষুসংখ্যা পাঁচশত বাইশটী। দুটী চক্ষু সংখ্যা অধিক হ'চ্চে!

মিহির। (গণনা) মহাশয়! লোক সংখ্যার মধ্যে দুই জন এক চক্ষুবিশিষ্ঠ আর একজন অন্ধ আছে।

ধন্বন্তরি। (গণনা) হাঁ, হাঁ দুটী কাণা একটী অন্ধ বটে!

সকলে। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য গণনা!

ধন্বন্তরি। আহা কর কি, কর কি, গণনা তবুও ঠিক হয় নাই। এখনও দুটী চক্ষু কম আছে।

মিহির। কম আছে? (গণনা) কম আছে! আপনার ভুল, আমার গণনা কথনই মিথ্যা হ'তে পারে না।

ধন্বন্তরি। মিথ্যা হ'তে পারে না, বলেন কি? একি অহঙ্কার! মহাশয়! আপনিই লোকসংখ্যা গণনা ক'রে দেখুন।

মিহির। নিশ্চয় দেখ্‌ব, এই সামান্য গণনায় আমার ভুল? (লোক গণনা) আশ্চর্য্য! লোক সংখ্যায় ত তাই

হয়। তাহ'লে নিশ্চয়ই এ রাজসভায় কেউ কোথাও লুক্কায়িত আছে। আমার অভ্রান্ত গণনা কখন ভুল হবে না! আমি অহঙ্কার ক'রেই ব'লছি, এ গণনা আমার ভুল হ'তে পারেনা, পারেনা।

ধন্বন্তরি। এ যে মহাশয়, আপনি সম্পূর্ণ অন্যায় কথা ব'লছেন। আপনিই দেখুন, এ রাজসভায় কে কোথায় কিরূপে লুক্কায়িত থাক্‌তে পারে! মানুষ ত একটা ক্ষুদ্র লোষ্ট্র নয় যে, কেউ বস্ত্রাবৃত ক'রে রেখেছে।

বিক্রমাদিত্য। সত্যই ব্রাহ্মণ যুবক, পণ্ডিতরত্ন ধন্বন্তরির লোকসংখ্যা গণনায় কোনও প্রতারণা বা কোন ভ্রান্তি নাই। আপনিও ত লোক সংখ্যা গণনা ক'রে দেখ্‌লেন।

মিহির। সত্য মহারাজ! কিন্তু আমিও সত্য ব'লছি, আমার এ গণনা অভ্রান্ত!

বিক্রমাদিত্য। এ যে অতি কৌতুকের কথা ব্রাহ্মণ-কুমার, তবে কি আমরা সকলেই মিথ্যাবাদী?

ক্ষণা। মহারাজ! আপনি মিথ্যাবাদী হবেন কেন? আপনি যে গুণগ্রাহী জগদ্বিখ্যাত উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য! কিন্তু আপনাকে স্থির সত্য কথা ব'লছি, আপনার সভা নবরত্নের সভা হলেও সভার প্রত্যেকেই রত্ন নয়। এর মধ্যে একজন প্রতারক পরস্ত্রীকাতর মিথ্যাবাদী বর্ব্বর নিশ্চয়ই আছে! আমি গণনায় স্থির ক'রে দেখেছি

মহারাজ, নিশ্চয়ই আছে! সে পাপিষ্ঠই এই অভ্রান্ত জ্যোতিষী আশ্রয়হীন ব্রাহ্মণকে নিরাশ ক'র্‌বার জন্য কোন ব্যক্তিকে লুক্কায়িত রেখে এই কৌশল অবলম্বন ক'রেছে।

বিক্রমাদিত্য। দেবি, আপনি যদি গণনায় স্থির ক'রে থাকেন, তাহ'লে তাকে নির্দ্দেশ ক'রুন, আমি তার সমুচিত দণ্ড বিধান ক'র্‌ব।

ক্ষণা। কি দণ্ড বিধান ক'র্‌বেন মহারাজ! প্রাণ দণ্ড নয় ত?

বিক্রমাদিত্য। সে প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত হ'লেও আপনার নির্দ্দেশানুসারেই দণ্ড বিধান ক'র্‌ব।

ক্ষণা। তবে ঐ দেখুন মহারাজ! ঐ ব্যক্তি একটী বালককে বস্ত্রাবৃত ক'রে এইরূপে প্রতারণা ক'র্‌ছে। সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা ক'রুন।

বিক্রমাদিত্য। (দশচক্রের নিকটে গমন ও লুক্কায়িত শ্রীধররূপী বালককে উত্তোলন পূর্ব্বক) কে বালক তুমি?

সকলে। এই দুই চক্ষু ঠিক্ মিলেছে! মার্ বেটাকে।

শ্রীধর। আমি দশচাকী দাদার ছোট ভাই। দাদা ব'ল্লে—ভাই, রাজসভায় চল্। নূতন গণৎকারের সর্ব্বনাশ করতে হবে। রাজসভায় তার গণনার ভুল ঘটাতে হবে। আমায় ভালবেসে কোলে ক'রে নিয়ে এল, হাতে দুটী মোণ্ডা দিলে, আর আমার গায়ে কাপড় ঢাকা দিয়ে বল্লে তুই শুয়ে

শুয়ে মোণ্ডা খা। তা কি করি মহারাজ, দাদা, কথা না শুনলে পিটুনি দেবে, তাই শুয়ে শুয়ে মোণ্ডা খাচ্ছিলুম! এর বেশী কিছু আমি জানি না।

দশচক্র। ওরে বাপ রে—এ কোথা থেকে এলো রে, ওরে বাবা রে, কি ছেলে রে। মহারাজ! মহারাজ! সত্য-অবতার! আমি সত্য ব'লছি, আমি গণনা পরীক্ষার জন্য এ সব ব্যাপারের সব করেছি, কিন্তু আমি এ ছেলেকে আনিনি! মহারাজ, আপনি একে চিনেন না, এ ছেলে সব ক'রতে পারে! আমি একে আনিনি মহারাজ!

শ্রীধর। আননি? তুমি পরের মন্দ করবার সময়-কিছুই দেখতে পাওনি!

বিক্রমাদিত্য। যাও বালক, গৃহে যাও! আমি সব বুঝেছি! প্রতিহারি! এই অপরাধীকে শৃঙ্খলবদ্ধ ক'রে কারাগারে রাখগে!

দশচক্র। মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ! আমার প্রতি এরূপ দণ্ড বিধান ক'রবেন না।

বরাহ। তুমি ব্রাহ্মণ! তুমি ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্ক! ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী নাস্তিক কখন ব্রাহ্মণ হ'তে পারে না! প্রাণদণ্ডই তোমার সমুচিত শাস্তি,—

[প্রতিহারী সহ দশচক্রের প্রস্থান।

শ্রীধর। কি দশচাকি দাদা, ভগবানকে ভূত বানাবে না আজ কে ভূত হবে, বুঝ্‌তে পেরেছ ?

[প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিতপ্রবর বরাহ! এই ব্রাহ্মণ দম্পতি আপনার স্বজাতি ও সমব্যবসায়ী, আপনার যোগ্য অতিথি! আপনি আপাততঃ এদের দুজনকে আশ্রয় দিন! পরে আমি সমুদায় ব্যবস্থা ক'রে দোব, এখন সভা ভঙ্গ করা হ'ক।

বরাহ। আনন্দের আদেশ মহারাজ! আসুন ব্রাহ্মণ-কুমার, এস মা সরস্বতীরূপিণী দেবি, আমার গৃহ পবিত্র ক'র্‌বেন চলুন।

নাগরিক ও নাগরিকাগণ। গীত।

নাগরিক। এমন রাজা আর কে হবে, জয় আমাদের রাজার জয়।
নাগরিকা। যাঁর বিচারে সদাচারে নিত্য শান্তি রাজ্যময়॥
নাগরিক। গুণধর মহারাজা, সুশাসনে মহাতেজা,
নাগরিকা। পায় গুণী সদা পূজা, তাঁর যে লয় আশ্রয়॥
নাগরিক। নবরত্নের সভা যাঁর, সর্ব্ব বিশ্বে শোভা তাঁর,
নাগরিকা। ধরণীর সে অলঙ্কার, দেবতার' পূজ্য হয়।

[সকলের প্রস্থান।
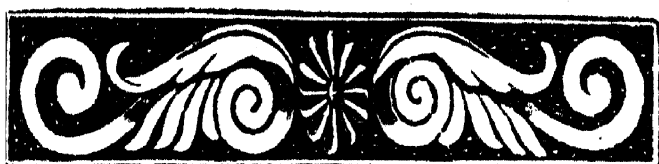
পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শৃঙ্গমালীর বাটী।

চুনিমালিনীর প্রবেশ।

চুনিমালিনী। (স্বগত) দেখ্‌তে দেখ্‌তে ত ক'মাস কেটে গেল! দিদিমণি আমার একই ভাবে নিজের বাড়ীতে অচেনা হ'য়ে দিন কাটাচ্চেন। কিন্তু আমি এখন কি করি? যে পাপলালসা নিয়ে নিজের আত্মীয়বন্ধু-সংসার, নিজের দেশ ছেড়ে এলুম, সে লালসাতেও ত আর শান্তি নেই। এদের যেন সবই অদ্ভুত দেখ্‌ছি। এরা যেন পৃথিবীর লোক নয়। দাদাঠাকুর যেন সাক্ষাৎ দেবতা! তাঁকে নিয়ে পাপলালসা মিটাব কি, সে মহাপুরুষকে দেখ্‌লে লালসার কথা মনেও আসে না। সে চুনি যেন আর একজন চুনি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ত দাদাঠাকুর কে? শুধু কি

দাদাঠাকুর? তাঁর স্ত্রী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! ছেলেটী নয় ত, যেন কার্ত্তিক, আর একটী যে ছেলে আসে, সেটী যেন সকলেরই সেরা, ঠিক যেন বৃন্দাবনের যশোদা-দুলাল। সেই যেন আমাকে একটা আলাদা মানুষ ক'রে গ'ড়েছে! তাকে দেখলে কার' উপর কোন মন্দ ভাব থাকে না! সেই যেন সকল সংসারটাকে চাঁদের হাট সাজিয়ে রেখেচে! তাই ভাবি, সিংহল থেকে যে পাপ-লালসা নিয়ে বেরিয়ে ছিলাম— সেই লালসা যদি আমার মিটত, তাহ'লে আমি সুখী হ'তাম, না সেই পাপলালসা ছেড়ে এ চাঁদের হাটে ব'সে বেশী সুখী হ'য়েছি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কি কালনাগিনী সেজে এসে-ছিলাম, না জেনে যদি এ চাঁদের হাটে বিষ ঢেলে দিতাম, তাহ'লে কি সে জ্বালা আমার এ জীবনে জুড়'ত? না এ স্বপ্নের সুখ—আজ জাগন্ত দশায় পেতাম! দয়াময় ঠাকুর! চুনিমালিনী নিষ্পাপ। কেবল মনের পাপে দিন কতক তোমার ইচ্ছায় শাস্তি রাজ্য ছেড়ে অন্ধকারময় দৈত্যদান-বের রাজ্যে সেঁদিয়ে ছিলুম, তারপর তোমার অপার দয়ায় অন্তের সব ধোঁকা দেখতে পেয়েছি। ঠাকুর! আর টলিও না। আমার মত যেন জগতের বালবিধবারা তোমার এই দয়ার আলো দেখতে পায়। তারা যেন আমার মত তোমার কৃপার বিন্দু লাভ করে। আহা ঠাকুর! তোমার কি আনন্দের দান! চুনি, তুই মহাপুণ্যবতী। ঐ যে দাদা-

ঠাকুর আস্‌ছে! সাক্ষাৎ মহাদেব আর মা ভগবতী যেন কার্ত্তিকের হাত ধ'রে আস্‌ছেন।

শৃঙ্গমালী, আরাধিতা ও চন্দ্রা-লোকের প্রবেশ।

শৃঙ্গমালী। আরাধিতা, আমি যখন বন্ধুপুত্র মিহিরের রক্ষকস্বরূপ হ'য়ে অনন্ত কাল-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলাম, যখন এই সংসারকে নিরাশার মরুভূমি ক'রে প্রস্থান ক'রে-ছিলাম, তখন তুমি মনে ক'রেছিলে যে, তোমার স্বামী কি নিষ্ঠুর, কি হৃদয়হীন! কিন্তু আরাধিতা, আমি নিষ্ঠুর হৃদয়-হীন নই! যখন একটী অসহায় মাংসপিণ্ডবৎ শিশুর জীবন-রক্ষক হ'য়ে—তোমার মত স্ত্রী, চন্দ্রালোকের মত পুত্র, মহা-রাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় উদার অকৃত্রিম সুহৃৎ, স্বর্গাদপি গরীয়সী উজ্জ্বল উজ্জয়িনী জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে গিয়ে ছিলাম, তখন সে দুর্দ্দৈবের অন্ধকারে ভগবানের মহিমার পুণ্যময় আলোক দেখ্‌তে পেয়েছিলাম! সেই আলোকে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আমার সংসারসর্ব্বস্ব তোমাদের সকলকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্তমনে প্রস্থান ক'রেছিলাম। দেখ আরাধিতা, সেই ভগবানের প্রতি আত্মনির্ভরতার ফল প্রত্যক্ষ দর্শন কর।

আরাধিতা। হাঁ, প্রধান প্রত্যক্ষ ফল এই যে, আবার

তোমার শ্রীচরণ দর্শন ক'র্‌তে পেয়েছি! শুধু তা নয়, আমার বোধ হয়, আমাদের গৃহদেবতা বাবা শ্রীধর জেগে উঠেছেন! তাঁর করুণার ফল হাতে হাতে পেয়েছি।

শৃঙ্গমালী। আরাধিতা, যদি আমি ভগবানে আত্ম নির্ভর এবং তোমাদের সকলকে তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ ক'রে সংসার ত্যাগ না ক'র্‌তাম, তবে কি সে অপার করুণা-ময়ের অনন্ত করুণা জেগে উঠ্‌ত? দেখ দেখি, চন্দ্রালোক আমার কেমন সর্ব্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত হ'য়েছে! এ কার করুণা আরাধিতা!

চুনিমালিনী। এ করুণা, দাদাঠাকুর সব তোমার! তুমি কি লোকটা সামান্য! যাকে দেখে শুক্‌নো তরুতে অঙ্কুর গজায়, নীরস প্রাণে আশার স্রোত বয়, আমার মত শক্ত মেয়ে—ঘরকন্না ফেলে তোমার পেছু পেছু দৌড়য়, সে লোকটা কি সহজ! সব তোমার পুণ্যে! যাক্‌, দাদাঠাকুর, তোমার ছেলে চন্দ্রালোক ঠিক যেন চাঁদের আলো। আর সেই যে একটা ছেলে—যার সঙ্গে চন্দ্রালোক ভাব ক'রেছে,—বৌদিদিকে যখন তখন এসে মা মা ব'লে ডাকে—আহা—কি সুন্দর সেই ছেলেটি! তার রূপ দেখে যেন ফুরোয় না।

চন্দ্রালোক। বাবা, জ্যোতিষী পণ্ডিত জেঠার বাড়ীতে যে মেয়েটা এসেছে, আমার শ্রীধর দাদা, তারও দাদা হয়।

শৃঙ্গমালী। বাবা, তোমার শ্রীধর দাদাকে যে না ভালবাসে, এমন পাষাণ পাষাণী ত্রিসংসারে কেউ নাই। বাবা, তুমি যে গুণে তোমার শ্রীধর দাদাকে পেয়েছ, সেই মেয়েটীও সেই গুণে তোমার শ্রীধরদাদাকে পেয়েছে।

চন্দ্রালোক। বাবা, আমি ত আমার কোনও গুণে আমার শ্রীধর দাদাকে পাইনি, সে ত নিজের গুণেই এসে আমাদের ভালবাসা নিয়েছে। বাবা, সে অনেক দিনের কথা, তোমায় ত কাল সে সব কথা ব'লেছি। তার কত দিনের পরে তবে নীলাম্বর দাদা এল! নীলাম্বর দাদাও এসে আমাদিগে খুব ভাল বাস্‌লে!

শৃঙ্গমালী। (স্বগত) কে শ্রীধর, কে নীলাম্বর, তা কে জানে? যতদিন তিনি না ধরা দিবেন, না চেনা দিবেন, ততদিন কার সাধ্য যে, তাঁদিগে চিনে! সে দিন কি আমার হবে? না হবেই বা কেন? এ দিন যখন হ'য়েছে তখন সে দিনই বা না হবে কেন? তবে সে দিন, এ দিন কি না, তাই বুঝ্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) বাবা, শ্রীধরই আমাদের সব, তবে এ শ্রীধরে আর সে শ্রীধরে আমাদের কোন ভেদভাবনার আবশ্যক নেই। হৃদয়ের ষোড়শোপচারে সে শ্রীধরের সেবা কর, আর তোমার শ্রীধর দাদাকে ভক্তিভাবে জ্যেষ্ঠ সহোদর ব'লে শ্রদ্ধা কর, তা হ'লেই তোমার জীবনের কর্ত্তব্য পূর্ণ হবে।

আরাধিতা। আর আমার কর্ত্তব্য কি দেব! আমি যে শ্রীধরকে চন্দ্রালোকের সঙ্গে ভিন্ন ভাবে ভাব্‌তে পারি না!

শৃঙ্গমালী। পুণ্যবতি! তোমার এবং আমার কর্ত্তব্য এক! শ্রীধর যে দিন জ্যেষ্ঠ চন্দ্রালোক হ'য়ে এসে তোমায় মা ব'লে তোমার কোলে ব'সেছে, সেই দিনই ত আমাদের কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিয়েচে। তুমি আমি পুত্রভাবে শ্রীধরকে সেবা ক'র্‌ব। পুণ্যবতি, মনে কর যে, এ আমাদের কৃষ্ণের সংসার! তুমি আমি ভাগ্যবতী ভাগ্যবান্—তাই আমরা আমাদের সংসারকে শ্রীধরময় ভাব্‌তে পেরেছি।

আরাধিতা। সত্যই দেব, আমার শ্রীধর বিনা সংসারের কোন কাজে মন লাগে না! সবই অভাব বোধ হয়, আর সে এলেই যেন আমার সব অভাব পূর্ণ হয়। এমন কি বাবা চন্দ্রালোক,অভিমান ক'র না, তার মুখের "মা মা" কথা যেন আমায় তোমার মা ডাক চেয়ে শুন্‌তেও মিষ্টি লাগে! এই এতক্ষণ সে কাছে নেই, মন যেন কেমন ক'র্‌ছে! মনে হচ্চে—যেন সবই শূন্যময়!

চন্দ্রালোক। তবে চল না মা, শ্রীধর দাদাকে খুঁজে আনি, সে নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ীর কোন না কোন স্থানে ব'সে আমাদের কথা শুন্‌ছে! আমার ও শ্রীধর দাদার জন্য মন চঞ্চল হ'য়েচে! চল না মা, দাদাকে খুঁজে আনি।

আরাধিতা। চল বাবা, দেখিগে! বাবা শ্রীধর, মায়ের কাছেও তোর খেলা বাবা!

[চন্দ্রালোক সহ প্রস্থান।

চুলিমালিনী। এখন এস ত দাদাঠাকুর, দুজনে নিরিবিলি মনের কথা বলাবলি করি!

শৃঙ্গমালী। বল, বল ভগিনি, বল, বল, স্নেহের ভগিনী আমার, তোমা হ'তে আমি ভগিনী-স্নেহের মধুর আস্বাদ পেয়েছি! আমার সংসারে সবই আছে, কেবল আমার একটী স্নেহময়ী ভগিনীর অভাব ছিল, সুশীলে! তুমি আমার সে অভাব পূর্ণ ক'রেছ।

চুনি। কি ব'ল্লে দাদাঠাকুর! আমি তোমার অভাব পূর্ণ ক'রেছি! ব'ল না ব'ল না দেবতা, আমি মহাপাপিনী. কণ্ঠভরা কালকূট নিয়ে কালসাপিনীর মত তোমায় দংশন ক'র্‌তে সিংহল হ'তে তোমার পেছু পেছু ছুটে এসেছিলাম!

শৃঙ্গমালী। কে কালনাগিনী, তুমি চুনি? তুমি স্নেহের ভগিনী, তুমি যদি দংশন কর, সে দংশনে বিষের পরিবর্ত্তে আমার দেহে অমৃত সঞ্চার হবে দিদি! তখন তুমি কালনাগিনী কিসে?

চুনি। তবে এখন বলি দাদাঠাকুর! তুমি আমাকে

চিন্‌তে পারনি! এ নারীজাতিকে চেনা পুরুষের সাধ্য নয়! শোন দাদাঠাকুর, শোন, আমি বালবিধবা মালীর মেয়ে! যৌবনের প্রথমেই স্বামিসুখে বঞ্চিত হ'য়েছিলাম! জীবনের অনেক আশা বুকে নিয়ে যখন তৃষ্ণার বিষম আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল, তখনই তুমি আমার চোখের সম্মুখে নারীর বাঞ্ছিত সমুদায় ভোগসম্পদ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে! সেই দণ্ডে চিরতৃষিতা আমি—লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লাম না! মনে মনে আমি তোমার মোহন মূর্ত্তি উপভোগ ক'র্‌তে লাগ্‌লাম! আমার নারীসর্ব্বস্ব তোমার পায়ে ঢেলে দিলাম। আমি জগতে মনে মনে কুলকলঙ্কিনী সাজ্‌লাম! নানা ছলে যখন তখন তোমার নিকটে আস্‌তাম, তোমায় মালা পরাতাম, কিন্তু নারী আমি, আমার বুক ফেটেছে, কিন্তু মুখ ফোটেনি! একটী দিনও আমি আমার মনের ভাব তোমায় জান্‌তে দিইনি! তার পর তুমি যখন সিংহল ছেড়ে দেশে আস্‌বে ব'লে বেরুলে, তখন তুমি মনে ভেব না যে, আমি ক্ষণার জন্য দেশত্যাগিনী হ'য়েছিলাম! নীচ আশা—জলন্ত পিপাশা দ্বিগুণ বেড়ে উঠে আমায় আত্মহারা পাগলিনীর মত তোমার পিছু পিছু আনিয়েছে! তারপর যখন তোমার সঙ্গে দিনরাত্রি একসঙ্গে থেকে তোমার পবিত্র দেবচরিত্র বুঝ্‌তে পার্‌লাম, তোমার হৃদয়ের বল—তোমার—ত্যাগের মহত্ত্ব বুঝ্‌তে পার্‌লাম, তারপর যখন তোমার পুণ্যময় সংসারে এসে

তোমাদের দেবদেবীর ছবি দেখ্‌লাম, তখন বুঝ্‌লাম, হায় আমি কি মহাপাপিনী! বুকে বল এল! এখন বল দেখি দাদাঠাকুর, আমি তোমার কেমন স্নেহের ভগিনী! এ ভগিনী-স্নেহের কি পুরস্কার দেবে বল দেখি!

শৃঙ্গমালী। পুরস্কার—আমি তোমায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার একটী জ্যেষ্ঠ সহোদর দান ক'র্‌ছি! তুমি আমার প্রকৃতই স্নেহময়ী ভগিনী! চুনি, অপরীক্ষিত ধর্ম্ম, ধর্ম্মই নয়; তুমি পরীক্ষিত, অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণ! আমি আজ হ'তে সেই সুবর্ণ-প্রতিমা স্নেহশীলা ভগিনীকে চিরজীবনের মত হৃদয়-বেদিকায় প্রতিষ্ঠা ক'র্‌ব! এস ভগিনি,এস,আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর! আজ হ'তে তুমি আদর্শ পুণ্যবতী নারী নামে জগতে পরিচিতা হও! জগতের বালবিধবা নারী-সমাজে তুমি আদর্শ ব্রহ্মচারিণীরূপে বিশ্বপূজিতা হও, আর জগতের সমুদায় পুরুষকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ কর। ভগিনি!

(চুনির প্রণাম)

চুনিমালিনী। দাদা!

শ্রীধরকে ক্রোড়ে করিয়া আরাধিতার প্রবেশ।

আরাধিতা। দিদি চুনি, আমি বাবা শ্রীধরকে

পেয়েছি! ছেলে মানুষ চন্দ্রালোক এখনও তার শ্রীধর দাদাকে খুঁজ্‌ছে! যাও দিদি, তাকে ফিরিয়ে আনগে।

[চুনিমালিনীর প্রস্থান।

আরাধিতা। এই দেখ আমার শ্রীধর!

শৃঙ্গমালী। আমারই শ্রীধর, আমি তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলাম, তাই আজ তুমি কোলে ক'রেছ? বল ত শ্রীধর, বাবা তুমি কার?

আরাধিতা। বাবা শ্রীধর, বল না, মুখ লুক'চ্চ কেন? উনি যে আমাকে তোমায় দিয়ে গেছলেন?

শ্রীধর। কৈ মা, তা ত আমার মনে নাই। তবে মা-বাবা, আমি তোমাদের দুজনারই!

শৃঙ্গমালী। দুজনার—তাহ'লে বাবা, শুধু মায়ের কোলে থাক্‌লে ত চ'ল্‌বে না, একবার আমার কোলে এস বাবা! (গ্রহণ)

শ্রীধর। তুমি আমায় ছেড়ে গেছ্‌লে কেন বাবা!

শৃঙ্গমালী। ছেড়ে না গেলে কি তোমায় পেতাম? সংসারসর্ব্বস্ব না ছাড়্‌তে পার্‌লে—কে তোমায় পায় বাবা শ্রীধর!

শ্রীধর। ও সব বাঁকা চোরা কথা কি ব'ল্‌ছ বাবা! তুমি যখন ছেড়ে গেছলে, তখন আমি কোথায়?

শৃঙ্গমালী। তুমি তখনও যেখানে, এখনও সেখানে, তুমি তখনও তুমি, এখনও তুমি। বাবা শ্রীধর! তুমি যে নিত্য সনাতন নিত্য পুরাতন।

শ্রীধর। আমায় গাল দিচ্চ? ও সব কথা কি? ও সব আমি ভালবাসিনি, কোলের ছেলেকে কি কেউ ও সব কথা বলে?

শৃঙ্গমালী। বলে না, তবে ব'লব না! তুমি কোলের ছেলে কোলেই থাক! এই ভাবে চিরদিনই তৃষিতের কোল শীতল কর! মনের মত হ'য়ে—মনের বাঞ্ছা পূর্ণ কর!

শ্রীধর। তার পর বাবা, তৃষ্ণা মিটে গেলে, বাঞ্ছা পুরে গেলে—আমি কোথায় যাবো?

শৃঙ্গমালী। ওরে পাগল, এ তৃষ্ণা কি কখন কার' মিটে, না এ বাঞ্ছা কখন কার' পুরে! এ যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শতগুণ বৃদ্ধি হয়। এই কোলে ক'রে কত ইচ্ছাই হ'চ্চে।

শ্রীধর। কি ইচ্ছা হ'চ্চে বাবা!

শৃঙ্গমালী। যদি সে ইচ্ছা মিটাও, তাহ'লে বলি।

শ্রীধর। আমার ইচ্ছায় সে ইচ্ছা কেন পূর্ণ হবে না বাবা।

শৃঙ্গমালী। বেশ, তাহ'লে এস, আমি তোমায় আমার মনের মত ভাবে সাজিয়ে দি, তুমি সেই সাজে সেজে নেচে

নেচে গান কর। আমার চক্ষু কর্ণ সার্থক হ'ক্! ইচ্ছা কি পূর্ণ হবে বাবা!

শ্রীধর। কেন হবে না, সাজিয়ে দাও না, গান ক'রব বৈ কি! আমি ত যখন তখন গান করি'।

শৃঙ্গমালী। কৈ আরাধিতা, গত সমস্ত রাত্রি ব'সে দুজনে শ্রীধরের জন্য যে বেশ রচনা ক'রেছিলাম, সে বেশ-গুলি দাও, আজ বাবা শ্রীধরকে দুজনেই সেই বেশে সাজিয়ে দি।

(আরাধিতা ও শৃঙ্গমালীর শ্রীধরকে সজ্জিত করণ)

শৃঙ্গমালী। দেখ দেখি আরাধিতা, সেই কল্পনার মূর্ত্তি এই বাস্তব শ্রীধর মূর্ত্তি কি না ?

আরাধিতা। আমাদের গৃহ-দেবতা শ্রীধরের জন্য যত বেশ রচনা ক'রেছি, সেই সব বেশই এই বাবা শ্রীধরকে সাজিয়ে দেখেছি, এই যেন অতি সুন্দর! বাবা, নেচে নেচে গান কর।

শ্রীধর। গান ক'রব? গান ক'রছি! এ বেশ যেন ভগবানের গোষ্ঠের বেশ!

গীত

আমায় গোষ্ঠবেশে সাজালে মা গোষ্ঠে যেতে দাও এখন।
বাজায়ে বেণু, চরাব ধেনু, মিলিয়ে যত রাখালগণ॥

যমুনার কূলে কূলে, কদম্বের মূলে মূলে,
গাইব গান প্রাণ খুলে, 'নাই রে কেউ মায়ের মতন' ॥
(আমি) স্নেহের সায়রে তরঙ্গ-লহরে ডুবিয়ে করিব স্নান,
(আমি) রাখালের সঙ্গে সুশীতল অঙ্গে জুড়াব হৃদয়-প্রাণ,
(স্নেহের তুলনা মিলে না, সে মাতৃস্নেহসুধার তুলনা মিলে না,
মা তুমি যমুনার মতন, তোমার স্নেহনীরে,
যেন চিরদিনই ডুবে থাকি, না উঠি গো তীরে।
অথৈ এই স্নেহের বারি, একা পাড়ি দিতে নারি,
কৈ দাদা স্নেহ-ভিখারী, শ্রীধরের জীবনের জীবন ॥

নীলাম্বরের প্রবেশ।

নীলাম্বর। কৈ মা, আমায় ত সাজালে না, আমিই নিজে সেজে এসেছি। হাঁ রে শ্রীধর, তোকে আজ গোষ্ঠবেশে কে সাজালে? গোষ্ঠে যাবি না কি? তবে আয় ভাই, সেই বৃন্দাবনের কানাই বলাইয়ের মত আজ দু'ভেয়ে গোষ্ঠে যাই, চল্।

আরাধিতা। তবে এস বাপ, নীলাম্বর, বাবা শ্রীধর, যাদের নাম ক'র্‌লে—সেই রূপে সেই ভাবে দু'ভেয়ে পাশাপাশি হ'য়ে দাঁড়াও, তাদেরও ত মা ছিল, আমিও তাদের মায়ের মত তোমাদের দুভাইকে খাইয়ে দিই! চেয়ে দেখ', পুণ্যময় দেব! আজ আমাদের দীন কুটীর ষড়ৈশ্বর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবন!

শৃঙ্গমালী। আরাধিতা, সে বৃন্দাবনের কথা ব'লো না। যাদের কথা ব'ল্‌ছ, তাদের মা বাপ—তাদের চিরবিরহে জীবনব্যাপী কান্না কেঁদে চোখের জলে যমুনার স্রোত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই ব'ল্‌ছি আরাধিতা, সে বৃন্দাবনের কামনা ক'র না! আমার এই নীলাম্বর, আমার এই শ্রীধর, আমার এ দীন কুটীরের চিরস্থায়ী যুগল আনন্দ-প্রদীপ। এই আনন্দ-প্রদীপের আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন জীবন-পথে মহাপ্রস্থান ক'র্‌তে পারি! চল, ঘরের প্রদীপ ঘরে নিয়ে যাই। এস বাবা নীলাম্বর!

আরাধিতা। এস বাবা শ্রীধর!

[সকলের প্রস্থান।

দ্রুতপদে চুনিমালিনীর প্রবেশ।

চুনি। ওগো, দাদাঠাকুর! ওগো দাদাঠাকুর, শীগ্‌গির ক'রে বের'ও গো দাদাঠাকুর! ঐ পণ্ডিতের বাড়ীতে দাদামণি আর দিদিমণিকে নিয়ে পণ্ডিতঠাকুর কি গোলমাল তুলেছে! সেই নিয়ে খুব হৈচৈ হ'চ্ছে! বুঝি বা মারামারিই হয়! শীগ্‌গির এস।

দ্রুতপদে শৃঙ্গমালীর প্রবেশ।

শৃঙ্গমালী। কি হ'য়েছে, চুনি, কি হ'য়েছে! বরাহ

পণ্ডিতের বাড়িতে গোল হ'চ্চে—ক্ষণা-মিহিরকে নিয়ে ? চল্, চল্, কি হ'ল' দেখিগে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বরাহ, মিহির, ক্ষণা, সুবেদিতা ও রেবার প্রবেশ।

বরাহের বাটী।

বরাহ। কখন নয়, হ'তে পারে না! জ্যোতিষগণনায় আমার ভুল হ'তে পারে না! গ্রহপতি সূর্য্যদেব কক্ষচ্যুত হ'তে পারেন, চন্দ্রদেব তিথিভ্রষ্ট হ'তে পারেন, নক্ষত্র স্থান-ভ্রষ্ট হ'তে পারে, বর্ষ ঋতুভ্রষ্ট হ'তে পারে, মাস রাশিভ্রষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু বরাহের জ্যোতিষ-গণনা ভুল হ'তে পারে না। কিন্তু কি ব'ল্‌ব—মিহির, তুমি ব'লেছ,—তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমায় ক্ষমা ক'র্‌ছি, অন্য কেউ ব'ল্‌লে জ্বলন্ত অগ্নিতে তার রসনা দগ্ধ ক'র্‌তাম। এখনও বল মিহির, আমার গণনাকে ভুল বলা তোমার ভুল হ'য়েছে।

মিহির। আমি আপনার গণনার কোন চর্চ্চা করি নাই, আপনি বিংশতিবৎসর পূর্ব্বে আপনার পুত্রের আয়ু-গণনা ক'রেছিলেন, আজ আমার সে চর্চ্চার কি আবশ্যক ব'লুন? তবে আমার স্ত্রী ব'লছে যে, আপনার গণনায় ভুল হ'য়েছিল।

বরাহ। কি, এতদূর অবজ্ঞা! স্নেহ-ভালবাসার এই পুরস্কার, আতিথ্য-সৎকারের এই প্রতিদান! তুমি স্বজাতি, সমব্যবসায়ী, শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান, তুমি আমার গণনার ভুল ধ'রতে পার নি, আর ভুল ধ'রলে কি না—একটা অবলা অজ্ঞানা বালিকা-কুলবধূ! অহো হো, কি ঘোর অবজ্ঞার গ্লানি! এর অপেক্ষা আমার একেবারে সহস্র মৃত্যু-যন্ত্রণা-ভোগ শ্রেয়স্কর! আরে প্রগল্‌ভা বালিকে! এতদিনের পর তুমি কি বৃদ্ধ বরাহের অধীত জ্যোতির্বিদ্যার উপর রাজকুলগৌরব দেখাতে এসেছ! কি দুর্ব্বিনীতা তুমি! ভাল, বল, আমার গণনায় যদি ভুল নির্ণয় ক'রে থাক, তা'হলে নির্দ্দেশ কর! দেখি তোমার পাণ্ডিত্য কত দূর! জ্যোতির্ব্বিদ্যার জ্ঞান কত দূর। তোমার রাজরাজেশ্বর পিতা তোমায় কেমন শিক্ষা দান ক'রেছেন।

ক্ষণা। পিতা, বালিকা কন্যাকে ক্ষমা ক'রুন! আমরা আপনার অনুগ্রহের আশ্রিত! আপনার ভ্রান্তির কথা ত আমি উচ্চারণও করিনি! আপনার অভ্রান্ত গণনা,

সম্পূর্ণ সত্য। তবে আপনার কর্ম্মফল আপনাকে সত্যপথে ভ্রান্তির অন্ধকার দেখিয়েছে! সেই অন্ধকারে আপনি সত্য দর্শনে বঞ্চিত হ'য়েছেন।

বরাহ। বল বল বালিকে! সত্য বল, তুমি কি কখন জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা ক'রেছ?

ক্ষণা। হাঁ পিতা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রেছি, সিংহলদেশ জ্যোতি-র্ব্বিদ্যার জন্মস্থান। সিংহলের সামান্য মূর্খবালক পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শী!

বরাহ। হাঁ বালিকা, সত্য কথা! সত্যই সিংহলভূমি জ্যোতির্ব্বিদ্যার জন্মভূমি! সম্ভবতঃ তুমি জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শিনী, ভাল দেখাও, আমার কর্ম্মফলের ভ্রান্তি-অন্ধকার দূর ক'রে গণনার সত্যফল দেখাও। কিন্তু সাবধান, যদি বালিকাসুলভস্বভাববশতঃ আমাকে পরিহাস কর্‌বার ইচ্ছা ক'রে থাক, তা'হলে এটী স্থির নিশ্চয় জেন, তোমাকে আমি অজ্ঞানা বালিকা ব'লে—আশ্রিত অতিথি ব'লে কিছুতেই ক্ষমা ক'র্‌ব না।

ক্ষণা। পিতঃ! তবে স্থির হ'য়ে দেখুন, আপনার সেই বিংশতিবর্ষের পূর্ব্বের গণনাপত্র! (বরাহের গণনা পত্র বাহির করণ) দেখ্‌ছেন কি, ঐ দেখুন, এক অঙ্কের পরে দুইটী মসীবিন্দুর স্থানে এখনও ঈষৎ চিহ্নিত র'য়েছে,

দেখ্‌ছেন কি? আমার বোধ হয়, আপনি মসীর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য মসীতে শর্করা সংযোগ ক'রেছিলেন। মিষ্টতা বশতঃ সেই মসীবিন্দুদুটী হয় ত মক্ষিকায় ভক্ষণ ক'রেছিল! আপনি গণনায় অন্যমনস্ক ছিলেন, তাই মক্ষিকার কার্য্য দেখ্‌তে পাননি। দেখুন, দেখুন, আজ আবার গণনা ক'রে দেখুন, সেই জন্ম-নক্ষত্র-রাশি-লগ্নসমুদায় লিপিবদ্ধ আছে!

বরাহ। হাঁ, হাঁ, আছে, সব আছে! এই ত সমষ্টিতে একটী শূন্য নাম্‌ল! হাঁ, হাঁ, তারপর—তারপর আর একটী নাম্‌ল—তার পরেই ত একটী,—অহো হো, কি ক'রেছি, কি ক'রেছি! শতবৎসর দীর্ঘপরমায়ু পুত্রকে অল্পায়ু জেনে ভ্রান্তিবশে স্বহস্তে বিসর্জ্জন দিয়েছি! অহো হো, হায়, হায়, হা ভগবান্—কি ক'রেছি! রেবা, রেবা, আমি তোমার পুত্রহন্তা! দিদি দিদি—যে পিতৃবংশ রক্ষা ক'র্‌তে এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে আবার বিবাহ ক'র্‌তে অনুরোধ ক'রেছিলে, সেই পিতৃবংশ—বংশকলঙ্ক আমি স্বহস্তে লোপ ক'রেছি। হা হা হা জগদীশ! আমায় পুত্রহন্তা ক'র্‌লে! (উপবেশন)

রেবা। ও কি, ও কি ক'র্‌ছ! দিদি দিদি, দেখ', পণ্ডিতের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে—জল নিয়ে এস, মুখে হাতে দাও! ওগো, তুমি অমন ক'র্‌ছ কেন! আমি ত জানি, তুমি তোমারই সর্ব্বনাশ ক'রেছিলে!

সুবেদিতা। হায় রে—হায় রে বরাহ, কর্‌ছিস কি?

এখন অমন ক'রলে আর কি হবে? সে সময় যদি তুই আমাদের একবার দেখ্‌তে দিতিস্, একবার আঁতুড়ে সেঁদোতে দিতিস, তা'হলে কি আর এ সর্ব্বনাশ হ'ত।

ক্ষণা। পিতা, উঠুন, অমায় ক্ষমা করুন—আমিই আপনার মনস্তাপের কারণ। হায়, কেন আমি আপনার ভ্রান্তি দূর ক'র্‌তে গেছলাম!

বরাহ। মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমায় বড় দুর্ব্বাক্য ব'লেছি। বোধ হয়—আমিই ভ্রান্ত, তোমার সিদ্ধান্ত সত্য? না, না, না, আমি ভ্রান্ত! আমার জন্মব্যাপী সাধনার ফল কি এই ভ্রান্তি! দেখি, দেখি, কার হস্তাক্ষর! এ অক্ষর কি আমার! না, না, মক্ষিকায় কেন মসীবিন্দু ভক্ষণ ক'র্‌বে? এও কি সম্ভব!

রেবা। সম্ভব নয় কি? আমি কি তোমার হস্তাক্ষর চিনি না? এই যে মুক্তামালার গাঁথনীর মত তোমারই ত হস্তলিপি!

বরাহ। হাঁ, হাঁ—আমারই বটে; অহো—হো, কি ক'রেছি, কি ক'রেছি, স্বহস্তে—ব্রাহ্মণ হ'য়ে স্বহস্তে ব্রাহ্মণ-পুত্র হত্যা ক'রেছি!

মিহির। হত্যা ক'র্‌বেন কেন, আপনি ত সমুদ্রজলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন! ভগবানের করুণা-মহাত্ম্য কি আপনি

জানেন না ! সেই নির্দ্দিষ্টপরমায়ু শিশুর কি তাতে মৃত্যু হ'তে পারে ?

বরাহ। পারে না, পারে না ! আহা হা, যদি—যদি সে জীবিত থাকে, তা'হলে সে এখন বিংশতি বর্ষের যুবা, মিহির—তোমারই সমবয়স্ক ! আজ যদি সে আমার বুকে থাকৃত, মা ক্ষণা, তা'হলে তোমার মত পুত্রবধূ গৃহলক্ষ্মী এসে—তোমার মত আজ আমায় পিতৃসম্বোধন ক'রত। ওরে, ওরে, তোরাই একবার বল্, মিহির তোকে বড় ভালবেসেছি, তুই বল্, তুই আমার সে বুকজুড়ান ধন! এ কি—এ কি ব'লছি, এত চপল চিত্ত আমার ! এতদিন কোন গণনায় আমার ভুল হ'ল না ! আর এই বিষয়ে আমার ভুল হ'ল ? না, না তা' হতে পারে না ! আমার গণনায় ভুল !

চুনিমালিনী ও শৃঙ্গমালীর প্রবেশ।

শৃঙ্গমালী। ভুল নয় ত কি ? ভুলের কি নিদর্শন পেলে তুমি বিশ্বাস কর যে, তোমার ভুল ?

বরাহ। কে তুমি, বন্ধু শৃঙ্গমালী ! বিংশতিবর্ষের নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু, তুমি এ মুহূর্ত্তে কোথা হ'তে এসে উপস্থিত হ'লে ? ভাই, ভাই, বল, বল, আমার ভুলের নিদর্শন দেখাও !

শৃঙ্গমালী। দেখ, দেখি বন্ধু, এই তাম্রকুণ্ডে সেই সদ্যজাত শিশুকে রেখেছিলে কি না? এই বিংশতিবৎসরের শুষ্ক তালপত্রে কি কথা লিখিত আছে, পাঠ কর দেখি! শিশুর অল্পায়ুর কথা এই তালপত্রে লিখে এই তাম্রকুণ্ডের সহিত ভাসিয়ে দাও না কি! দেখ দেখি, এ কার হস্তাক্ষর!

বরাহ। আমার, আমার, আমার, এই ত সেই তাম্র-পাত্র, এই ত সেই আমার স্বহস্তলিখিত তালপত্র, সবি সত্য সবি সত্য—তবে ভাই, সেই প্রকৃত সত্যটী কৈ? এই তাম্র-পাত্রের সেই দ্বিতীয় বস্তুটী কৈ?

শৃঙ্গমালী। ঐ—ঐ—ঐ—ঐ তোমার সম্মুখে! যাকে অজ্ঞাতে পুত্রভাবে ভালবেসেছ, সেই বিংশতিবৎসরের যুবা স্ফীতবক্ষে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোমার ভ্রান্তির নিদর্শন দেখাচ্ছে!

রেবা। হায় বাবা, তুই কি আমার—সেই আমার হারানিধি! সেই জন্যেই কি তোকে মনে মনে এত ভাল-বাস্‌তাম, অথচ মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পার্‌তাম না! বাবা—বাবা আমার! (ধারণ)

মিহির। মা—মা— (সস্ত্রীক প্রণাম)

সুবেদিতা। বাপ রে আমার, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড-স্থল! তুমি আমার—আমার ভাঙা কুঁড়েয় এতদিন লুকিয়ে ছিলে কেন? কেন পরিচয় দিস্ না বাবা! এস মাণিক—

এস ধন—এস সোনার আনন্দ-প্রদীপ আমার, ঘরে এস, এসে ঘর আলো কর। বৌ, বৌ, আয়তিদিগে ডাক, বৌ-ছেলে নিয়ে ঘরে তোল! কি আনন্দ! কি আনন্দ! যাই আমি নিজেই ডেকে আনিগে।

[প্রস্থান।

মিহির। পিসিমা, পিসিমা। (সস্ত্রীক প্রণাম)

বরাহ। মিহির—মিহির! পুত্রহননেচ্ছুক মহাপাপী পিতাকে কি তুমি বাবা, ক্ষমা ক'র্‌বে না? কেন তুমি তবে এতদিন আত্মগোপন ক'রেছিলে?

মিহির। বাবা, বাবা! (সস্ত্রীক প্রণাম)

বরাহ। মা, তুমি আমার এমন বিদ্যাবতী কুললক্ষ্মী! কি ভাগ্য আমার? তোমায় দেখে আমার মনে যে একটা স্বতঃস্নেহ উদয় হ'ত, এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, সেটা বৃথা নয়। তুমি একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী! আমি ভাগ্যবান্ যে তোমায় পুত্রবধূরূপে লাভ ক'রেছি।

ক্ষণা। বাবা, আমার প্রগল্‌ভতার অপরাধ মার্জ্জনা ক'রুন।

বরাহ। ভাই, শৃঙ্গমালি! তুমি এই সব প্রমাণচিহ্ন কিরূপে সংগ্রহ ক'র্‌লে? আর এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় কোথায় হ'ল?

শৃঙ্গমালী। সে অনেক কথা ভাই! সময়ান্তরে ব'ল্‌ব!

তবে এটী বেশ জেনে রাখ যে, আমি তোমার ঐ পরিত্যক্ত সন্তানের সঙ্গ একদিনের তরেও ত্যাগ ক'রিনি।

বরাহ। ভাই শৃঙ্গমালি, ভাই শৃঙ্গমালি! তুমিই জগতে আদর্শবন্ধুতার পরিচয় দিয়েছ। তোমা হ'তেই আজ আমি ভাগ্যবান্, পুত্রের পিতা! এস বুকে এস, কৃতজ্ঞতার বিনিময় করি। (আলিঙ্গন)

শৃঙ্গমালী। ভাই পণ্ডিত, এ সকলই আমার গৃহদেবতা শ্রীধরের অনুগ্রহ। এস, এখন তোমার পুত্র, পুত্রবধূ ল'য়ে বাবা শ্রীধরকে প্রণাম ক'র্‌বে চল।

চুনিমালিনী। কেমন দিদিমণি, সব হ'ল ত? চুনি, তুই আজ ধন্য হ'লি!

সুবেদিতা সহ পল্লীবাসিনী আয়তি-রমণীগণের প্রবেশ।

পল্লীবাসিনী রমণীগণ। গীত

আয় লো আয় আয়তি কুলবন্তী বর-বধূরে বরণ কর
হেরি হেমাঙ্গিনী বধূরাণী মুখখানি তার তুলে ধর॥
শুভদিনের শুভমিলন, কে ভেবেছে হবে এমন,
এতদিন ছিল যেমন মেঘে ঢাকা শশধর॥
আহা কি রূপের আভা, কনকে মুকুতাশোভা,
সর্ব্বজনমনোলোভা, মরি মরি কি সুন্দর॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা-কক্ষ।

বিক্রমাদিত্য ও ধন্বন্তরির প্রবেশ।

ধন্বন্তরি। মহারাজ! আনন্দ সংবাদ,
পণ্ডিতবরাহপুত্র পণ্ডিত মিহির—
সিংহলের রাজকন্যা বিদ্যাবতী ক্ষণা—
পুত্রবধূ তাঁর।
পণ্ডিত বরাহ না কি—
ভার্য্যাগর্ভকালে—করেন গণনা—
প্রসূত হইবে তাঁর অল্পায়ু বালক।

বিক্রমাদিত্য। তারপর, তারপর—
(স্বগত) শুনিয়াছি—বেতালের মুখে।

ধন্বন্তরি। তাই তারে তাম্রপাত্রে রাখি—
সিন্ধুজলে দেন ভাসাইয়া!
দেখে তাহা ভক্ত শৃঙ্গমালী!
ভক্তপ্রাণ উঠিল কাঁদিয়া—
শিশুর লাগিয়া সিন্ধুগর্ভে দিল ঝাঁপ!
স্রোতে ভেসে উভয়ে চলিল,
সিংহলের কূলে উভয়ে লাগিল!
অপুত্রক সিংহল-ভূপতি—

পুত্রভাবে শিশুরে পালিল এতকাল !
আজি শৃঙ্গমালী উপস্থিত।

বিক্রমাদিত্য। সাধু সাধু শৃঙ্গমালী,
সাধু আজ আসিয়াছে ফিরে, তারপর ?

ধন্বন্তরি। ক্ষণ পূর্ব্বে না কি বিদুষীরমণী ক্ষণা—
পণ্ডিতবরাহ-ভ্রান্তি জ্যোতিষগণনে—
দেখাইতেছিল পণ্ডিতের সনে,
ভ্রান্ত যে গণনা তাঁর !
শেষে পণ্ডিত বরাহ—করেন স্বীকার,
হেনকালে তথা শৃঙ্গমালী আসি,
সব দিল পরিচয়—ঘুচিল সংশয়,
অন্ধকার গৃহে জ্বলিল মাণিক !
মরুর উপর বহিল শান্তির স্রোত !
আনন্দের হাট বসিল সহসা আজ পণ্ডিতের গৃহে !

বিক্রমাদিত্য। আশ্চর্য্য ব্যাপার ! ধন্য—ধন্য—
বরাহ পণ্ডিত ! ভাগ্যবান্ তুমি—
আর ধন্য তব পুত্র পুত্রবধূ—
সুপণ্ডিত ধরণীদুর্লভ—জগৎবাঞ্ছিতধন !
ভগবন্ ! বুঝি এতদিনে মম আশা করিবে পূরণ।

ধন্বন্তরি। সুদুর্লভ কোন্ আশা তব মহারাজ !
যে আশা পূরণে ঈশ্বর-চরণে প্রভু করেন প্রার্থনা !

বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিতপ্রবর!

সেই মনোহর ব্রাহ্মণদম্পতি যবে—
রাজসভামাঝে আসিল প্রথম,
হেরিনু যখন বীণাপাণি সমা
স্বর্গের সুষমা বিদুষী বনিতা তার,
যবে ধনি বিদ্যার গৌরবে স্ফীত ভাবে—
বীণার সুরবে—প্রমাণ করিয়া দিল স্বামীর গণনা,
দিল নানা জন নানা কণ্ঠে জয়ধ্বনি তার,
সেই দিন জাগে আশা—হ'লেও দুরাশা,
করিব—করিব এরে—নবরত্নমাঝে দশম রতন—
দিয়া শ্রেষ্ঠাসন—উজ্জ্বল করিব উজ্জয়িনী।
কিন্তু সে রমণী বিবাহিতা—স্বামীর অধীনা,
সেই স্বামী নবাগত অতিথি আমার,
কেমনে তাহারে বলি আমার যে আশা!
যেই আশা এতদিন পুষেছিনু হৃদয়ে গোপনে,
আজি শুভ দিনে,বুঝি সেই আশা মম হইবে পূরণ!
এই যে—পণ্ডিত বরাহদেব পুত্র মিহিরের সাথে।

বরাহ ও মিহিরের প্রবেশ।

বরাহ। মহারাজ! "জয় হ'ক" জয় হ'ক্ তব,
"বাড়ুক বাড়ুক নিতি রাজ-শ্রী-গৌরব,

চিরস্থায়ী চির-শান্তি কর উপভোগ,
শত্রু হর অনাথ-আশ্রয় হ'য়ে"—
এই করি আশীর্ব্বাদ!
আনন্দ সংবাদ এক শুন হে রাজন্!
এ শুষ্ক জীবনে মম যে ঘটনাযোগে—
উঠিয়াছে জেগে হইয়াছে সুধা সঞ্জীবিত।
সে অতি গোপন কথা—কহিব গোপনে।
রাজা, শোন বর্ত্তমান বিবরণ,
অপুত্রক অভাজন হারান রতন
পুনঃ আজি পাইয়াছে ফিরে!
হইয়াছি পুত্র-পিতা,
হের এই সেই পুত্র মম মহারাজ!
তব নবরত্ন-সভা যেই রত্নে হ'য়েছে উজ্জ্বল।

বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিতপ্রধান,
তুমি অতি ভাগ্যবান্,
তাই হেন পুত্র ধরণী-ভূষণ বিহীন উপমা,
সরস্বতী সমা বিদ্যাবতী পুত্রবধূ—
লভিয়াছ ঘরে! ধন্য—ধন্য সার্থক পণ্ডিত তুমি!
আমিও সার্থক—যে রাজ্যের রাজা—
রাজ্যে পায় হেন রত্ননিধি!
কেমন পণ্ডিত! অতি আনন্দিত তুমি?

কর কর সে আনন্দ-উপভোগ!
কিন্তু হে ধীমান্, তার অংশ দান
দিবে না কি রাজাকে তোমার?
আশা কি আমার মিটাবে না পণ্ডিতপ্রবর!

বরাহ। অদেয় কি তোমায় রাজন্!
করহ গ্রহণ, অংশ কেন—পূর্ণভাগ,
আশা কিবা মহাভাগ! কর ব্যক্ত মোরে—
অকাতরে করিব তা দান।

বিক্রমাদিত্য। কহ ধন্বন্তরি! দুরাশা আমার।

বরাহ। কি দুরাশা মহারাজ!

বিক্রমাদিত্য। দুরাশা কি শুন মতিমন্!
পুত্রবধূ তব অমূল্য রতন,
সাক্ষাৎ ভারতী মূর্ত্তিমতী সতী বিদুষীমাঝারে!
তাই চাহি দিতে তাঁরে অতি সমাদরে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসন নবরত্নমাঝে।
নবরত্নসভা মোর আজি হ'তে করহ পণ্ডিত,
দশরত্নসভা নামে অভিহিত!
শুনিলে কি দুরাশা আমার?

বরাহ। একি মহারাজ, কি শুনিনু আজ—
অসম্ভব কথা তব মুখে!
ব্রাহ্মণের কুলবধূ প্রকাশ্য সভায়—

কবে কে কোথায় আনিয়াছে বাসনার বশে ?
কবে কে ক'রেছে এ হেন বাসনা ?
কি দুর্য্যোগ ! আনন্দের অংশ ভোগ—
এই কি তোমার রাজা ?
ব্রাহ্মণের কুলবধূ নর্ত্তকীর মত—
নবরত্নসভা তব করিবে উজ্জ্বল ?

বিক্রমাদিত্য। মহারাণী রাজরাজেশ্বরী—
রাজকুলবধূ সেও ত পণ্ডিত,
বসে মম পাশে প্রকাশ্য সভায় !
তবে বল রাণীও নর্ত্তকী ?

বরাহ। রাজা বামে রাণী—চির বিধি আছে মহারাজ !
কিন্তু কহ সুসভ্য সমাজ—
হেন বিধি কবে কে ক'রেছে ?
বিদুষীরমণী কোথা—
কবে কোন্ সভা ক'রেছে উজ্জ্বল ?
রাজা তুমি মহারাজ, তব মুখে সব কথা সাজে !
নিরীহ ব্রাহ্মণ বলি দিতে চাও কালি—
অকলঙ্ক কুলে তার, যথা ইচ্ছা কর ব্যবহার,
কিন্তু মহারাজ ! ভেব' এর আছে পরিণাম !

বিক্রমাদিত্য। সব কার্য্যে আছে পরিণাম,
জানিও হে পণ্ডিতপ্রধান !

বৃদ্ধ হ'য়ে হতজ্ঞান হইতেছ তুমি,

জানি জানি অন্ধসংস্কারি—তোমাদের বুদ্ধি যত !

বল হে মিহির,তুমি ধীর, বুঝে দেখ' করহ উত্তর

এ প্রস্তাবে তোমার স্বাধীন মত ?

মিহির। মহারাজ ! অন্যায় প্রস্তাব কেন ?

আমি এর কি দিব উত্তর,

পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের স্বাধীন মত কিবা ?

বিক্রমাদিত্য। ভাল ভাল, সুসন্তান তুমি !

কিন্তু জেন আমি নরমণি !

আমার আদেশ—নাহি ব্যর্থ হবে,

সভায় বসিবে অতুলনা শ্রেষ্ঠ বিদ্যাবতী ক্ষণা,

বিদ্যার গৌরব আজি দেখাব জগতে—

অন্ধসংস্কার যত করিয়া বিলীন।

এস ধন্বন্তরি—

[প্রস্থান।

বরাহ। শোন রাজা, প্রতিজ্ঞা আমার,

এ দুরা[illegible] কভু তব না হবে পূরণ !

মিহির। ঘোর [illegible] [illegible]রা রাজা !

ভাবিও না তুচ্ছ ব্রাহ্মণেরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বেতালের প্রবেশ।

বেতাল। গীত

মা গো নৃত্যকালি, নিত্য নবরঙ্গিণী!
ভাল খেলা খেলছ, ও মা, হ'য়ে নিয়তির সঙ্গিনী।
রাজা নাচে কাঁদে প্রজা, এ তত্ত্ব তোর নয় মা সোজা,
বইছে লোকে ভূতের বোঝা, তুমি হাস্‌ছ অট্টহাসিনী॥
নগর ভেঙে কর শ্মশান, শ্মশান সাজাও সখের বাগান,
তোমার হাসি সদাই সমান, তুমি নিত্যানন্দ-তরঙ্গিণী॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

শৃঙ্খলবদ্ধ দশচক্রসহ কারারক্ষকের প্রবেশ।

কারারক্ষক। আমার কি দোষ দাদা, তোমার দুরবস্থা দেখে তোমায় একটু সুখে রাখ্‌তে আমার ইচ্ছা হয় সত্য, কিন্তু তুমি নিজের দোষে নিজের দুঃখ টেনে আন। বাইরে গেলেই একটা না একটা কাণ্ড বাধাবে! আজ

যদি তুমি বেরিয়ে সেই মানুষটাকে না মার্‌তে, তাহ'লে ত কারাধ্যক্ষ এমন কড়া হুকুম দিত না! আমি কি ক'র্‌ব, ঠাণ্ডা গারদের হুকুম, এই ঠাণ্ডা গারদে থাক। তোমাকে ত বিশ্বাস নাই, কাজেই তোমার পায়ে শেকল বাঁধ্‌তে হবে।

[পদে বন্ধনপূর্ব্বক প্রস্থান।

দশচক্র। এই পরিণাম আমার! কেন—না ভগবানকে ভূত বানাতে গিয়ে! তবে কি ভগবান তুমি আছ? আর সেই ছোঁড়াটা কি ভগবান্ তোমার চেনা! আমার যত দুর্দ্দশার মূল ত সেই! আন্‌লাম একটা পোঁটাপড়া, পেটডাক্‌রা হাঁকরাছেলে ধ'রে, শেষে বেরুল কি না ধড়িবাজ ধাপ্পাবাজ সেই ছোঁড়া! আমি যখন তাকে আঁট্‌তে পার্‌লাম না, তখন সে আমা চেয়ে শ্রেষ্ঠ! তাহ'লে সব চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ, সেই ভগবান্। তাহ'লে ভগবান, তুমি আছ! তোমার সত্ত্বা লোপ করা কি মানুষের সাধ্য! দয়াময়! ক্ষমা কর আমায়। আমি মহাপাপে পাপী! পাপীকে উদ্ধার কর।

(রোদন)

যুগলমূর্ত্তিতে শ্রীধর ও নীলাম্বরের প্রবেশ।

শ্রীধর। কাঁদ্‌ছ কেন দাদা!

নীলাম্বর। অনুতাপ হ'য়েছে?

শ্রীধর। ওঠ ভাই!

নীলাম্বর। আমি তোমার পায়ের বন্ধন খুলে দিচ্চি। (বন্ধন মোচন)।

শ্রীধর। আর কেঁদ' না। (অশ্রুমোচন)

নীলাম্বর। কাঁদ্‌লে বড় কষ্ট পাব'! আর কাঁদ্‌ছ কেন? চোখের জলে তোমার মনের সব পাপ ধুয়ে গেছে।

শ্রীধর। আজ হ'তে আর আমি তোমার সঙ্গে লাগ্‌ব না।

নীলাম্বর। কি কথা ক'চ্চ না যে?

শ্রীধর। পায়ে ধ'রছি দাদা, আমার প্রতি অভিমান ক'র' না, আমি যে তোমার ছোট ভাই।

দশচক্র। অহো, কি সুন্দর তোমরা দুটী ভাই! তোমাদের কি অনন্ত অপরিসীম দয়া! আমার মত অপরাধীকে ক্ষমা ক'রেছ? অহো—হো—আমি অন্য ভগবান চাই না! তোমরাই আমার যুগল ভগবান। (প্রণাম)

শ্রীধর। চল ভাই, বাহিরে চল. আর তোমার কোন ভয় নাই! তোমার জন্য অবীক্ষিত নামে একজন মহাপুরুষ বাহিরে অপেক্ষা ক'র্‌ছেন। তিনি তোমায় তোমার গন্তব্য পথ দেখিয়ে দিবেন। (সকলে প্রস্থানোদ্যত)

অবীক্ষিত ও সাধুগণের প্রবেশ।

অবীক্ষিত। গীত

পথে আলো দেখে চল, কাঁটায় যেন পা দিও না ভাই।

সাধুগণ। হও না পাপী হও না তাপী, তাঁর দয়ার যে অন্ত নাই॥

অবীক্ষিত। অনন্তের সব অনন্ত, কে পায় বল তার অন্ত,

সাধুগণ। অজ্ঞানে যে হয় ভ্রান্ত, কেবল তার কূল না দেখ্‌তে পাই॥

অবীক্ষিত। সর্ব্ব জীবে কর্ম্মফলে, ভাসে দুঃখে নয়ন-জলে,

সাধুগণ। করুণাহীন তাঁকে বলে, শুনে ক্ষোভে ম'রে যাই॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বরাহের বাটী।

বরাহ, মিহির, ক্ষণা, সুবেদিতা, রেবা ও শৃঙ্গমালীর প্রবেশ।

বরাহ। আজ আমাদের মহাপরীক্ষার দিন! এই পরীক্ষা-প্রবাহিনীর এক পারে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার আমরা, আমাদের জাতি-কুল-মান-ধর্ম্ম, আর অপর পারে প্রবল পরাক্রান্ত দুরাচার উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্য। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যার গৌরবপ্রতিষ্ঠা করা তাঁর ভাণ মাত্র। পাপলালসা-বহ্নি শত শিখায় তাঁর হৃদয়ে জ্বলে উঠেছে! সেই অগ্নি নির্ব্বাণ ক'র্‌বে—আমার পুত্রবধূ কুলবতী গৃহলক্ষ্মী মা ক্ষণা আমার! শুন্‌লে—শুন্‌লে মিহির! সিংহলরাজকুমারী ক্ষণার স্বামী মিহির! শুন্‌লে? তুমি ত স্বকর্ণে শুনে এসেছ,

আবার আমার মুখে শুন্‌লে ? বল এখন মিহির, তোমার কি মত ?

মিহির। আমার কি মত বাবা, আমার কি মত ? আমার মত—মদমত্ত ঐরাবতপদ-মথিত হৃদয়ভূমি ভেদ ক'রে স্বতঃই উত্থিত হ'চ্চে,—ক্ষণা আমার ধর্ম্মপত্নী! ধর্ম্মপত্নীর সম্ভ্রম রক্ষা ক'রতে আমার প্রত্যেক মর্ম্মরক্ত-বিন্দু উন্মুখ হ'য়ে আছে বাবা। আমি তোমার পুত্র, আমার আবার স্বতন্ত্র মত কি ? আজ বিংশতিবর্ষের অপ্রাপ্তদুর্লভ পিতৃআজ্ঞা—একদিনে প্রতিপালন ক'র্‌ব, শত বজ্র তা ধ্বংস ক'রতে পারবে না।

বরাহ। সাধু, সাধু! ক্ষণা, মা, কুললক্ষ্মী আমার, তুমি ত বালিকা অজ্ঞানা নও, বিদ্যাবতী গুণবতী ; আমার সর্ব্বস্বগৌরব আজ তোমার হস্তে! বল মা, তোমার কি মত ?

ক্ষণা। পিতা, আমি অনেক দিন হ'তে প্রস্তুত হ'য়ে আছি! যে দিন অপরিচিত ব্রাহ্মণদম্পতিবেশে আমরা দুই জন উজ্জয়িনী-রাজসভায় উপস্থিত হ'য়েছিলাম, সেই দিন দেখেছিলাম, উজ্জয়িনী-রাজার কূটদৃষ্টিতে কালকূটমাখা! তিনি আমাকে যথাযোগ্য সম্ভাষণে—ব্রাহ্মণবধূকে কন্যা বা মাতৃসম্বোধনে সম্মানিতা করেন নাই, সেই হ'তে আমি আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হ'য়ে আছি।

বরাহ। স্বস্তি! স্বস্তি! বল দিদি, পিতৃকুলগৌরবে বড় গৌরবিতা তুমি, আজ সেই কুলগৌরব উভয় সঙ্কটের তীক্ষ্ণ কণ্টকমুখে অবস্থিত! বল, তোমার কি মত?

সুবেদিতা। হাঁ রে বরাহ, আমি না তোর জ্যেষ্ঠা ভগিনী! তোর রক্ত আর আমার রক্ত নয় এক পিতা-মাতার! আমি স্বয়ং রাজসভায় যাব; সে লম্পট এতদিন বেশ্যানর্ত্তকীর সঙ্গ ক'রে পুষ্ট হ'য়েছে! সে অন্য কুলনারী কখন দেখে না! বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিধবাকে কখন দেখেনি! বুঝেনি লম্পট! ব্রাহ্মণকন্যার শক্তি কত?

বরাহ। ধন্য দিদি ভগিনী আমার! রেবা, তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী—মিহিরের জননী—ক্ষণার শ্বশ্রুমাতা, বল, বল, তোমার কি কথা?

রেবা। স্বামিন্! অভীষ্টদেবতা, গুরুদেব! তোমার শিষ্যার অভিমত শুনতে চাও, তবে শোন,—যদি আমার জীবনে সতীত্বগৌরব ব'লে কোন ধর্ম্ম থাকে, যদি আমার হৃদয়ে মাতৃগৌরব বিন্দুমাত্র থাকে, তাহ'লে আমার বাক্য কখন মিথ্যা হবে না! যদি উজ্জয়িনীপতি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ-মূর্ত্তিতে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন, তবুও তাঁর মনো-ভীষ্ট পূর্ণ হবে না!

বরাহ। ধন্য—আশীর্ব্বাদ করি রেবা, তোমার গৃহিণী-গৌরব, মাতৃ-গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকুক! বল ভাই শৃঙ্গমালি, এবার শেষ জিজ্ঞাস্য তোমায়, বল, তোমার কি মত?

শৃঙ্গমালী। বল বাবা শ্রীধর দীনবন্ধু! তোমার কি মত? বন্ধু বরাহ! আমার সত্য কথা শোন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান্ স্বয়ং এসে তোমার এই উভয় সঙ্কটের বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'র্‌বেন!

রাজদূতের প্রবেশ।

রাজদূত। নমস্কার পণ্ডিতমহাশয়! শিবিকা প্রস্তুত, আপনার পুত্রবধূকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় যাবার অনুমতি প্রদান ক'রুন। মহারাজ আরও ব'লে দিয়েছেন, আপনার পুত্রবধূর জন্য শ্রেষ্ঠ আসন প্রস্তুত হ'য়েছে!

বরাহ। শত ভৈরবহুঙ্কারও এর চেয়ে শ্রুতিমধুর! শৃঙ্গমালি, উত্তর দাও, উত্তর দাও! শত বজ্রকণ্ঠে চীৎকার ক'রে বল, উজ্জয়িনী ভেদ ক'রে উচ্চকণ্ঠে বল,—রে দূত! মহারাজ বিক্রমাদিত্য ধরণীর সম্রাট্ হ'তে পারেন, দেবগণেরও করগ্রাহী হ'তে পারেন, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দীন ব্রাহ্মণ-পরিবারের কুটিংরাজত্বে তাঁর কোন অধিকার নাই। তাঁর আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম! তুমি যাও, এই কথা মহারাজকে বলগে।

রাজদূত। মহাশয়! আমি আজ্ঞাবহ দূত, অবশ্য আপনার আজ্ঞাও আমি মহারাজকে জ্ঞাপন ক'র্‌ব। তবে

আমার বক্তব্য এই যে, আমি মহারাজকে এই বিষয়ে যেরূপ কৃতসংকল্প দেখেছি, তাতে আপনার এ অনভিমতে তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন।

[প্রস্থান।

বরাহ। মন! মহাপ্রলয়ের কালে তুমি নিত্য অমর-রূপে বিরাজিত থাক্‌বে, এই কি তুমি স্থির ক'রেছ? রাজা, তুমি মহাশক্তিধর ব'লে কি অন্যায় যানে আরোহণ ক'রে ন্যায়ের রাজ্যে আধিপত্য লাভ ক'র্‌তে পার্‌বে আশা কর। দুর্ব্বলের বল মধুসূদন! তোমার রাজ্যে এত অবিচার—এত অত্যাচার! যে নরাধমের হৃদয়গুহায় এত অবিচার এত অত্যাচার এতদিন ঢাকা ছিল, তাকে তুমি এমন জগদ্ব্যাপিনী যশঃ-প্রতিভায় মণ্ডিত ক'রেছিলে কেন? কি খেলা তোমার! সে প্রবঞ্চক তোমারও কি সর্ব্বদর্শী নয়নকে মুগ্ধ ক'রেছিল নারায়ণ! এখন আমায় বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দাও হরি! বল বন্ধু শৃঙ্গমালি, আমার এই উভয় সঙ্কটে বর্ত্তমান কর্ত্তব্য কি?

শৃঙ্গমালী। বন্ধু, তোমার এই বর্ত্তমান কর্ত্তব্যনির্দ্দেশে আমার একটী পৌরাণিক উপাখ্যান মনে প'ড়্‌ছে! যে দিন দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধন প্রকাশ্য রাজসভায় রজস্বলা নিরাশ্রয়া দ্রুপদ-রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে বিবসনা ক'র্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে-

ছিল, সে দিন কি ইচ্ছাময় ভগবান্ তাঁর লজ্জানিবারণ ক'রে তাঁকে রক্ষা ক'রেন নি ? আজও সেই তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা ক'র্বেন। তোমার লজ্জা নিবারণ ক'র্বেন। তুমি সব চিন্তা তাঁর শ্রীপাদ-পদ্মে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত থাক।

বরাহ। বন্ধু, বন্ধু ! আমি তাঁর কাছে মহা অপরাধে অপরাধী ! আমি তাঁর আসনে জ্যোতিষশাস্ত্রকে স্থান দিয়ে একদিনও যে তাঁকে প্রাণভ'রে ডাক্‌বার সময় পাইনি ! তিনি আছেন, এ বিশ্বাসও যে আমার মনে ছিল না ! তাই ত আমার সেই পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত। এখন কি আর তাঁর করুণা পাব ! সে করুণাময় কি এ সময়—এই উভয়সঙ্কটের সময় নিজ করুণাময় নামের মাহাত্ম্য প্রকাশ ক'র্বেন !

ক্ষণা। কেন ক'র্বেন না বাবা ! না করেন, তাতেই বা দুঃখ কি ? তাঁর প্রদত্ত পুরুষকার যে জীবনকে নিত্য নিত্য নূতন পথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, কখন ধৈর্য্য, কখন ক্ষমা, কখন বীরত্ব, কখন দৈন্য, কখন শতবেদনার আঘাতকে ধারণ ও তুচ্ছ ক'র্তে সহস্র পরামর্শ দান করে, আমরা ত সে পুরুষকারে বঞ্চিত নই ! কর্ত্তব্য যখন স্থির হ'য়েছে, তখন সেই সঙ্গে আমরাও চিন্তার হাত হ'তে এড়িয়েছি। নিশ্চিন্ত থাকুন বাবা, নিশ্চিন্ত থাকুন ! কার সাধ্য—ভগবানের দান ব্রাহ্মণ-কুলমর্য্যাদা অপহরণ ক'র্তে পারে !

সুবেদিতা। আগুন জ্বালাব, নিজেরা আত্মহত্যা

ক'রব ! যে রাজ্যে বলশালী রাজা বিক্রমাদিত্যের আধিপত্য একটী ক্ষুদ্র প্রজারও ক্ষুদ্রশক্তি হ'তে শ্রেষ্ঠ নয়, সেই রাজ্যে চ'লে যাব ! সেখান হ'তে আত্মাভিমানী অত্যাচারী রাজাকে গিয়ে ব'ল্‌ব—রে কাপুরুষ লম্পট, তোর আশানল ঐখানে রেখে জ্ব'লে পুড়ে মর্‌।

রাজদূত, কতিপয় রাজসৈনিক ও শিবিকা-বাহকগণের প্রবেশ।

রাজদূত। যা ভেবেছিলুম, তাই হ'ল, পণ্ডিতমহাশয় ! বলপূর্ব্বক আপনাকে আর আপনার পুত্রবধূকে রাজসভায় নিয়ে যেতে মহারাজের আদেশ।

বরাহ। কি এতদূর !

মিহির। কি এত অত্যাচার !

ক্ষণা। মিহির, স্থির হও ! তুমি কি বাল্যকাল হ'তে ক্ষণার চরিত্র জাননি ! কি ক'র্‌বে, রাজার অত্যাচার সহ্য ক'র্‌তে হবে ! রাজা সাক্ষাৎ ভগবান্‌, তাঁর আদেশ লঙ্ঘনে মহাপাপ ! তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যান বাবা, আপনি রাজাদেশে রাজসভায় যান ! আমি কর্ত্তব্য স্থির ক'রেছি, সেইখানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হবে। যান রাজদূত ! আপনি আপনার রাজাকে সংবাদ দিন, বাহকেরা থাকুক, আমি ক্ষণপরেই মহারাজের বাসনা পূর্ণ ক'র্‌ব। আর চিন্তা

কি? বিশ্বাস হারাবেন না! আমি যা ব'ল্‌ছি, সব ধ্রুব, সব সত্য।

বরাহ। মা ক্ষণা আমার, যা ব'ল্‌ছ, তা সব সত্য, এ বৃদ্ধকে চিন্তার হাত হ'তে অবসর দিলে?

ক্ষণা। হাঁ বাবা, আপনি নিশ্চিন্ত মনে যান! ক্ষণা আপনার পুত্রবধূ!

বরাহ। চল রাজদূত! এবার প্রস্তুত হ'য়েছি। দুর্ব্বলের বল মধুসূদনই আমার ভরসা।

রাজদূত। পণ্ডিতমহাশয়! এতে আমার ক্রটী-অপরাধ কিছুই নাই, অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। বাহকগণ, তোমরা বাহিরে অপেক্ষা করগে।

[বরাহ, রাজদূত সৈন্যগণ ও বাহকগণের প্রস্থান

সুবেদিতা। বৌ মা, কি ক'র্‌লে মা, আমাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি কম, তোমার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

ক্ষণা। পিসি মা, উদ্দেশ্য সকলের এক! আপনারা কোন ভাবনা ক'র্‌বেন না। আমায় একবার ঠাকুর ঘরে যেতে দিন, আমার অভীষ্টদেবতার আদেশ যা হবে মা, আমি তাই ক'র্‌ব। এস মিহির, আসুন গুরুদেব!

[প্রস্থান।

সুবেদিতা। ভগবান্! তুমি দেখ', দুর্ব্বলের বল—তুমিই এই দুর্ব্বল পরিবারের ভরসা।

রেবা। নারায়ণ! ব্রাহ্মণের সম্মানের জন্যই তোমার বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন।

শৃঙ্গমালী। ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্।

[সকলের প্রস্থান।

অবীক্ষিত ও বেতালের প্রবেশ।

গীত

বেতাল। কোন্ দেশে এনে ফেলিলি শ্যামা, চল্ মা টেনে নে' চল।
হেরে রাজার রীতি, পেতেছি ভীতি, হ'য়েছি অতি চঞ্চল॥

অবীক্ষিত। পালাই চল্, পালাই চল্, এ রাজ্যের নাহি মঙ্গল,
ব্রাহ্মণের ক্রোধানল, যখন হ'য়েছে প্রবল॥

বেতাল। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্ট,
আর যে সহে না কষ্ট, সদা বহে অশ্রুজল॥

[সকলের প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনীর পথ।

সন্ন্যাসিবেশে সিংহলরাজ ও কণ্ঠরুদ্রের প্রবেশ।

সিংহলরাজ। বাবা কণ্ঠরুদ্র! আজ আমার সকল দীনতার সার্থক হ'ল! শুন্‌ছি, এই উজ্জয়িনী। আমার মিহির না কি এই উজ্জয়িনীরাজের নবরত্নের অন্যতম রত্ন!

কণ্ঠরুদ্র। সিংহলরাজ, আরও শুন্‌ছি—দেবীপ্রতিমা ক্ষণাও না কি উজ্জয়িনীকে ধন্য ক'রেছে। তার নাম—আজ উজ্জয়িনীর প্রতি ঘরে ঘরে! ধন্য প্রতিভাময়ি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

সিংহলরাজ। আজ যেন আমার সব আশা পূর্ণতার অগুরু-চন্দন-ধূপ-ধূনায় সুগন্ধিময় হ'য়ে উঠ্‌ছে! মা ক্ষণা, কতক্ষণে তোমায় আমি দেখ্‌তে পাব! আমায় মার্জ্জনা ক'র্‌বি না কি মা! অহো, আমি যে তোকে কত অভিশাপ দিয়েছি! মা ক্ষণা, আমি বৃদ্ধ, আমার ডাক্ পড়েছে মা, আমি আর ক'দিন! আমি পৃথিবীর মার্জ্জনার পাত্র।

কণ্ঠরুদ্র। অহো—এ গরলের রেখায় সিংহল জ্বলেছে,

কর্ণাট জ্বলেছে, আবার বুঝি, কোন্ রাজ্য জ্বালাতে যাচ্চে! গরল! তুমি প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন কর, আর সংসারের জ্বালা বাড়িও না। চলুন, সিংহলরাজ, এখনও উজ্জয়িনীরাজধানী এখান হ'তে চারি ক্রোশ পথ!

সিংহলরাজ। চল বাবা, এখন আমি শত হস্তীর বল ধারণ ক'রেছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

দেব-মন্দির।

নীলাম্বর, শ্রীধর ও ক্ষণার প্রবেশ।

ক্ষণা। 　　　　গীত

হিয়ার বেদনা মম, হিয়ায় কণ্টক সম,
লুকাইয়ে কোথা বাজে জানি না।
যখন যে দিকে চাই, কোথাও না শান্তি পাই,
কেঁদে জ্বালা জুড়াইতে পারি না॥
কৈশোর-সিন্ধুর জলে গরল উথিল ব'লে,
পিতা মাতা দেশ ভুলে, অকূলে আসিনু চ'লে,
আশায় পড়িল বাজ, ফুরাল সকল কাজ,
ভাগ্যদোষে এত ঘটে বুঝি না॥

এস ভাই চল যাই তোমাদের পুণ্যদেশে,
পাপ দুঃখ নাই যথা ছলনার ছদ্মবেশে,
নিত্য শুদ্ধ সুবিমল, যে দেশ শান্তির স্থল,
যেথানে রহে না কেহ মলিনা ॥

আজ ঠিক সময়ে দেখা হ'য়েছে ভাই শ্রীধর-নীলাম্বর দাদা, তোমাদের জন্য আমি কত ভেবেছি। এখন আমার কর্ত্তব্য কি বুঝিয়ে দাও দাদা!

নীলাম্বর। দিদি, তুমি কর্ত্তব্য স্থির ক'রেই এসেছ, তবে কেন দিদি,আমার মন পরীক্ষা ক'র্ছ?

শ্রীধর। দিদি, তখনি ত তোমায় ব'লেছিলাম যে, এ দেশ তোমার নয়। এখনও ব'ল্‌ছি, এ দেশ তোমার নয়। চল আমরা যে দেশের মানুষ, সেই দেশে যাই! সেখানে শত বিক্রমাদিত্য শত চেষ্টা ক'র্‌লেও তোমার ছায়াস্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বে না। ও কি দিদি, তোমার চোখ ছল ছল ক'র্‌ছে কেন? এ দেশের উপর কি বড় মায়া পড়েছে? তাই সেই মায়ায় দেশ ছাড়্‌তে প্রাণ কাঁদ্‌ছে। মিহিরকে ছাড়তে প্রাণে আঘাত লাগ্‌ছে, নয় দিদি।

ক্ষণা। ভাই শ্রীধর! তোমরা দু'জন যাকে ভগিনী-স্নেহে ভালবেসেছ, তার কি এ দেশের উপর মায়া বস্‌তে পারে! তবে মিহিরের কথা যে ব'ল্‌ছ, তা ভাই, আমি ত মিহিরের মঙ্গলের জন্যই এ দেশ ছাড়তে চাচ্চি! তার

জীবন নিষ্কণ্টক হবে, যশ অক্ষুণ্ণ থাকবে অপ্রতিযোগী প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত থাকবে, আমি এ দেশে থাকলে ত তার তা হবে না ভাই! তখন এ দেশের আর মায়ার কথা ব'লছ কেন? আর দাদা, কেন আমায় পরীক্ষা ক'রছ? আমার এ দেশের মায়া থাকতে কি তোমরা দেখা দিয়েছ?

নীলাম্বর। তবে চল ভগিনী সুভদ্রে! ভ্রাতৃ-ভবনে চল। আনন্দময়ি! পুণ্যপ্রতিমে! চল ভগিনি! তোমার বিরহে আমাদের আনন্দময়ী পুরী নিরানন্দের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে র'য়েছে! সে পুরী আনন্দ-প্রভায় আলোকিত ক'রবে চল।

ক্ষণা। চল দাদা, একটু অবসর দাও, আমি আমার হৃদয় হ'তে লৌকিক সম্বন্ধের চিত্র ইহলোকে স্থাপন ক'রে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করি। মিহির, প্রাণময় পতি-দেবতা আমার, তোমার ক্ষণার অপরাধ ক্ষমা কর। মনে ক'র না যে, আমি প্রেমহীনা মরুহৃদয়া পাষাণী! মনে ক'র না মিহির—আমি তোমায় ভালবাসি না ব'লে তাই আগে চ'লে যাচ্চি! আমার ভালবাসা নিষ্কাম! সে নিষ্কামব্রত জীবনে সিদ্ধ হ'ল না, তাই জীবন উৎসর্গ ক'রে সে ব্রত উদ্‌যাপন ক'রছি। আমার এ ভালবাসা ভোগের নয়, ত্যাগের! তুমি উচ্চহৃদয় মহাপুরুষ, একটু চিন্তা ক'রলে— দু'দিন বাদে আমার ভালবাসার মর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে পারবে। ইষ্টদেব আমার! আজ বিদায় দাও, তোমার সাধিকা নিকটে বা দূরে থাক, ইহলোকে বা পরলোকে থাক, সে তোমার ধর্ম্মপত্নী চিরজীবিনী চিরপ্রেমময়ী চিরচরণসেবিকা! বিদায় দাও—মিহির! বিদায় দাও, আমার প্রতি অভিমান ক'র না, আমার এই আপাতঃ নিষ্ঠুরতা ক্ষমা কর।

বাবা সিংহলরাজ! তোমার অভিসম্পাতের পূর্ণপ্রায়শ্চিত্ত ক'রলাম। স্নেহের কন্যার অপরাধ আর মনে স্থান দিও না। মা গো—অনন্তস্নেহময়ী সিংহল-রাণি! যে ক্ষণার জন্য তুমি পিতার কাছে লাঞ্ছিতা, মর্ম্মচিতা, কুণ্ঠিতা, মা, আজ সেই ক্ষণার শত অপরাধ ক্ষমা কর।

শ্রীধর। দিদি, দিদি, তোমায় গিয়ে কাজ্‌নি! (রোদন)

নীলাম্বর। যাস নে ক্ষণা, আরও দিনকতক থাক্। আমরা দিবানিশি তোর প্রহরী হ'য়ে থাক্‌ব, ভয় কি তোর! ভগিনি, ভগিনি! (রোদন ও পরস্পর অশ্রুমোচন)

ক্ষণা। একি দাদা, তোমাদের হৃদয়েও স্নেহের দুর্ব্বলতা আছে?

নীলাম্বর। দুর্ব্বলতা না দেখালে যে তোর দুর্ব্বলতা দূর ক'র্‌তে পারি না দিদি!

ক্ষণা। দাদা, আমি এই দুর্ব্বলতার জন্য একটী গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী হ'ব, দাদা, ভগিনীকে মার্জ্জনা ক'র্‌বে ত?

নীলাম্বর। বুঝেছি ভগিনি, তোমার অপরাধের মর্ম্মার্থ বুঝ্‌তে পেরেছি। জানি, তুমি মিহিরকে প্রবঞ্চনা ক'র্‌তে পার্‌বে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও—সে কার্য্য লোকচ'ক্ষে অপরাধ ব'লে গণ্য হ'লে তোমার প'ক্ষে পাপ নয়। দেহের ধ্বংস আছে, আত্মার ধ্বংস নাই।

নেপথ্যে—মিহির। ক্ষণা, ক্ষণা, কোথায় তুমি ক্ষণা!

ক্ষণা। ঐ দাদা, মিহিরের কণ্ঠস্বর! আর কেন চল যাই! নৈলে আবার স্বর্ণশৃঙ্খল পরাবে—আর না—চল দাদা, এস ভাই শ্রীধর, দেবীমন্দিরে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে—মিহির ও পুত্রবধূ। ক্ষণা, ক্ষণা, একি ক'রেছ! কি সর্ব্বনাশ! দেবীমন্দির যে রক্ততরঙ্গে ভেসে যাচ্চে! হায় হায়—কি সর্ব্বনাশ হ'ল! রাজা, রাজা, দেখে যাও—তোমার কীর্ত্তির চিহ্ন দেখে যাও।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

সভাসদ্‌গণ, ধন্বন্তরি, বরাহ ও বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিত! রাজ-অন্নে পুষ্ট জীবনের কি এই কৃতজ্ঞতা?

বরাহ। রাজা, আমার প্রাণ তোমার অন্নপুষ্ট, কিন্তু আমার মান-সম্ভ্রম-খ্যাতি-প্রতিপত্তি-জাতি-কুল-চরিত্র এরা তোমার পাপ-অন্নে পুষ্ট নয়।

বিক্রমাদিত্য। আমার অন্ন পাপ-অন্ন? তবে সে পাপ-অন্ন একদিন কেন গ্রহণ ক'রেছিলে?

বরাহ। চিন্তে পারিনি, সে পাপ-অন্ন পুণ্যের ভণ্ডামীতে ঢাকা ছিল! চিন্‌তে পারিনি রাজা, চিন্তে পারিনি, এখন চিন্তে পেরেছি! সে পাপ-অন্নকে বিষ্ঠা ব'লে বোধ হ'চ্চে!

বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ যে এত দূর দুর্ব্বিনীত হয়, তা আমার ধারণা ছিল না।

বরাহ। রাজা, তুমি যে এত দিন ব্রাহ্মণ দেখ নাই, এও আমার ধারণা ছিল না।

বিক্রমাদিত্য। ধন্বন্তরি! মিহির কোথা! পুত্রবধূর

প্রতি শ্বশুরের অধিকার অপেক্ষা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার অধিক। মিহির উদার, জ্ঞানী! আমি মিহিরকে বিশেষ জানি।

বরাহ। তুমি মিহিরকে কিছুই জান না! মিহির বরাহের পুত্র! আর যার প্রতি তোমার পাপ-লালসা, মিহির সেই ক্ষণার স্বামী।

বিক্রমাদিত্য। ব্রাহ্মণবধূর প্রতি আমার পাপ-লালসা, কিসে জান্‌লে বল?

বরাহ। পাপ-লালসা ব্যতীত অন্য লালসা এত বেগবতী হয় না। অন্য লালসায় ব্রাহ্মণের জাতি-মান নষ্ট ক'রতে প্রবৃত্তি দেয় না। ক্ষণা যদি অসামান্যা রূপবতী না হ'ত, তাহ'লে কি শুধু তার জ্ঞান-বিদ্যার পূজা ক'রতে প্রকাশ্য সভায় শ্রেষ্ঠ আসন ক'রতে? রাজা, যে যৌবন তুমি ভোগ কর্‌ছ, আমার সে যৌবন ভুক্ত ও গত হ'য়েছে! তুমি যেখানে অন্ধ, আমি সেখানে সহস্রচক্ষু!

বিক্রমাদিত্য। আমি প্রকাশ্যসভায় প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'ল্‌ছি, তোমার পুত্রবধূর প্রতি আমার কোনও পাপলালসা নাই। তিনি বিদ্যাজ্ঞানবতী—তাই জ্ঞানবিদ্যার গৌরব বিস্তারের জন্য আমি তাঁকে প্রকাশ্যরাজসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দান ক'রতে ইচ্ছা ক'রেছি। তুমি কুসংস্কারান্ধ পণ্ডিত-মূর্খ! তাই প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রছ! পাপ-লালসা আমার নাই, তোমার আছে। তুমি পুত্রঘাতী, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

বরাহ। মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী রাজা, এখনও ব'ল্‌ছ, তোমার মনে পাপ-লালসা নাই? তুমি মুখে অস্বীকার ক'র্‌লে কি হবে—তোমার দৃষ্টি, তোমার মুখশ্রী পাপলালসার

কালিমায় কলঙ্কিত! অন্তঃপুরবাসিনী বিদ্যাবতীর যশঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কোন্ গার্গী কোন লীলাবতী কবে কোন্ রাজসভায় কোন্ বর্ব্বর রাজার দ্বারা বলপূর্ব্বক আনীতা হ'য়েছিল? এখনও ব'লছ, পাপলালসা নয়?

বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিত, সাবধান, আমি রাজা, তুমি প্রজা! দোষীপ্রজার দণ্ডদানে রাজা জাতি বিচার করেন না!

বরাহ। কিসে আমি দোষী, আমার পুত্রবধূ সুন্দরী ব'লে?

বিক্রমাদিত্য। সাবধান পণ্ডিত, আবার সাবধান ক'রছি! আমি ব্রহ্মহত্যা ক'রতেও কুণ্ঠিত হব না, কিন্তু তার পূর্ব্বে রসনা কর্ত্তন ক'রে তোমায় শাস্তি দান ক'রব।

বরাহ। সুন্দরীর রূপমুগ্ধ কামোন্মত্ত লম্পটের অসাধ্য কি আছে! ব্রহ্মহত্যা ত ক'রবেই। হাঃ হাঃ হাঃ—যখন ব্রাহ্মণযুবতীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়েছ, তখন কি ছার ব্রহ্মহত্যা! পাপের পথ নিষ্কণ্টক ক'রতে কি ছার ব্রহ্মহত্যা! কিন্তু তুমি ক'টা ব্রহ্মহত্যা ক'রবে, কয়টা নরহত্যা ক'রবে? পৃথিবীর কোটী কোটী রসনা তোমার পাপকীর্ত্তি কীর্ত্তন ক'রবে! একবার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ' রাজা, সহস্র কুষ্টব্যাধি, সহস্র রাজযক্ষ্মা মুখবিস্তার ক'রে তোমায় জন্য অপেক্ষা ক'রছে—কেন তা জান, তোমায় ব্রাহ্মণবধূর সতীত্বনাশের পুরস্কার দান ক'রতে। আর একটু দূরে চেয়ে দেখ, চৌরাশী নরককুণ্ড—পূতিপুরীষ-পূর্ণ বদনব্যাদন ক'রে তোমার অন্তিম আসন বিস্তার ক'রে র'য়েছে! কি, কি—রাজা, ব্রহ্মহত্যা ক'রবে? এই আমি আমার স্ফীতবক্ষ বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে আছি—অসি কোষনিষ্কাশিত কর! এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বক্ষে আমূল বিদ্ধ

কর! সে বরং ভাল, এই বুকে যে অনন্তজ্বালাময়ী চিতার আগুন জ্বেলে দিয়েছ, তার চেয়ে বরং ভাল! আমি দুর্ব্বল ব'লে জীবিত দেহে কুলনারীর অপমান স্বচক্ষে দর্শন ক'রব, তার চেয়ে বরং ভাল। যে পাপলালসায় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রেছ, ব্রহ্মহত্যায় তার দক্ষিণান্ত কর! রাজা, মৃত্যুভয় তোমার, কিন্তু যার মান প্রাণ অপেক্ষা পূজ্য, মৃত্যুভয় তার নাই! এস রাজা, পরম বন্ধুর কাজ কর;—(সম্মুখে বক্ষবিস্তার পূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

বিক্রমাদিত্য। শোন্ রে উন্মাদ! তুই রাজদ্রোহী। রাজদ্রোহীর প্রাণদণ্ড রাজনীতিসম্মত! এই নে কুকর্ম্মের ফলভোগ কর্। (অস্ত্রহননোদ্যত)

মিহির, সুবেদিতা ও শৃঙ্গধারী ক্ষণার মৃতদেহ লইয়া প্রবেশ।

মিহির। মহারাজের জয় হোক্।

বিক্রমাদিত্য। একি, একি, কার মৃতদেহ?

মিহির। কার মৃত দেহ, চিন্‌তে পারলি রাজা! যে জীবিত দেহে তোমার পাপ-লালসা চরিতার্থ ক'রতে পারে নি, সে আজ তোমায় তার মৃতদেহ দান ক'রে তোমার অধিকারের সীমা অতিক্রম ক'রে রাজার রাজা মহারাজার রাজ্যে চিরআশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে! এই নাও ধর! যে শ্রেষ্ঠ আসন বড় সাধে সাজিয়ে রেখেছ রাজা, সেই আসনে বসিয়ে লালসার দৃষ্টি চরিতার্থ কর।

বরাহ। মা পুণ্যময়ী দেবী সরস্বতি, লম্পটকে শিক্ষা দান ক'রতে এই ক'রেছ মা!

সুবেদিতা। এই ক'রেছে মা আমার, এই ক'রেছে! তাই—সেই জন্যই ব'লেছিল, তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আমি যথাবিধি কার্য্য ক'রে রাজসম্মান রক্ষা ক'র্‌ব। ওরে লম্পট, ওরে ভণ্ড! আজ পৃথিবীকে কি রত্ন হ'তে বঞ্চিত ক'র্‌লি, তা একবার ভাব্‌ দেখি। ও রে ভগবানের এমন সুন্দর দান কখন কি চোখে দেখেছিস্! ও রে হিংস্র জন্তু, ওরে, পরদ্বেষী, এখন তৃপ্ত হ'য়েছিস্ ত?

বরাহ। না দিদি, এখনও তৃপ্ত হয়নি, আমি তৃপ্ত ক'রছি! (ক্ষণার ক্ষতস্থান হইতে রক্তাঞ্জলি লইয়া) লম্পট, তৃপ্যতাং, কামুক তৃপ্যতাং! ব্রহ্মহন্তা, রাজকুলকলঙ্ক! তৃপ্যতাং—তৃপ্যতাং—তৃপ্যতাং! আর কি জগৎ তৃপ্তিলাভ ক'রেছে! যাই, রাজার কীর্ত্তি দেশে দেশে ঘোষণা করিগে।

[বেগে প্রস্থান।

সন্ন্যাসিবেশে সিংহলরাজ ও কণ্ঠরুদ্রের প্রবেশ।

সিংহলরাজ। অভিমানিনী মা আমার, প্রতিভাময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা আমার—কৈ তোমার মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় শ্রেষ্ঠ আসন কৈ? উজ্জয়িনীরাজ, আমি ক্ষণার পিতা দুর্ভাগা সিংহলরাজ। আমি আমার বিদুষী কন্যার বিদ্যাগৌরব স্বচক্ষে দর্শন ক'র্‌তে এসেছি! কৈ দেখাও, একবার দেখ্‌ব!

মিহির। বাবা, বাবা এসেছেন, এই দেখুন, আপনার প্রতিভাময়ী কন্যা! মহারাজ আজ তাকে কি শ্রেষ্ঠ আসন দান ক'রেছেন।

সিংহলরাজ। মিহির, মিহির, একি বাবা, এ যে ক্ষণার মৃত দেহ! উঃ, কে রে, কে রে নির্ম্মম চণ্ডাল! কে আমার কন্যাকে হত্যা ক'রেছিস? মিহির, মিহির, বল, বল, আমি আমার জীবনের শেষ অসি-চালনা ক'রে এ প্রতি-হিংসা-বহ্নি নির্ব্বাণ ক'রব। হায় মা, কোন্ মুখ নিয়ে আবার সিংহলে ফিরব! (রোদন)

কণ্ঠরুদ্র। দয়াবতী ক্ষণা, এ নিষ্ঠুর পাষাণমূর্ত্তি দর্শনের পূর্ব্বেই মহাপ্রস্থান ক'রেছ! আমাকে আর মার্জ্জনা ক'রে গেলে না! ক্ষণা, ক্ষণা, আমি যে কর্ণাটের রাজসিংহাসন ত্যাগ ক'রে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করে, তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি! মিহিরের বামে তোমার হাস্যময়ী মূর্ত্তি দেখ্‌তে এসেছি। স্বকর্ণে তোমার হাসিমাখা ক্ষমার আশ্বাস বাক্য শুনতে এসেছি! দেবি! আমার কোনও আশা পূর্ণ ক'রলে না? মিহির, মিহির, আমায় ক্ষমা কর। আর বল—এ দক্ষযজ্ঞের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? কার জন্য সতী দেহ ত্যাগ ক'রেছে? কে সে মহাপাপী?

বিক্রমাদিত্য। আমি! আমি! আমি!

কণ্ঠরুদ্র। কে তুমি?

বিক্রমাদিত্য। মিহির, মিহির, উত্তর দাও, কে আমি!

মিহির। রাক্ষস, পিশাচ, অসুর, দানব, পশু তুমি—তুমি—উজ্জয়িনীরাজসিংহাসনকলঙ্ক তুমি! ছদ্মরাজবেশে সাক্ষাৎ পাপরূপী কলি তুমি! নরকরাজ্যের রাজা—চন্দ্র-কলাগ্রাসী রাহু—নরকের কৃমি-কীট তুমি বিক্রমাদিত্য!

সিংহলরাজ। যাক্, স্থির হও, স্থির হও, সব বুঝ্‌তে পেরেছি, কোন সূত্রে কি ঘটনা ঘটেছে, তা সব বুঝ্‌তে পেরেছি! মায়ের আমার জীবিত মূর্ত্তি বুকে ধ'রে শীতল হ'তে পারলাম না! এখন চল, মায়ের মৃতদেহ ল'য়ে তৃষিত সিংহলকে সুশীতল ক'রবার জন্য স্বদেশে ফিরে যাই! সিংহলের সিন্ধুকূলে মায়ের আমার চিরস্থায়ী সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ ক'রব। সেই সমাধি-মন্দির দেখে সিংহলের লোকে ব'লবে, এ নারীমূর্ত্তি সরস্বতীদেবীর সমাধি-মন্দির, আর ভারতের লোক ব'লবে—উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি-ম[illegible]! মিহির! মিহির! আমার মাকে তুমি— আমায় [illegible] দাও! মিহির, তোমার ক্ষণা, আমার নয়; তাই স্নেহ[illegible]থারী ক্ষণার পিতা আমি, আজ তোমার কাছে মাকে আমার আমি ভিক্ষা চাচ্চি।

মিহির। সিংহলরাজ! আমিই ক্ষণার কালস্বরূপ! আমি নন্দনবনের কল্পলতাকে মর্ত্ত্যে এনেছিলাম, রাজ-ভাণ্ডারের দুর্লভ মহার্ঘ্য রত্নকে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে স্থান দিয়েছিলাম, বিধাতা তার যোগ্য বিচার ক'রেছেন। আমায় আমার দুরাশার শাস্তি দিয়েছেন! অসুরের ভয়ে দেবী প্রস্থান ক'রেছেন। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব, দেবীর সমাধিমন্দিরের পার্শ্বে ব'সে তাঁরই তপস্যা ক'রব! সেই তপস্যার বলে বিদুষী ক্ষণাদেবীর নাম আসমুদ্র বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাক্‌বে, ততদিন প্রতি ঘরে কোটী কণ্ঠে বিঘোষিত হবে! একটী দরিদ্রব্রাহ্মণ-কুটির-বাসিনী ক্ষণা—সৌধবাসিনী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় সর্ব্বদেশে সর্ব্বসমাজে চিরপূজিত হবে! এ মৃত্যুতে ক্ষণাদেবীর অমৃতত্ব লাভ।

সুবেদিতা। বৌ মা আমার বৈকুণ্ঠের সরস্বতী! আমার ঘরে থাকবে কেন, আমার ঘরে যে পাপ-অসুরের দৃষ্টি প'ড়েছে! ওরে অসুর, যদি আমি ব্রাহ্মণকন্যা হই, যদি আমি সত্যই প্রাণে ব্যথা পেয়ে থাকি, তাহ'লে জানিস্‌, আজ হ'তে তোর কৃতকর্ম্মের ফলে—উজ্জয়িনী-রাজবংশ সমূলে নির্ম্মূল হবে! উজ্জয়িনী শ্মশান হবে, তুই শ্মশানের পিশাচ সেইখানে ব'সে ধেই ধেই নৃত্য ক'রবি। চল, পাপপুরী হ'তে মাকে নিয়ে যাই।

শৃঙ্গমালী। অশ্রু পতিত হ'ও না, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে! মা ক্ষণা, যাও—ইচ্ছাময়ের পবিত্র রাজ্যে পুণ্যপ্রবাহিনীরূপে প্রবাহিত হও গে যাও। সেখানে দেবতারাও তোমায় পূজা ক'রবেন!

শ্রীধর, নীলাম্বর ও দেববালাগণের
পুষ্পমাল্য হস্তে প্রবেশ।

শ্রীধরাদি। গীত

জয় পুণ্যবতী জয় ক্ষণা সতী জয় জয় দেবী ভারতি।
চল পুণ্যধামে তব পুণ্যনামে করিগে পুণ্য-আরতি!
জয় জয় দেবী ভারতি॥
সেই পুণ্যধামে শূন্য সিংহাসন, করি চল দেবি পূর্ণ সুশোভন,
চিরসমাদরে সদা ভক্তিভরে পূজিব পুণ্য-মূরতি।
জয় জয় দেবী ভারতি॥

যবনিকা-পতন।

শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়,

১১। শুকদেব-চরিত। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) এই নাটকের রচনা অতি সুন্দর। মূল্য ১।০

১২। ভৃগুচরিত। (দ্বিতীয় সংস্করণ) মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত। যে ভৃগু নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করিয়া ছিলেন, সেই ভৃগুর বাল্যজীবন হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত সমুদয় বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১।০

১৩। শেষ প্রভাস বা যদুবংশধ্বংস। (মথুরনাথ সাহার যাত্রায় অভিনীত) ইহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। হাফ্‌টোন ছবি মণ্ডিত, মূল্য ১॥০

১৪। পদ্মিনী। (পঞ্চম সংস্করণ) ঐতিহাসিক নাটক, মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত। এই পদ্মিনীর অভিনয়ে যাত্রায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, সুন্দর কাপড়ে বাঁধান। মূল্য ১॥০

১৫। লবণ সংহার। (রামলাল চাটুয্যের যাত্রায় অভিনীত) এরূপ অভিনয়োপযোগী গীতাভিনয় অতি অল্প। হাপটোন ছবি সহ সুন্দর কাপড়ে বাইণ্ডিং। মূল্য ১।০

১৬। চাণক্য। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস নাটক অবলম্বনে লিখিত। মূল্য ১॥০

১৭। দুর্গাসুর। (দ্বিতীয় সংস্করণ) মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত। ইহাতেই সেই অষ্টমাতৃকার মূর্ত্তি, মনোমুগ্ধকর রস-তরঙ্গ পবিত্রভাবে বহিয়া যাইতেছে। সুন্দরবাঁধান মূল্য ১॥০

১৮। দীনবন্ধু। (ধর্ম্মমূলক নাটক) মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত। উড়িষ্যান্তর্গত যাজপুরনিবাসী বন্ধু মহান্তির উপাখ্যান লইয়া এই নাটক লিখিত। নবরসপ্রধান এরূপ ঘটনাবৈচিত্রময় নাটক বাঙ্গালায় এই নূতন। বাঁধান মূল্য ১॥০

১৯। তারা। (পৌরাণিক নাটক, দ্বিতীয় সংস্করণ) মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত। আদর্শচরিত্রা তারার চিত্র—ভ্রাতৃস্নেহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নীতি ইহার ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাইবেন। সুন্দর বাঁধান, মূল্য ১॥০

২০। অলর্ক চরিত। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) রসভাবপূর্ণ ঘটনাবৈচিত্রময় অপূর্ব্ব নাটক। অধঃপতিত ব্রাহ্মণের পুনরভ্যুদয়! সত্য ও মায়ার সশরীরে আবির্ভাব। মূল্য ১।০

১২নং হরীতকী বাগান লেন।

২১। অন্নপূর্ণা। (ত্রৈলোক্যতারিণীর যাত্রায় অভিনীত) কভারে সুন্দর চিত্র। রচনা-কৌশল, চরিত্র-চিত্রণ ও ভাব-মাধুর্য্য অতীব সুন্দর। মূল্য ১।০

২২। বিদুর। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) এই নাটকে বিদুরের মহৎ চরিত্র মহত্তরভাবে অঙ্কিত। মূল্য ১।০

২৩। মান। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) ষড়রসের আধার, গানের পদে বীণার বিনোদ ঝঙ্কার। মধুর মধুর বড় মধুর বিধুর জ্যোৎস্না বিজড়িত ভক্তের প্রাণ—বৈষ্ণবের ধ্যান—ভাবুকের ভাব কবিত্বের প্রস্রবণ। কাপড়ে সুন্দর বাঁধা, মূল্য ১॥০

২৪। রাণীজয়মতী। (ঐতিহাসিক নাটক) মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত। নূতন ধাঁজে—নূতন ছাঁচে—নূতন ভাবে—নূতন নাটক। সুন্দর কাপড়ে বাঁধা, স্বর্ণখচিত। মূল্য ১॥০

২৫। রাম নির্ব্বাসন। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) এই পুস্তকপাঠে চক্ষের জলধারা ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না। প্রত্যেক চরিত্র, চক্ষের সম্মুখে যেন জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। মূল্য ১॥০

২৬। শ্রীগৌরাঙ্গ। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) ইহাতে মহাপ্রভুর জন্ম হইতে জগাই মাধাই উদ্ধারপ্রভৃতি বহু ঘটনা আছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ সঙ্গীতে পশু-পক্ষীও কাঁদিয়া উঠে। মনোমত বঙ্গে বাঁধা। মূল্য ১॥০

২৭। মেঘনাদ। (মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত) প্রতিদিনই অভিনীত হইতেছে, সুতরাং বলিবার কি আছে। মূল্য ১॥০

২৮। ক্ষণাদেবী (নূতন গীতাভিনয়, মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত, নায়ক প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রশংসিত) বর্ত্তমান সময়ে ক্ষণার বিজয়ধ্বজা পতপত শব্দে উড়িতেছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

অন্যান্য—সত্যনারায়ণ—(ব্রতকথা) মূল্য ৵০। রগড়—(প্রহসন) মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত মূল্য ।০ অলোকচতুরা—(স্ত্রীপাঠ্য, গার্হস্থ্য উপন্যাস) মূল্য ৸০ আনা।

চালতার অম্বল—(তৃতীয় সংস্করণ, খোসগল্প ১নং) মূল্য /০, খাসাদই—(দ্বিতীয় সংস্করণ খোসগল্প ২নং) মূল্য /০, ছানার পায়েস—(খোসগল্প ৩নং) মূল্য /০, ক্ষীরেরনাড়ু—(খোসগল্প ৪নং) মূল্য /০, পাঁচোয়ারসিং—(নক্সা) মূল্য ৵০ আনা।

শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়,

তালপত্রে মুদ্রিত শাস্ত্রাবলী। (বঙ্গাক্ষরে)

শ্রীশ্রীচণ্ডী। (মূল্য, সপ্তম সংস্করণ) শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই তালপাতায় পুঁথির আকারে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের আবিষ্কারক। ইহাতে কোন বিষয়ের বরাত দেওয়া নাই। সংকল্প, বিধি, অর্গল, কীলক, স্তব, কবচ, চণ্ডীমাহাত্ম্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বিন্যস্ত। মূল্য ১৲। রুদ্রচণ্ডী। মূল্য ।৵০। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (মূল বড় অক্ষরে) মূল্য ১৲ কালীপূজাপদ্ধতি। (তৃতীয় সংস্করণ) কোন বিষয়ের বরাত দেওয়া নাই। শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, দক্ষিণাকালী প্রভৃতি সকল পূজাই চলিবে। মূল্য ১॥০। জগদ্ধাত্রীপূজাপদ্ধতি। বরাত দেওয়া নাই। মূল্য ১৲। (ভবদেব) দশসংস্কারপদ্ধতি। মূল্য ১॥০। দুর্গাপূজাপদ্ধতি। তিন প্রকার:—কালিকাপুরাণোক্ত, দেবীপুরাণোক্ত, বৃহন্নন্দিকেশ্বর। কোনটীতেও বরাত দেওয়া নাই। প্রত্যেকের মূল্য ১॥০। ব্রতমালা। সমুদায় ব্রতকথা লিখিত, বরাত দেওয়া নাই। মূল্য ১॥০। সন্ধ্যা। তিন প্রকার:—সামবেদীয়া, ঋগ্বেদীয়া, যজুর্ব্বেদীয়া। প্রত্যেকের মূল্য ৵০। পঞ্চদেবী-পূজাপদ্ধতি। (লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, মনসা ও গঙ্গা) মূল্য ৸০। অন্নপূর্ণা পূজাপদ্ধতি। মূল্য ৸০। পশুপতি। (যজুর্ব্বেদীয় দশসংস্কার পদ্ধতি) মূল্য ১॥০

(সংস্কৃত গ্রন্থাবলী দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত)

দশকুমারচরিতম্—(সটীক বঙ্গানুবাদ সহ অভিনব সংস্করণ) বাঁধাই মূল্য ১॥০। মালবিকাগ্নিমিত্রম্—(নাটক সটীক বঙ্গানুবাদ) বাঁধাই মূল্য ১॥০। উত্তররামচরিতম্—(নাটক সটীক বঙ্গানুবাদ সহ) বাঁধাই মূল্য ২॥০। ভট্টিকাব্যম্ ১—৯ সর্গ ঐ চন্দ্রিকা সহ মূল্য ৩৲। রঘুবংশম্ ১—১৯ ঐ চন্দ্রিকা সহ মূল্য ১॥০। কুমারসম্ভবম্ ১—৭ ঐ চন্দ্রিকা সহ মূল্য ১৲। শিশুপালবধম্ বাঁধান ৩৲। মেঘদূতম্ ঐ চন্দ্রিকা সহ মূল্য ১৲। প্রশ্নাবলী (খৃঃ ১৮৮১—১৮৯৭) মূল্য ॥০ সংস্কৃতবোধিকা—(প্রথম ভাগ) মূল্য ৵০ আনা।

(বঙ্গাক্ষরে)

ছন্দোমঞ্জরী (সটীক) মূল্য ।৵০ মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, বাঁধাই মূল্য ৩৲। সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণম্, বাঁধাই মূল্য ৪৲। সন্ধিকড়চা, মূল্য ৶০। সুবন্ত কড়চা ।/০, কৃত্তবোধ ৵০, আগ্নেয়পর্ব্ব ১॥০